ছিন্নমুকুল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সমর্পণ।

বোম্বাই সহরের পারেল পাহাড়-শিখরস্থ একটি অট্টালিকাকক্ষে চারুশীলা রুগ্নশয্যায় শয়ান; নিকটে ভগিনী সুশীলা আসীন। তখন প্রাতঃকাল; দূরে পাহাড়ের নিম্নদেশে সুনীল সমুদ্র প্রাতঃ-সমীরে সুধীর ভাবে তরঙ্গিত হইতেছিল, এবং বক্ষ-স্থিত নৌকা সমূহকে বিলাস ভাবে মৃদুমন্দ দোলাইয়া, লীলাচ্ছলে বেলা ভূমিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। সূর্য্য উঠিয়াছে, তাহার সহস্র কিরণমালা বিদ্যুৎ খণ্ডের ন্যায় সেই সমুদ্র-উরসে প্রতিফলিত হইয়া ঝিকিমিকি করিতেছে। গাছের শিখরে শিখরে, দূরস্থ পর্ব্বতের শিখরে শিখরে, প্রাতঃসূর্য্যের হেমাভ রশ্মি জ্বলিতেছে। তটেই বোম্বাই সহর, পাহাড় হইতে সেই মহানগরীর বিচিত্র রমণীয়তা আরো দ্বিগুণ রমণীয় বলিয়া

বোধ হইতেছিল। এখনো সহর সম্পূর্ণ জাগ্রত হয় নাই, এখনো বৈষয়িক কোলাহল আরম্ভ হয় নাই, এখনো প্রেকৃতির অকৃত্রিম শোভাই চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

সুশীলা ভগিনীর সেই রুগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া সাশ্রু লোচনে তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে মাঝে মাঝে মুক্ত বাতায়ন দিয়া এক একবার নিম্নস্থ সহরের প্রতি, এক একবার সেই স্বর্ণ-রশ্মি-শোভিত সমুদ্রের প্রতি চাহিতেছিলেন। সুশীলার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতির অধিক হইবে না। দেখিতে সুশ্রী, চক্ষু নাসিকা ওষ্ঠাধর সকলি সুগঠন, কিন্তু বিধবার বেশ; যুবতী-মুখে প্রৌঢ়ার বিজ্ঞতা ব্যাপ্ত হওয়ায় তাঁহার সৌন্দর্য্যের তেমন আকর্ষণী শক্তি ছিল না: সহসা তাঁহার সেই সৌন্দর্য্য কাহারো চক্ষে লাগিত কি না সন্দেহ। ইঁহারা দুই জনেই এলাহাবাদের মৃত ব্রাহ্ম তারাকান্ত মুখোপাধ্যায় নামক এক জন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কন্যা। চারুশীলা বিবাহের পর হইতে স্বামীর সহিত আসিয়া বোম্বাই সহরে ছিলেন; সুশীলার বাল্যকাল হইতেই পিত্রালয়ে বাস। সুশীলা এক দিন হঠাৎ শুনিলেন যে বাণিজ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভগিনীপতির মৃত্যু হইয়াছে, এবং চারুশীলাও শয্যাগত; শুনিয়া সুশীলা বোম্বাই আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাঙ্গালির মেয়ে, একাকী এত দূর আসিতে সাহস হইবে কি করিয়া? সুশীলার আর আপনার কেহই ছিল না। ভাগ্যে পূজার ছুটীতে তাঁহার দূর সম্প-

কীয় দেবর হিরণকুমার এলাহাবাদে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তিনিই সুশীলার বিপদ দেখিয়া সঙ্গে করিয়া বোম্বাই লইয়া আসিলেন।

কত দিন পরে আজ দুই ভগিনীতে সাক্ষাৎ, সেই চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় স্বামীর সহিত চারুশীলা বোম্বাই চলিয়া আসেন, তখন সুশীলা দশম বর্ষীয়া মাত্র; সেই অবধি আর তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার পর এই অল্প দিনের মধ্যে দুজনের জীবনে কত ঘটনা ঘটিয়াছে, কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই বিদায়ের সময় জীবনের কেবল আরম্ভ মাত্র, তখন জীবনে কতই সুখের আশা ছিল, কিন্তু ইহার মধ্যেই সব ফুরাইয়াছে, ইহার মধ্যেই দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, দুজনেই বিধবা হইয়াছেন। এখন এই অবস্থায় দুজনের দেখা হইয়া তাঁহারা কত কাঁদিতেছিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে দুজনে কতই দুঃখের কথা কহিতেছিলেন, সে সকল এস্থলে বলা বাহুল্য মাত্র। অশ্রু মুছিতে মুছিতে একবার সুশীলা বাটীর সন্নিধানস্থ উদ্যানে দৃষ্টিপাত করিলেন—দেখিলেন উদ্যানে দুইটি বালক বালিকা খেলিতেছে, কিছু দূরে হিরণকুমার দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছেন। হিরণকুমার অষ্টাদশবর্ষীয়, তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম, চক্ষু সুদীর্ঘ, দৃষ্টি শান্ত অথচ জ্যোতির্ম্ময়। যৌবনের প্রাক্কালে যে সকল মনের গুণ স্ফূর্ত্তি পাইয়া মানুষের বাহ্য আকৃতিকেও স্ফূর্ত্তিময় করিয়া তোলে, সেই সকল গুণের প্রাচুর্য্য বশতঃ যেন হিরণকুমারের মুখে এবং সমস্ত শরীরে একটি

অলৌকিক তেজের প্রভাব প্রকাশ পাইতেছিল। হিরণকুমার দেখিলেন, বালকটি কখনও উদ্যানে কোদাল লইয়া মাটি কাটিতেছে, কখনও দৌড়িয়া গাছের কোন শুষ্ক শাখা ভাঙ্গিতেছে, কখনও বা কোন জল-পাত্র হস্তে লইয়া ফুল গাছের গোড়ায় জল ঢালিতেছে। বালকটি দশমবর্ষীয়, শরীর সুগোল সুঠাম হৃষ্টপুষ্ট, মুখাবয়ব সুন্দর, কৃষ্ণ ভ্রুযুগলের নীচে চঞ্চল চক্ষুর্দ্বয় যেন জ্বলিতেছে, কুঞ্চিত কেশরাশি উন্নত ললাট বেষ্টন করিয়া তাহার গরিমা বৃদ্ধি করিতেছে। মুখশ্রী দেখিলে বালকটিকে সরল উদারচেতা, এবং কিছু উদ্ধতস্বভাব বলিয়া বোধ হয়। বালিকাটি কিছু কৃশ, ক্ষুদ্র মস্তকে নিবিড় কেশজাল তাহার স্কন্ধদেশের নিম্নভাগ পর্যান্ত আবরিত করিয়াছে; মধ্যে মধ্যে সেই স্থান-চ্যুত ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশি বক্ষে কপোলে পড়িয়া তাহার সেই গোলাপকলিকা সদৃশ মুখখানির মধুরতা আরো বৃদ্ধি করিতেছে। তাহার সেই নীলাভাময় চক্ষু দুটির দৃষ্টি শান্ত ও করুণ; দৃষ্টিতে যেন কেমন-সঙ্কুচিত, কেমন-শশঙ্কিত ভাব; চক্ষের পল্লব দুটি যেন কিসের ভারে সর্ব্বদাই ভারাক্রান্ত, তাহাদের যেন সেই দীর্ঘায়তন চক্ষুর সমস্ত আয়তন বিকাশ করিবার সামর্থ্যই নাই। মুখখানিতে শৈশবের প্রফুল্ল ভাব নাই, তাহা কেমন যেন ঈষৎ বিষণ্ণ ভাবে আবরিত, পূর্ণীমার জ্বলন্ত উজ্জ্বলতার উপর যেন ঘনঘোর মেঘের ছায়া পড়িয়া সমস্ত মূর্ত্তিতে একটি ভয়ের ভাব, একটি বিষণ্ণ ভাব, একটি করুণ ভাব বিকীর্ণ করিয়াছে।

খেলা করিতে করিতে, সহসা বালকটি বালিকার নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল " কনক, আয়, আয়, দেখবি কেমন ফুল ফুটেছে ?" বালিকা আস্তে আস্তে বলিল " কোথায় ?" " ঐ দিকে"—এই কথা বলিয়াই বালক কনকের হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক সেই দিকে তাহাকে লইয়া চলিল। বালিকা দুর্ব্বল, ভ্রাতার সঙ্গে সমান দৌড়িতে পারিল না, কষ্টে খানিক দূর আসিয়া, পড়িবার উপক্রম করিল, অমনি বালক " তুই চল্‌তে পারিস্ নে—তুই থাক্" বলিয়া মনের বেগে সেই প্রস্ফুটিত ফুলবৃক্ষের নিকট দৌড়িল, তাহার আর বিলম্ব সহে না। বালকটি কিছু চঞ্চলচেতা, যখনি যা মনে আসে তখনি তাহা না করিয়া থাকিতে পারে না। বালক হইতে বালিকাটি আবার সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন, সে যেন দৌড়িতে জানে না, যেন চলিতে জানে না, একস্থানে দাঁড়াইয়া নিস্তব্ধে, অনিমেষ লোচনে, সমুদ্র-ক্রীড়া দেখিতেই সেই সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা নিমগ্ন ছিল। তাহা দেখিতে দেখিতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কত কি ভাবের উদয় হইতেছিল কে বলিবে। সহসা একটি পুষ্পবৃক্ষস্থিত প্রজাপতির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে অতি ধীরে ধীরে, অতি ভয়ে ভয়ে পদক্ষেপ করিয়া যে গাছে প্রজাপতি বসিয়াছিল সেই গাছের নিকট আসিল, এক দৃষ্টে প্রজাপতির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে কি ভাবিয়া কে জানে সে আস্তে আস্তে তাহার ক্ষুদ্র হাতটি তুলিয়া প্রজাপতির গাত্র স্পর্শ করিতে গেল, অমনি প্রজাপতিটি উড়িয়া আর একটি বৃক্ষে গিয়া বসিল। বালি-

কার মুখকান্তি অমনি [illegible] হইয়া পড়িল, যেন মনে মনে বলিতে লাগিল " প্রজাপ[illegible] তুমি পলাইলে কেন, আমি আদর করিয়া ছুইতে গেলাম, [illegible] পলাইলে কেন ?" বালিকা ক্ষুণ্ণমনে সেখান হইতে স[illegible] একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের নিকট গেল ; বিষণ্ণভাবে দাড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ফুলটি দেখিতে লাগিল। দেখিতেও ভয়, কে যেন এখনি আসিয়া তাহার দেখায় বাধা দিবে. কে যেন তাহার সেই ভালবাসার ফুলটি তাহার দেখা বন্ধ করিবার জন্যই তুলিয়া লইবে। বালিকাটি ফুলপানে চাহিয়া চাহিয়া ধীরে ধীরে সেই ফুলটির বৃন্তে আপন কুসুম-হস্ত রাখিল, ধীরে ধীরে সেই ফুলটি তুলিয়া হস্তে লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিল। ফুল তুলিবার সময় বালক দেখে নাই ; হঠাৎ এদিকে দৃষ্টি পড়ায়, ভগিনীর হস্তে ফুল দেখিতে পাইল অমনি, সক্রোধে ছুটিয়া আসিয়া ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিল " আমার গোলাপ ছিঁড়িলি কেন ?" বালিকাটি ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁদ' কাঁদ' ভাবে ভ্রাতার মুখ পানে চাহিয়া রহিল, কি যেন বলিতে গেল কিন্তু পারিল না, কথা আটকিয়া গেল। আবার আরক্ত নয়নে তাহার ভ্রাতা বলিল " তুই যে বড় আমার ফুল ছিঁড়লি।" বালিকা তেমনি করুণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। নীরবে ছল ছল নেত্রে কত ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু কোন কথা ফুটিয়া বলিতে পারিল না। একবার অতি অস্ফুট মৃদুস্বরে, অতি ধীরে ধীরে বলিল " আর তুলিব না ;" সে কথা ক্রুদ্ধ বালকের

কর্ণে প্রবেশ করিল না। ভগিনীকে মৌন দৃষ্টে উত্তরোত্তর বালক আরো ক্রুদ্ধ হইয়া, "কেন ফুল ছিঁড়লি" বলিতে বলিতে সরোষে বালিকাকে মারিতে হস্তোত্তলন করিল, কিন্তু কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া অমনি তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সেই অপরিচিত ব্যক্তিটি হিরণকুমার। তিনি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছিলেন। বালকটি বালিকাকে মারিতে উদ্যত দেখিয়া বালিকার প্রতি তাঁহার মমতা হইল, হিরণকুমার থাকিতে না পারিয়া, ছুটিয়া আসিয়া বালকের হাত চাপিয়া ধরিলেন। বালক আশ্চর্য্য হইল, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল ; সে কখনো কিছুতে বাধা পায় নাই, যখনি যাহা মনে করিয়াছে তখনি তাহা করিয়াছে, সহসা আজ বাধা পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, সরোষে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চেষ্টা নিস্ফল হওয়ায় আরো মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিল। বালক এদিকে সরল, এদিকে উদার, কিন্তু কাহারো প্রভুত্ব সে সহ্য করিতে পারে না, কিছুতে বাধা প্রাপ্ত হইলে সে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠে, সে মিষ্ট কথার দাস কিন্তু বল-পূর্ব্বক কেহ তাহাকে কিছুই করাইতে পারে না, সে অতি অল্পেতেই ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু অতি অল্পক্ষণের নিমিত্ত। ছেলেবেলা হইতে সে বাপ মায়ের অতিশয় আদুরে, সে তাঁহাদের নিকট হইতে কখনো কোন বিষয়ে ধমক্ খায় নাই, যখনি তাহার সহিত তাহার ভগিনীর বিবাদ হইয়াছে, সে পিতামাতার কাছ হইতে তাহার পক্ষেই সমর্থন পাইয়া

আসিয়াছে, সুতরাং তাহার উদ্ধত স্বভাব আরো বর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছে। তা না হইলে—তাহার পিতামাতা যত্ন করিয়া শিক্ষা দিতে জানিলে এই উদার বালকটির স্বভাব অতি নির্দোষ হইতে পারিত। তাহার অদৃষ্টে যাহা কখনো হয় নাই তাহা আজ হওয়াতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। হিরণকুমার তাহার হস্ত ধরায় সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিল, এই ঘটনাটি তাহার শিরায় শিরায় বিঁধিল। যখন দেখিল সে হাত ছাড়াইতে অক্ষম, তখন সে আর কিছু না করিয়া, মৌনভাবে আরক্ত লোচনে হিরণের দিকে চাহিয়া রহিল। পাছে হাত ছাড়িলে বালক আবার বালিকাকে মারে, সেই ভয়ে হিরণ হাত না ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "আর মারবে না বল!" বালক এই কথায় আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "মারবো।"

হিরণ! "তবে তোমার হাত ছাড়িব না।"

বালক। "হাত ছাড়িয়া দেও, তুমি হাত ধরিবার কে?" হিরণ আবার বলিলেন "বল মারিবে না, তাহা হইলে এখনি ছাড়িয়া দিব।" বালক আর একবার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া অক্ষম হইলে সক্রোধে বলিয়া উঠিল "আমার বোন্, আমি মারিব—তুমি বলিবার কে?" বালককে এইরূপ ক্রোধান্ধ দেখিয়া, হিরণকুমার মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বালক তাহাতে আরও যেন অপমানিত হইয়া নীরবে গর্জ্জিতে লাগিল। বালিকা এতক্ষণ ভয়ে এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল, এখন আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া

হিরণকে বলিল "দাদার হাত ছেড়ে দাও"—হিরণ হাত ছাড়িয়া দিলেন। বালক তখন গম্ভীর ভাবে আরক্ত অথচ অশ্রুময় লোচনে নিস্তব্ধে বাগান হইতে প্রস্থান করিল। অন্য সময় হইলে সে হয় তো মাতার নিকট আসিয়া কত অভিযোগ করিত—কিন্তু আজ তাহা করিল না, একাকী আজ শয়নগৃহে আসিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া রহিল। হিরণ বালিকাকে কোলে লইয়া উদ্যান হইতে আসিলেন। বালিকা আসিতে আসিতে বলিল "কেন তুমি দাদার হাত ধরিলে?"

ইহার অনেক ক্ষণ পরে বালক বালিকা দুইটি, মাতার রুগ্ন-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকটি অন্য দিনের ন্যায় তত প্রফুল্ল নহে—যেন কিছু ম্রিয়মান, তাহা দেখিয়া পীড়িতা মাতা কিছু ব্যাকুল ভাবে তাহাকে কাছে ডাকি-লেন। কাছে বসিলে চারুশীলা সেই দুর্ব্বল রুগ্নহস্তে ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন "কেন রে প্রমোদ, আজ যে তোর মুখখানি শুকিয়ে গেছে।" বালক কথা কহিল না। ততক্ষণ বালিকা কনক-লতা ভয়ে ভয়ে গৃহের একটি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে তাহার মাতা কিছুই বলিলেন না—একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। মাতার পক্ষপাতিতা দেখিয়া সুশীলা তাহাকে ডাকিয়া কোলে বসাইয়া চারুশীলাকে বলিলেন "দিদি, এটি বুঝি তোমার ফেল্‌না মেয়ে?" চারুশীলার সেই রুগ্নওষ্ঠে দিবা ভাগের বিদ্যুতের ন্যায় একটু হাসির রেখা পড়িল। ক্রমে

দিন যাইতে লাগিল; কত চিকিৎসক আসিয়া দেখিল, কিছুতেই চারুশীলা আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। ১৫।১৬ দিন কষ্টে বাঁচিয়া ভগিনীর হস্তে সন্তানগুলি সঁপিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পথহারা।

আট দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ শরৎ কালের এই প্রশান্ত অপরাহ্ন সময়ে পূর্ণযৌবনা রমণীর মত ভাগিরথী হেলিতে দুলিতে কানপুরের ক্রোড়দেশ দিয়া আপনার আবেশেই বহিয়া যাইতেছে। অস্তপ্রায় সূর্য্যের সহস্র কিরণে আকাশের সহস্র ভাঙ্গা ভাঙ্গা জলদখণ্ড সুরঞ্জিত হইয়া গঙ্গার বক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে।

সেই শোভাময়ী ভাগিরথীর অপর পারে একটি নিবীড় বনশ্রেণী দীর্ঘভাবে দূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বনশ্রেণী কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও বিস্তৃত, কোথাও নিবীড়। সেখানে কোথাও অশ্বত্থ বটের বিশাল শাখায় বসিয়া নানা বর্ণের পক্ষিগণ ঘোর কলরব করিতেছে, কোথাও ঝোপ-

ঝাপের মধ্য দিয়া কখনো দুই একটি বন্য শৃগাল, বন্য বরাহ ছুটিয়া যাইতেছে, কখনো বা দুই একটী মৃগ দম্পতি অস্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়া জঙ্গলে মিশাইয়া যাইতেছে। অনেক দূর পর্য্যন্ত মনুষ্যের বসতির চিহ্ন মাত্র নাই; যে দিকে চাও কেবলি বনশ্রেণী। সহসা আজ অপরাহ্নে এই নিভৃত নিস্তব্ধ অরণ্য বন্দুকের গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই একটি বন্য পশু যাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছিল, তাহারা সভয়ে নিবীড় বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে লুকাইল, ভীত স্বরে কোলাহল করিয়া পক্ষিগণ নিকটস্থ ঝোপ ঝাপ হইতে উড়িয়া স্থানান্তরে গিয়া বসিল। দেখিতে দেখিতে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষস্থিত দুইটি সুন্দর পক্ষীর মধ্যে একটি সেই বন্দুকের গুলি-বিদ্ধ হইয়া বৃক্ষচ্যুত পল্লবের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে ভূমে লুটাইয়া পড়িল; আর একটি প্রাণ ভয়ে উড়িয়া দূরস্থিত আর এক বৃক্ষের উপর গিয়া বসিল। উহার অনুসরণ করিয়া দুইটি বন্দুক-ধারী যুবা পুরুষ আবার সেই বৃক্ষের নিকট আসিলেন। যুবকের মধ্যে এক জন সেখানে আসিয়া অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন "প্রমোদ, ঐ দেখ! ঐ বসিয়া আছে, লক্ষ্য করিয়া মার।"

আট বৎসর পূর্ব্বে পারেল পাহাড়ে আমরা যে দুরন্ত বালক প্রমোদকে খেলিতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সেই বালকই এখনকার এই পরিণতবয়স্ক যুবা-পুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন। সেই বাল্যকালের সৌন্দর্য্য তাহার মূর্ত্তিতে এখন পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সৌন্দর্য্যে

তখন যাহা কিছু অভাব ছিল, এখন যৌবনে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখনো প্রমোদের মনোবৃত্তির কিছুমাত্র বিকার হয় নাই, বাল্য-কালের দুরন্ত চঞ্চলচেতা প্রমোদ হইতে এখনকার যুবা প্রমোদ স্বভাবে অতি অল্পই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাল্যকালের মত যদিও আর প্রমোদ কোদাল পাড়ে না, ফুল তুলিলে ভগিনীকে মারে না, কিন্তু তথাপি এখনো প্রমোদ সেই প্রমোদ। তাহার বাল্য ক্রীড়ার পরিবর্ত্তে প্রমোদ যৌবনে এখন নানাবিধ ব্যায়াম খেলার অনুরাগী, অতিশয় শীকারপ্রিয়, কলেজে ঝগড়া করিতে বড় পটু। প্রমোদের দৌরাত্ম্যে কলেজের কোন ছাত্রের দুষ্টমি করিয়া পার পাইবার যো নাই। প্রমোদ দুষ্ট ছাত্রের যম। এক কথায়, তখনকার সেই উদার চঞ্চল বালক, এখনকার উদার দুরন্ত যুবা। প্রমোদ এখন কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়েন, ছুটীতে কখনো কখনো এলাহাবাদে বাড়ী আসেন মাত্র। চারুশীলার মৃত্যুর পর সুশীলা, প্রমোদ ও কনকলতাকে সঙ্গে লইয়া এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। এবার আশ্বিন মাসে পূজার ছুটীতে প্রমোদ বাড়ী না গিয়া একটি বন্ধুর সহিত এই কানপুরে বেড়াইতে আসিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রমোদ বড় শীকারপ্রিয়। কানপুরে আসিয়া গঙ্গার এ পারে শীকারের উপযুক্ত স্থান দেখিয়া প্রমোদ শীকার আশায় এই জঙ্গলে বন্ধুর সহিত আসিলেন। বন্য পশু বধ করা তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না, বন্দুকের শব্দে কেহই আর বাসস্থান হইতে নির্গত হইল না,

বরং দুই একটি বিচরণশীল পশুও সে শব্দে বাসস্থানে লুকাইল, সুতরাং পাখী মারিয়াই তাঁহাদের সাধ মিটাইতে হইল। যে বৃক্ষে সেই পলাতক পক্ষীটি আশ্রয় লইয়াছিল তাহার তলে থাকিয়া প্রমোদ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আবার বন্দুক ছুঁড়িলেন। কিন্তু গুলি তাহার গাত্র স্পর্শ করিবার অগ্রেই সে ভীতমনে বৃক্ষ হইতে উড়িয়া গেল; মারিতে না পারিয়া প্রমোদ ক্ষুণ্ণ মনে সেখান হইতে অন্য স্থানে আসিলেন। দুই জনে যে কত পাখী ধ্বংশ করিলেন তাহার নির্ণয় নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের শীকারের সাধ মিটিল না। তাঁহারা আবার সে স্থান ছাড়িয়া অন্য দিকে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে একটি বৃক্ষে প্রমোদ সেই পলাতক পাখীটিকে দেখিতে পাইলেন। এত পাখী মারিয়া থলিয়া বোঝাই করিয়াছেন তবুও সেইটিকে বধ করিতে না পারিয়া প্রমোদ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং সেইটিকে দেখিয়াই, সেই বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া দুই জনে ছুটিলেন। বৃক্ষতলে আসিয়া অতি ধীরে তাহার প্রতি বন্দুক ছুড়িলেন। কিন্তু এবারও অগ্রে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে দেখিতে পাইয়া পাখীটি অন্য বৃক্ষে উড়িয়া গেল। প্রমোদের আরো ক্ষোভ জন্মিল। তিনি মনের আবেগে, সেই পলাতক পক্ষীর অনুসরণ করিয়া, সে যে বৃক্ষে বসিল আবার সেই দিকে দৌড়িলেন। যাইতে যাইতে সে অন্যত্র গিয়া বসিল, আবার তিনিও পথ বদলাইয়া সেই দিকে দৌড়িলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত; কিন্তু প্রমোদ শীকারের উৎসাহে এত মত্ত ছিলেন যে তাহা কিছুই

দেখিতে পাইলেন না ; যামিনীনাথ প্রমোদের এই রূপ নিরর্থক আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য দুই তিন বার বিফল চেষ্টা করিলেন। শ্রম-ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত, তথাপি প্রমোদ উৎসাহের সহিত সেই পক্ষীর উদ্দেশে অন্য একটি দূরবর্ত্তী বৃক্ষের দিকে গমন করিলেন ; যামিনীনাথকেও তাহাতে অগত্যা বন্ধুর অনুসরণ করিতে হইল। তাঁহারা যখন বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং পাখীটিকে তখন আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা হতাশ মনে বিশ্রাম করিবার জন্য সেই বৃক্ষতলে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে অগণ্য নক্ষত্র আকাশে ফুটিতে লাগিল, ঝোপ ঝাপে খদ্যোত পুঞ্জ জ্বলিতে আরম্ভ করিল, তাঁহারা তখন বাড়ী যাইবার মানসে বৃক্ষতল হইতে উঠিলেন। কানপুরে আসিয়া তাঁহারা এই অল্পদিনের জন্য যে বাড়ীতে ছিলেন, এই বনের সন্নিহিত নদীর পরপারে সেই বাড়ী। তাঁহারা উঠিয়া, অন্ধকারে পথ চিনিয়া চিনিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের পর বুঝিলেন, সেই অপরিচিত নূতন স্থান হইতে পথ চিনিয়া বাড়ী যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে বড় কঠিন। দেখিলেন তাঁহারা যত চলিতেছেন, কিছুতেই জঙ্গল ফুরায় না, যে পথে যান, আবার ঘুরিয়া সেই জঙ্গলেই আসিয়া পড়েন। এইরূপে অনেক ক্ষণ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সেই অরণ্য মধ্যে দুই বন্ধুতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে প্রমোদ হতাশ চিত্তে বলিলেন।

"কি বিপদ? ক্রমে আরো আঁধার হ'য়ে এল, বোধ হয় আমরা নদীতীর হ'তে বহু দূরে আছি, কোন্ পথে গেলে যে তীরে পৌঁছিব তারো ঠিক নেই, কি করা যায়? আজ আমাদের এখানেই থাক্‌তে হবে দেখ্‌চি।"

যামিনীনাথ বলিলেন "আমার তো আর চলিবার শক্তি নাই, অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়েছি, তুমি যদি শীকারে ওরূপ উন্মত্ত না হইতে তবে আমাদের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না।" কথা কহিতে কহিতে সেই অরণ্যবাসী পশুর রবে তাঁহাদের কর্ণ কুহর ধ্বনিত হইতে লাগিল। অন্ধকারময় ঝোপঝাপ ভেদ করিয়া, দুই একটি বন্য পশু তাঁহাদের নিকট দিয়া দ্রুতগতিতে যাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে প্রমোদের শীকার-লালসা আবার জ্বলিয়া উঠিল, প্রমোদ সেই অন্ধকারেই লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িলেন। অমনি বন্য পশুগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ভীত মনে স্ব স্ব বাস স্থানে পলায়ন করিল, বৃক্ষস্থিত নিদ্রিত পক্ষিগণ সে শব্দে চমকিয়া একবার অস্পষ্ট স্বরে ডাকিয়া উঠিল, তাহাদের সভয় চমকে বৃক্ষপত্রগণ একবার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সকল থামিয়া গেল, সহসা অরণ্যটি নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। এদিকে তাঁহারা পরিশ্রমে কাতর, ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতিশয় আকুল হইয়া প্রতিপদে বৃক্ষ ও লতাজালে বাধা প্রাপ্ত হইতে হইতে চলিতে লাগিলেন, সেই অন্ধকারময় জনশূন্য অরণ্যে এই অসহায় অবস্থায় পথহারা হইয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে নিতান্ত অবসন্ন ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া, অগত্যা একটি বৃক্ষতলে বসিয়া

পড়িলেন। সহসা সেই সময় সেই নীরব নৈশ গগনে সঙ্গীত-ধ্বনি উথলিয়া উঠিল, ঐ সঙ্গীত শব্দে তাঁহাদের কর্ণকুহর মুগ্ধ হইয়া গেল। এই অসময়ে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহাদের দেহে যেন প্রাণ সঞ্চার হইল। সেই ধ্বনি ক্রমে বাতাসে তাঁহাদের দিকেই আসিতে লাগিল। গানটী শুনিতে তাঁহারা এক মনে সেই দিকে কান পাতিলেন। প্রথমে কেবল স্বরমাত্র, পরে অস্পষ্ট, পরিশেষে স্পষ্ট কথাগুলি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, তাঁহারা শুনিলেন—

* সুশীতল মহীরুহ-সুশীতল ছায়
তেয়াগি অনলকুণ্ডে ঝাঁপিতে যে চায়,
রমণীয় বেলা-ভূমি করি পরিহার,
উন্মত্ত সাগর মাঝে যেতে সাধ যার,
দুর্গ ছাড়ি সহিবে যে সমর-পীড়ন,
যাক্ সে এ বন ছাড়ি যথা তার মন।
এমন সুখদ কানন-বাস,
পশে না হেথায় শোকের শ্বাস,
হেথায় শান্তি বিরাজমান,
কলহের হেথা নাহিক স্থান,
এ ছেড়ে কি দেবধামে কারো মন ধায়।

এই সময় অস্ফুট জোৎস্নায় অরণ্যটি ঈষৎ উজ্জ্বল হইল, ঘোর আঁধারের বিকট মূর্ত্তি যেন শমিত হইল, সেই অস্ফুট

---

* রাগিণী বাহার।

চন্দ্রালোকে তাঁহারা দেখিলেন, অদূরে এলায়িত কুন্তলরাশি-শোভিতা এক রমণীমূর্ত্তি সেই বন উজ্জ্বল করিয়া আছে। তাহারই সুমধুর গানে রজনীর নিস্তব্ধতা, অরণ্যের ভীষণতা দূর করিতেছে। রমণী গাহিতে গাহিতে বন-মধ্যে ভ্রমিতে লাগিল, যুবকেরা নির্নিমেষ নেত্রে নীরবে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। সহসা যেন মোহ ভাঙ্গিল, সহসা তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রমণীকে কি জিজ্ঞাসা করিবার অভি-প্রায়ে তাঁহারা তাহার নিকটে গেলেন। রমণী বনমধ্যে সেই রজনীতে দুইটি মনুষ্যকে সহসা দেখিয়া একটু বিস্মিত ভাবে গান বন্ধ করিল। যামিনীনাথ বলিলেন—

"আমরা শীকার করিতে আসিয়া পথ হারাইয়াছি, তুমি বোধ হয় এইখানকার অধিবাসিনী, তুমি বলিতে পার, কি করিয়া এখান হইতে নির্গত হইব ?"

রমণী বলিল "তোমরা কে ? তোমরা কোথায় যাইবে ?"

সেই সময়, সেই অবস্থায়, সেই স্বরে প্রমোদের হৃদয়-তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল। যামিনীনাথ উত্তর করিলেন "আমরা পথ হারা ব্যক্তি, নদীতীরে পৌছিতে ইচ্ছা করি।" রমণী এই কথায় "সঙ্গে এস" বলিয়া নীরবে পথ দেখাইয়া চলিল। উহাঁরা তাহার অনুসরণ করিয়া শীঘ্রই এক সঙ্গে তীরে আসিয়া পঁহুছিলেন। তীরে আসিয়া রমণী বলিল " তবে আমি যাই, পথ পাইলে তো ?" কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন সে রাত্রে নদীতে একখানিও খেয়া নৌকা নাই, পার হইয়া যাইবার কিছুই উপায় দেখিলেন

না। অনেক দূরে কানপুরের সেতু, সে পথও রমণী বলিয়া দিতে অক্ষম, সুতরাং তাঁহারা সে পথ চিনিয়া সেতু পর্য্যন্ত এ সময় কি করিয়া যাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রমণী তাঁহাদিগকে চিন্তিত দেখিয়া বলিল "সেতু ছাড়া কি তোমরা বাড়ী যাইতে পারিবে না?" যামিনী বলিলেন "আমাদের অদৃষ্টে আজ কি আছে জানি না, এই অরণ্যে রাত্রি কাটান ভিন্ন দেখিতেছি আর ত কোন উপায় নাই। সেতু কোথায় তা আমরা জানি না, গঙ্গায় একখানিও নৌকা নাই, সুতরাং এই খানে আজ বাস করা ভিন্ন আমাদের কি উপায় আছে?" তাঁহারা এইরূপ দৈব দুর্বিপাকে পড়িয়াছেন দেখিয়া রমণীর হৃদয় আর্দ্র হইল। রমণী বলিল "যদি আমাদের কুটীরে তোমরা থাকিতে চাও তো আমি লইয়া যাইতে পারি।" যুবকেরা মহা আহ্লাদিত চিত্তে তাহাতে সম্মত হইলেন। যুবতী তখন কেন তাঁহারা এখানে আসিলেন, কি করিয়া পথ হারাইলেন, তাঁহাদের নাম কি, এই সকল জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পথ দেখাইয়া চলিল, যুবারা এক একটি করিয়া তাহার উত্তর দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিজন কুটীর।

অরণ্য-প্রান্তে একটি কুটীরে যুবকেরা ঐ রমণীর সহিত আসিয়া পঁহুছিলেন। কুটীর দীপশূন্য, অন্ধকারময়। রমণী কুটীর-দ্বারে যুবাদিগকে রাখিয়া গৃহে গিয়া একটি প্রদীপ জ্বালিল। পরে যুবকেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহসা *দীপালোক-বিভাসিত, প্রফুল্লকুসুম-কান্তি-সদৃশ সহাস্য* রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহারা অবাক হইলেন, মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় সেই আরণ্য-কুটীর-বাসিনী বনদেবীর পানে নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। রমণী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া, আলুলায়িত নিবিড় কুন্তল-জাল মধ্যে স্থলপদ্মবৎ মুখখানি ঢল ঢল করিতেছে। বালিকা যথার্থই বনবালা, সে মুখে যুবতী-স্বভাব-সুলভ লজ্জা নাই, সে মুখে বিলাসের ভাব ভঙ্গি কিছুমাত্র নাই। তাহা বালিকার উপযুক্ত ঈষৎ সরল হাস্যে প্রফুল্ল। যুবকেরা নিস্তব্ধ হইয়া সেই বনদেবীকে দেখিতে লাগিলেন। তৎকালে কাহার মনের ভাব কি হইতেছিল কে জানে, কিন্তু দেখিলে বোধ হয় দুজনেই মুগ্ধ। কুটীরে আর কেহই ছিল না। বালিকা কুটীরের আর একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ হইতে কিছু খাদ্য সামগ্রী আনিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে অনুরোধ করিল। তাঁহারা দু'জনেই খাইতে

বসিলেন, কিন্তু প্রমোদ প্রায় কিছুই খাইলেন না। যদিও কিছু পূর্ব্বে তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাহা ঘুচিয়া গিয়াছিল। ঘোর বিস্ময়ে পড়িয়া তাঁহার হৃদয় এত প্রকার ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল যে তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা সকলি বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

আহারান্তে বনবালা তাঁহাদের নিকট বসিয়া নিতান্ত সরল ভাবে কত কি গল্প করিতে লাগিল। তাঁহারা শুনিলেন, বালিকার পিতা নৈমিষারণ্যে মানৎরক্ষা করিতে গিয়াছেন, রাত্রেই আসিবার কথা আছে। বালিকা বলিল "পিতা যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ তাঁহার অপেক্ষায় আমি থাকিব। তোমাদের জন্য শয্যা প্রস্তুত, তোমরা শ্রান্ত হইয়াছ, ইচ্ছা করিলে এখনি শুইতে পার।" বলা বাহুল্য, নিদ্রার নাম গন্ধও এখন তাঁহাদের ছিল না, কিন্তু রমণীর কথায় অগত্যা তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট কুটীরে গমন করিলেন।

যামিনীনাথ শীঘ্রই নিদ্রামগ্ন হইলেন, কিন্তু প্রমোদের মন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "এ বনে এ রমণী কে? উদ্যানের কুসুম বনে কেমন করিয়া ফুটিল? পৃথিবীর দুর্লভ রত্ন এই কুটীরে কেন?" এইরূপ চিন্তাতে অনেক রাত্রি অতিবাহিত হইল। রাত্রিশেষে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। যামিনীনাথ যে প্রত্যূষে কখন শয্যা ত্যাগ করিয়া গেলেন তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না।

এদিকে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, তথাপি নীরজার

পিতা তীর্থ হইতে ফিরিলেন না। নীরজা কথনও শুইয়া, কথনো বসিয়া, কথনো উদ্যানে গাহিতে গাহিতে বেড়াইয়া রাত্রি কাটাইল। প্রত্যূষে মধুময় সঙ্গীতধ্বনিতে যামিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তখনো ঘোর ঘোর আছে, পূর্ব্বগগনে শুকতারা হাসিতেছে, শীতল মৃদু মৃদু বায়ু বহিতেছে, সেই সঙ্গীতধ্বনি বাহী-মধুর বায়ু হিল্লোহিত হইয়া প্রাতস্ফুট কুসুমনিকরের সুরভি সুগন্ধতর হইতেছে। যামিনী দেখিলেন কৃষ্ণ-মেঘময় আকাশস্থিত একটি তারকার ন্যায় এই আঁধার উদ্যান উজ্জ্বল করিয়া রমণী গাহিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে দেখিয়া যামিনী নিকটে আসিলেন। বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "পথিক, কেমন ঘুমাইলে?"

যুবা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন "তাহা আর কি বলিব।"

রমণী ভুবনমুগ্ধকর সরল হাস্যে বলিল "এখানে বুঝি ভাল ঘুম হয় নাই?" যামিনীনাথ ঐ মধুর হাস্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন "কেমন করিয়া হইবে?"

বালিকা। "আমি আরো ভাবিয়াছিলাম—সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর সহজেই নিদ্রা আসিবে।" যুবা আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "নিদ্রা! ঐ রূপরাশি দেখিবার পর কি করিয়া আর নিদ্রা আসিবে।" এই কথার মর্ম্ম যেন বালিকা বুঝিতে পারিল না—রূপ রাশির সহিত নিদ্রার সম্ভবতঃ এমন কি যোগ থাকিতে পারে—যে

তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে—এই দুরূহ সমস্যায় পড়িয়াই হয় তো বালিকা নিস্তব্ধ হইল। কিন্তু যুবা সেই নিস্তব্ধতায় যেন আশ্বাসিত হইলেন—কি যেন আশা করিতেছিলেন, সফল হইবার আশা হইল। তিনি বলিলেন "সুন্দরি, সব কি খুলিয়া বলিব—আমার হৃদয় আর আমার নাই—ঐ—" তাহার কথা শেষ না হইতে হইতে বালিকা বলিয়া উঠিল, "পথিক, সকাল হয়েছে, তোমার সঙ্গী এতক্ষণ উঠিয়া থাকিবেন। চল দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া বালিকা গৃহাভিমুখে গমন করিল। যুবা স্তম্ভিত ভাবে সেই খানে দাঁড়াইয়া গমনশীল বালিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বালিকা গৃহে আসিয়া সুষুপ্ত প্রমোদের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিল, প্রমোদের ওষ্ঠাধরে ঈষৎ মৃদু হাসির রেখা, ঈষৎ ভিন্ন পল্লবযুক্ত নয়নদ্বয় ঈষৎ আবেশময়। বালিকা দেখিল প্রমোদ কোন সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন। সত্যই প্রমোদ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—যেন আকাশ হইতে একটি তেজোময়ী রমণী নামিয়া তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইল—তিনি আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে ধরিতে হাত বাড়াইলেন, রমণী বলিল "এখন 'না" বলিয়াই যেন সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। অমনি যুবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রমোদ দেখিলেন সত্যই তাহার শিয়রে সেই দেবীমূর্ত্তি। প্রমোদ বিস্মিতের ন্যায় তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। এই সময় যামিনী গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিস্মিতনেত্রে যামিনীনাথ দেখিলেন প্রমোদের প্রতি রমণীর স্থির দৃষ্টি সন্নিবেশিত, সে দৃষ্টি

স্নেহময়, সে দৃষ্টি মধুময়, সে দৃষ্টি রমণী সহজে উঠাইতে অক্ষম। যামিনী সে দৃষ্টিতে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার হৃদয়ে অনল জ্বলিল। প্রমোদ যামিনীকে দেখিয়া চমকিত ভাবে উঠিয়া বসিলেন। বালিকারও এতক্ষণে কথা ফুটিল।

সে বলিল "বেলা হইয়াছে," তখন প্রমোদ শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। বালিকাও বাহিরে আসিয়া বলিল

"এখন সকাল হয়েছে, এখন পথ চিনিয়া তোমরা স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিবে।" যামিনী কিছু উত্তর করিলেন না, প্রমোদ বলিলেন "হাঁ, আজ আমরা এখনি যাইব, তোমাকে কাল কত কষ্ট দিয়াছি তাহার ঠিক নাই। তুমি কাল আশ্রয় না দিলে আমাদের কোন উপায়ই ছিল না, চির-কাল এ ঋণ আমাদের স্মরণ থাকিবে।" রমণী এই কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল—"অতিথিসৎকারে কষ্ট কি; পিতার সেবায় যেমন আমোদ, অতিথিসৎকারেও তেমনি আমোদ।"

প্র। "তোমার পিতা কি কাল আসেন নাই? তিনি তোমাকে এই অরণ্য মধ্যে একাকী রাখিয়া কি প্রকারে দূরে থাকেন?"

নী। না পিতা আমাকে ফেলিয়া ছু' এক দিনের বেশী কোথাও থাকেন না—দৈবাৎ কখনো কখনো তীর্থে তিন চার দিন হয়।

প্র। তা তোমার ভয় হয় না?

নী। কিসের ভয়? একে পিতা বেশী দিন তো কোথাও থাকেন না। তা ছাড়া এখানে আমার আর ও অনেক সঙ্গী আছে। দু' একটি গরীব দুঃখী কাটু-রিয়ারা এই বনে প্রায় প্রত্যহই কাঠ কাটিতে আসে। তাদের মেয়েদের সঙ্গে আমি অনেক গল্প করি। পিতা কোথাও যাবার সময় তাদের কাহাকেও এখানে রাখিয়া যান।

প্র। "কই, কাল তো তাহারা কেহই আসে নাই।"

নী। কাল বিকালে তাহাদের একটি পার্ব্বণ ছিল, তাই তারা কেহই আসে নাই, আজ আসিবে এখন—ঐ যে লক্ষ্মী আস্‌ছে।"

তাঁহারা দেখিলেন দূরে এক ষোড়শ-বর্ষীয়া স্থূলাঙ্গী কৃষ্ণবর্ণা গ্রাম্য কন্যা আসিতেছে। প্রমোদ সে দিক হইতে নীরজার পানে চক্ষু ফিরাইয়া আবার বলিলেন "একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—আমরা কাল এখানে ছিলাম শুনিয়া তোমার পিতা কি বলিবেন?"

নী। "তিনি কি বলিবেন? নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়াছি তিনি কি বলিবেন? এখানে কত সময় কত পথ-হারা বিপন্ন কাঠুরিয়াকে আশ্রয় দিয়াছি তিনি তো কখনো কিছু বলেন নাই।" বালিকার সরলতা দেখিয়া প্রমোদ একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তবে আমরা চলিলাম, তোমার উপকার কখনো ভুলিব না। যদি আমাদের মত নিরাশ্রয়কে আর কখন আশ্রয় দেও তো তখন এই পথিক-দের কথা মনে করিও।"

বালিকা কোন উত্তর করিল না, স্থির নেত্রে প্রমোদের দিকে চাহিয়া রহিল। যামিনীকে প্রমোদ বলিলেন "তবে চল যাওয়া যাক।"

যামিনী নীরজার দিকে চাহিয়া "তবে আসি," এই কথা ব্যতীত কিছুই বলিলেন না, রমণীও ইহার কোন উত্তর করিল না, সে যেন তখন কি ভাবনায় মগ্ন ছিল। প্রমোদ আর একবার প্রশান্ত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া সেখান হইতে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মোহ-মুগ্ধ।

যুবকেরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় সেদিন পরস্পরের কথোপকথন চলিল না। দু'জনেই আপন মনে থাকিয়া প্রায় নিস্তব্ধ ভাবেই দিন কাটাইলেন। আশ্চর্য্য! পূর্ব্বদিনকার ঘটনার কথা লইয়া কোথায় দু'জনের গল্প থামিবে না, না দু'জনেই আজ নিস্তব্ধ, দু'জনেই চিন্তামগ্ন। কিন্তু কেহ মনোনিবেশ পূর্ব্বক উভয়কে দেখিলে বুঝিতেন যে তাহাদের সেই নিস্তব্ধ মুখমণ্ডল পরস্পর কেমন ভিন্ন-ভাব-ব্যঞ্জক। প্রমোদ, গম্ভীর, প্রশান্ত, যেন বহি-

র্জ্জগতের সহিত তাঁর কোন সম্পর্কই নাই, দৃষ্টি লক্ষ্য শূন্য, মুখে প্রফুল্লতা নাই; আর যামিনীনাথের অধীর ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসে যেন অনল বহিতেছে, কথনো কথনো কিসের ভাবে কে জানে তাঁহার ওষ্ঠাধর আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠিতেছে, আবার কথনো যেন আপনাআপনি ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে। উভয়ের মনে মনে চিন্তাস্রোত বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহই কাহারো নিকট আপন মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন না, এক জন ভাব-প্রকাশ বিষয়ে যেন সম্পূর্ণ উদাসীন, আর এক জন সে বিষয়ে যেন সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

এই রূপেই প্রায় সে দিনটি কাটিল। দু'একটি সামান্য কথা ছাড়া তাঁহাদের কোন কথাই আর হইল না। দু'জনের কেহই পূর্ব্বদিনকার কথা তুলিলেন না। যামিনীনাথের এক একবার সে কথার প্রসঙ্গ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল, তিনি সে বিষয়ের দুই একটি কথাও তুলিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রমোদকে নিরুত্তর দেখিয়া আপনা হইতে কাজেই নীরব হইলেন।

সে দিনটি এক রকম কাটিয়া গেল। পর দিন তাঁহাদের কানপুর ছাড়িবার কথা ছিল, কিন্তু দু'জনেই পরস্পর কি মনে ভাবিয়া সেদিন যাওয়া বন্ধ করিয়া তাহার পরদিন যাওয়া স্থির করিলেন, কিন্তু সে দিনও সেই নিস্তব্ধভাব তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল না। অপরাহ্নে প্রমোদ, বন্ধুকে কিছু না বলিয়া, চিন্তাভারাক্রান্ত মনকে শান্তিদান করিতে, সুদৃশ্য

ভাগীরথী তীরে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন, পরপারেই সেই অরণ্য—সেই বনদেবীর বাসস্থান। অরণ্য দৃষ্টে প্রমোদ যেন কত কি ভাবে এক প্রকার অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি যে সেতু পার হইয়া সেই অরণ্যের দিকে চলিতে লাগিলেন—তাহা তখন নিজেই বুঝিতে পারিলেন না; তাড়িৎ-প্রভাবেই যেন তিনি পদে পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অরণ্যে আসিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, কিন্তু তখন আর ফিরিয়া যাইতে পা উঠিল না, কি এক প্রবল ইচ্ছায় অভিভূত হইয়া সেই জঙ্গল মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে আবার যে পথহারা হইয়া বিপদে পড়িতে পারেন—তাহা ভুলিয়া গিয়া অনেক ক্ষণ একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাকে মনে মনে খুজিতে ছিলেন, তাহাকে পাইলেন না। রাত্রে যে পথ দিয়া কুটীরে গিয়াছিলেন, অনেক করিয়া সে পথে গিয়া দূর হইতে কুটীরটি দেখিতে পাইলেন, আবার মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় দূর হইতে তাহার পানে চাহিয়াই রহিলেন, কিন্তু তাহার নিকট যাইতে সাহস হইল না। একটি কেমন লজ্জার ভাবে—একটি কেমন সঙ্কোচেরভাবে তাঁহার পা-আটকিয়া গেল। ক্রমে আবার সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কিন্তু প্রমোদের সে জ্ঞান নাই, প্রমোদ কুটীর হইতে দৃষ্টি উঠাইতে অক্ষম, প্রতিক্ষণে তাঁহার মনে হইতে লাগিল এখনি একটি দেবী-প্রতিমা কুটীর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার চক্ষুকে কৃতার্থ করিবে, পাছে দৃষ্টি

ফিরাইবার সেই অবকাশে সেই প্রতিমা কুটীর হইতে চলিয়া যায়, আর তিনি দেখিতে না পান, এই তাঁর ভয়। ক্রমে সন্ধ্যা আপন ধূসর বর্ণ আবরণে চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিল, কুটীরখানি ক্রমে প্রমোদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্ধ্যান হইল। তখন প্রমোদ হতাশ চিত্তে শূন্যমনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা পূর্ব্বদিনকার মত গীতধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়া উঠিল, প্রমোদের হৃদয়-তন্ত্রীও বাজিয়া উঠিল। প্রমোদ দেখিলেন সেই বনদেবী দেখিতে দেখিতে তাঁহারি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, আহ্লাদে প্রমোদের বাক্য সরিল না, নিস্পন্দভাবে প্রমোদ দাঁড়াইয়া রহিলেন। রমণী প্রমোদের নিকটস্থ একটি বৃক্ষতলে বসিবার মানসে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল কিন্তু আজও সেখানে প্রমোদকে দেখিয়া বলিল "একি, আজও যে এখানে?" প্রমোদ কি উত্তর দিবেন? আসিয়াছেন বলিয়া মনে মনে আপনা আপনি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। নীরজা আবার বলিল "কালকের মত কি আজও পথ হারা হয়ে পড়েছ? কুটীর তো নিকটেই, এস তবে বিশ্রাম করিবে।" প্রমোদ লজ্জিত ভাবে বলিলেন "না, আজ আমার কোন পরিশ্রম হয় নাই, আমি বেড়াতে এসেছিলাম, এখনি বাড়ী যাব।"

নী। "তা হোক না, কুটীরে আজ গেলে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হবে।" এই কথায় প্রমোদের মনের ভাব কি হইল কে জানে? কিন্তু প্রমোদ বলিলেন "তোমাদের কুটীরে? না, না, আমি ফিরে যাই, তুমিও এই বেলাযাও।"

নী। "কেন?"

প্র। "আঁধার হ'য়ে এসেছে, এই বিজন বনে একাকী ভয় পেলে বড় বিপদে পড়িতে পার। কিন্তু যে আঁধার হয়ে এসেছে, একাকী কি যেতে পারবে—আমি কি রাখিয়া আসিব?"

নী। "ভয় করিবে কেন? ছেলে বেলা হ'তে এই বনেই আছি, এখানে আমার ভয় করে না, অমাবস্যার রাত্রেও একাকী আমি এই বনে বেড়াই। পিতা কুটীরে অনেক সময় শাস্ত্রপাঠে নিমগ্ন থাকেন, আর আমি কখনো এই শিরীষ-তলায়, কখনো ঐ ঝুনকালতা-মণ্ডপে, আপন মনে গান গাইয়া বেড়াই। পাঠ সমাপ্তে পিতা যখন ডাকেন তখন ফিরিয়া যাই। আমার ভয় করিবে কেন? এস, বরং আমার সব গাছ গুলি তোমাকে দেখাইয়া আনি।"

প্র। "ইহার মধ্যে যদি তোমার পিতা ডাকেন?"

নী। "যাইব।"

প্র। "এত দূর হ'তে কি শুনিতে পাইবে?"

নী। "আমি যেখানেই যাই তা, শুনিতে পা'ব। এস, ঐ লতামণ্ডপের মধ্যে কেমন পাতার বিছানায় একটী বউকথাকওকে শুইয়ে রেখেছি দেখিয়ে আনি।"

প্র। "বউকথাকওটি তোমার কি অত পোষা হয়েছে?"

নী। "না, এটি পোষা নয়। আহা, আজ সকালে ঐ ছানাটি গাছ হ'তে উড়ে প'ড়ে গিয়াছিল, তাই তাকে অমন যত্নে রেখেছি।"

প্র। "চল, কিন্তু ভয় হয়, পাছে তোমার পিতা ডাকিলে শুনিতে না পাও।"

প্রমোদ তখন নীরজার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, নীরজা সেই নিস্তব্ধ নৈশ-গগন চমকিত করিয়া গান গাইতে গাইতে পথ দেখাইয়া চলিল—

*নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে,
কম্পত পল্লব দাক্ষিণবাতে,
পেখল'সজনি সতিমির রজনী,
অম্বরে চন্দ্রন তারকা ভাতে,
ঝিল্লি-ধ্বনি-কৃত বন পরিপূরিত,
কলয়ত জাহ্নবী মৃদুল প্রপাতে।

প্রমোদের শরীর হর্ষবিহ্বল ও লোমাঞ্চিত হইল, প্রমোদ ভাবিলেন "এই অরণ্যটিই কেন সমস্ত পৃথিবী হইল না? এই দুইটি জীবন বই আর পৃথিবীতে জীবন রহিল কেন?" সহসা পশ্চাৎ দিকে কাহার পদ-শব্দে তাঁহার সে চিন্তা ভঙ্গ হইল, তিনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—একটী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী নীরজার নিকট আসিলেন, নীরজার তখন গান শেষ হইল, সন্ন্যাসী ঈষৎ তীব্র স্বরে বলিলেন "তোমাকে এত ডাকিয়া ডাকিয়া আজ উত্তর পাইলাম না কেন? আমার আহারের সময় হইয়াছে, এস গৃহে এস—?" প্রমোদ লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িলেন, নীরজাও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। কিন্তু নীরজা বনবালা, তাহার সে-

* রাগিণী বেহাগ।

ভাব অধিক ক্ষণ রহিল না, সরল ভাবে পিতাকে বলিল "কে জানে কেমন অন্যমনে ছিলাম—তোমার ডাক আজ শুনিতেই পাই নাই; তুমি কি অনেক ক্ষণ থেকে ডাকছ?" কন্যার কাতরভাবে সন্ন্যাসী স্বাভাবিক নরম স্বরে বলিলেন "না, আমি বেশীক্ষণ ডাকি নাই; ও যুবাটি কে?" নীরজা বলিল "সেই যে সেদিন পথহারা হইয়া দুজন পথিক এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, যাঁহাদের কথা আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, ইনি তাঁহাদেরি মধ্যে একজন। প্রমোদকে আমি তোমার সহিত দেখা করাইতে কুটীরে লইয়া যাইতেছিলাম।"

তখন প্রমোদ বলিলেন "মহাশয়, ইনিই সে দিন বনদেবী হইয়া আমাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন, নহিলে এই জঙ্গল মধ্যে সমস্ত রাত কাটাইতে হইত, ইহাঁর নিকট আমরা বিশেষ ঋণী।"

সন্ন্যাসী বলিলেন 'নীরজা সন্ন্যাসী-কন্যা, অতিথি-সৎকারই উহার ধর্ম্ম। নীরজা কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছে, সেজন্য তোমরা কেন ঋণী হইবে? সে যাহা হউক, আজও কি শীকার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলে?' প্রমোদ একটু লজ্জিত ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল 'না, আজ বেড়াইতেই আসিয়াছি।'

স। 'আজও যে রাত হইয়া পড়িয়াছে, কুটীরে থাকিলে হয় না?' এই কথায় নীরজা ব্যগ্রভাবে প্রমোদকে বলিল 'চল, তবে কুটীরেই চল, এত রাত্রে কি করিয়া বাড়ী যা'বে?' কিন্তু প্রমোদ ইহাতে অসম্মত হইলেন, ভাবি-

লেন তাহা হইলে যামিনীনাথ বড়ই চিন্তিত হইবেন, সমস্ত রাত তাঁহার অন্বেষণ করিবেন। সন্ন্যাসী বলিলেন 'কিন্তু এত রাত্রে তোমাকে কিছু না খাওয়াইয়া আমি যাইতে দিতে পারি না; তা'হলে আমার ব্রত ভঙ্গ হয়, অতিথি-সৎকারই আমার ব্রত।' এই কথায় তখন আর প্রমোদ কিছু না বলিয়া সন্ন্যাসীর সহিত কুটীরাভিমুখে গমন করি-লেন। নীরজা প্রফুল্লচিত্ত বিহঙ্গীর ন্যায় আগে আগে যাইতে যাইতে গান ধরিল—

"আয় আয় আয়, কে আছিস তোরা,
মরম ব্যথায় যার
দিবস রজনী পড়িছে বিফলে
নয়ন-সলিল-ধার;
কাতর হৃদয়ে কাঁদিছে যেজন
হারায়ে বিভব মান,
হতাশ প্রেমের হুতাশে সদাই
জ্বলিছে যাহার প্রাণ।
কাঁদিতে হবে না, যাতনা রবেনা,
রবেনা ভাবনা-ভার,
আয় আয় আয়, কে আছিস তোরা,
খোলা এ কুটীর দ্বার।

---

* রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

গান গাইতে গাইতে নীরজা সহসা থামিল। তাহার পার্শ্বস্থ একটি বটবৃক্ষ তল হইতে হঠাৎ কোন মনুষ্যের চঞ্চল পদনিক্ষেপ-শব্দ তাহার কর্ণে যাওয়াতে সে চমকিত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইল, অমনি যেন বৃক্ষতল হইতে একটি মনুষ্যকে অপসারিত হইতে দেখিতে পাইল। হঠাৎ নীরজার ঐরূপ ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসান্তে সন্ন্যাসী ও প্রমোদ কারণ শ্রবণে দু'জনেই কিছুক্ষণ ধরিয়া বৃক্ষতল অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তখন নীরজার ভ্রম বুঝিয়া আবার কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কুটীরে পঁহুছিয়া আহারান্তে সন্ন্যাসী প্রমোদকে তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সকল শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন "কানপুরে কেন আসা হ'ল।"

প্র। "পূজার ছুটীতে বেড়া'তে এসেছি।"

স। "কতদিন এখানে থাকা হ'বে?" প্রমোদ একটু থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "আর দু' চার দিনের মধ্যে আমাদের কলেজ খুলিবে, কাজেই আর বেশীদিন এখানে থাকিতে পা'রছি না। কালই নিশ্চয় আমাদের কানপুর ছাড়'তে হ'বে। কলিকাতা যা'বার আগে আমায় আবার

গিয়া তুই এক দিন থাকতেই হবে, নইলে—” এই সময় নীরজা বলিয়া উঠিল—“আমার বউকথাকওটি তোমাকে দেখান হ’ল না—তুমি কি আর আস্‌বে না?” প্রমোদ এই কথায় একটু হাসিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীও সেই কথায় একটু হাসিলেন, কিন্তু কিছু পরেই আবার সে হাসি বিষাদরূপে পরিণত হইল, সন্ন্যাসীর মুখকান্তি গম্ভীর হইয়া পড়িল। প্রমোদ বালিকার পানে চাহিয়া স্বগত চিন্তায় অসাবধানতায় আস্তে আস্তে বলিলেন “এমন সরলা আর একটীও দেখি নাই।”—এই কথা গুলি যদিও প্রমোদ অতি আস্তে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন “সত্য, এমন সরলা আর নাই; কিন্তু ইহার উপযুক্ত পাত্র কোথায়? যোগ্য পাত্রে অর্পণ করিয়া হরিদ্বারে যাওয়া কি আমার ঘটিবে?” শুনিয়া নীরজা বাল্যভাব ছাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, “পিতা, হরিদ্বারে আমাকে সঙ্গে লইয়া যা’বে না? আমি সঙ্গে যা’ব। হরিদ্বার কতদুর?”

স। “অনেক দূর।” নীরজা এই কথায় ব্যাকুল ভাবে প্রমোদের দিকে চাহিয়া বলিল, “হরিদ্বার দূর হইলেও কি তুমি এইরূপ বেড়াইতে আসিতে?” সন্ন্যাসী এই কথায় নীরজার প্রতি চাহিলেন, কি ভাবে এই কথাটি তাহার অন্তস্তল হইতে বাহির হইল, তিনি তাহা যেন জানিতে চেষ্টা করিলেন। যে একটী ভাবে সমস্ত পৃথিবী মুগ্ধ, সমস্ত

জগৎ সংসার চলিতেছে, সন্ন্যাসী দেখিতে চাহিলেন, নীরজার ঐ ব্যাকুলতা সেই ভাবের অঙ্কুর কি না? কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না, নীরজার কথায় প্রমোদ বলিলেন "হরিদ্বার কতই বা দূর?"

নী। "না, না, ততদূর যে'তে তোমার কষ্ট হ'ত, না?" প্রমোদ প্রত্যুত্তরে একটু হাসিলেন, সন্ন্যাসী ওকথা বন্ধ করিবার জন্য বলিলেন "নীরজ, তোকে রেখে কি আর আমি হরিদ্বার যাব? তোর আগে বিবাহ হউক। কিন্তু তা হ'লেই কি যে'তে পারব? উঃ মায়ার কি প্রচণ্ড পীড়ন, জানিতেছি কিছুই কিছু না, জানিতেছি চক্ষু বুজিলে সেই পরব্রহ্ম বই আর গতি নাই, জানিতেছি দিনও প্রায় অবসান হইল

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণ॥"

বলিয়া সন্ন্যাসী চক্ষু নিমীলিত করিলেন, দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি তাঁহার গণ্ড বহিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর, প্রমোদ বাড়ী যাইবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন সন্ন্যাসী, প্রমোদের পথ চিনিয়া যাইতে কষ্ট হইতে পারে বলিয়া স্বয়ং পথপ্রদর্শক হইবার ইচ্ছায় উঠিলেন। নীরজাও সঙ্গে আসিতে চাহিল, কিন্তু সন্ন্যাসী নিষেধ করিয়া বলিলেন "কাল প্রাতে আমি নৈমিষারণ্যে যাব, তোমায় খুব রাত থাকতে উঠিতে হইবে, শুইতে আর বিলম্ব করিও না।" নীরজা ইহাতে

কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু পিতার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া শয়ন করিতে গমন করিল।

সেই দিন রাত্রে প্রমোদ বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, যামিনীনাথ সেখানে নাই। ভৃত্যের নিকট শুনিলেন, অপরাহ্নে কলিকাতার এক পত্র পাইয়া বিশেষ প্রয়োজন-বশতঃ সেই রাত্রেই তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইয়াছে।

একাকী সেখানে সে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রমোদও এলাহাবাদে বাটী যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কনকলতা।

এই খানে আমরা কনকের কথা কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কনক এখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া, কিন্তু তাহার এখনো বিবাহ হয় নাই। সুশীলা ও প্রমোদ, দুজনেরই বাল্য-বিবাহে বিশেষ ঘৃণা ছিল বলিয়া কনকের এখনো তাঁহারা বিবাহ দেন নাই। কনক সেই বাল্যকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত ভালবাসা বই কিছুই জানে না, অপ্রকাশ্য ভাবে নীরবে চুপে চুপে হৃদয়ের নিভৃত বিজনে সুশীলা এবং ভাইটিকে লুকাইয়া লুকাইয়া ভাল বাসে, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়-খানির সমস্তই ভালবাসায় পূর্ণ। তাঁহাদের পায়ে কাঁটা

ফুটিবার ভয়ে সে মাটীতে বুক পাতিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। যতদিন প্রমোদ কলিকাতায় থাকিতেন, ততদিন অত্যন্ত কষ্টে কনকের দিন যাইত, কবে ছুটীতে তিনি বাড়ী আসিবেন সে তাহারি কেবল দিন গণিত। এবং ইহার মধ্যে ভ্রাতার জন্য মোজা গলাবন্ধ কতই বুনিত। ভাইটি আসিলে কি করিয়া তাহাকে যত্ন ও আদর করিবে, সে বিষয়ে কতই যে কল্পনা করিত তাহার ঠিক নাই। কিন্তু সে বিষয়ে তাহার কল্পনা করাই সার হইত, কারণ কনক মুখ ফুটিয়া কোন কথা দ্বারা প্রমোদকে কখনো এ পর্য্যন্ত আদর করিতে সাহসী হয় নাই, হাজার ইচ্ছা করিলেও সে তাহা পারিত না। তবে, কনকের সকল কার্য্যেই, কনকের একটি ক্ষুদ্র কথাতেও তাহার মনের প্রগাঢ় স্নেহভাব প্রকাশ পাইত। কনক সর্ব্বদাই প্রমোদকে পত্র লিখিত, কিন্তু সময়াভাবে প্রমোদ কনকের সকল পত্রের উত্তর দিতে পারিতেন না। আপনার দশ খানির উত্তরে কনক দু'এক খানি যাহা পাইত, তাহাতেই তাহার আহ্লাদ ধরিত না। প্রমোদ ভগিনীর সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসা কিছুই বুঝিতেন না। তবে সর্ব্ব প্রথমে তিনি যখন বাড়ী হইতে কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন প্রথম বিদেশে আসিয়া সে স্নেহের অভাব কিছু বুঝিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রথমে আসিয়া প্রমোদ দেখিলেন এখানে আর তাঁহার জন্য কেহ যত্নে বাদাম কুড়াইয়া আনিয়া দেয় না, যত্নে তাঁহার পড়িবার বই গুলি কেহ

গুছাইয়া রাখে না, তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিলে কেহ কাতর ভাবে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া থাকে না, তাঁহার কষ্টে কেহ ভ্রুক্ষেপও করে না। প্রমোদ তখন তাঁহার ভগিনীর স্নেহ বুঝিতে পারিলেন, স্নেহের অভাব কি ভয়ানক, বুঝিতে পারিলেন। আগে কত সময় কনককে কত মর্ম্মে আঘাত দিয়াছেন, বিষণ্ণ প্রমোদকে কনক কাতর-ভাবে সান্ত্বনা করিতে আসিলে, প্রমোদ বিরক্ত ভাবে উঠিয়া গিয়া তাহাকে কত মর্ম্মপীড়া দিয়াছেন, আদর করিয়া খাওয়াইতে আসিলে কতবার হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া কনককে কাঁদাইয়াছেন, তাহার ভালবাসার প্রতিদানে বিরক্তি ও তাচ্ছিল্য উপহার দিয়া তাহাকে কত কষ্ট দিয়া-ছেন, কাছে থাকিতে প্রমোদের তখন এ সকল কিছুই মনে হয় নাই, এখন সহসা অপরিচিতের মধ্যে আসিয়া স্নেহের অভাব বুঝিয়া এই সকল বাল্য-কথা তাঁহার মনে পড়িল। কি করিয়া ভ্রাতার দোষ ভ্রাতার অজ্ঞাতভাবে আপন স্কন্ধে লইয়া কনক প্রমোদকে সুশীলার নিকট নির্দ্দোষী করিত, কত সময় সেই জন্য কনক কত কষ্ট পাইত, প্রমোদের তাহা মনে পড়িল। তাঁহার মনে পড়িল এক দিন বৃষ্টির পর তাঁহারা ভ্রাতাভগিনীতে সেই বৃষ্টির জলে উদ্যানে খেলা করিতেছিলেন, হঠাৎ বাতায়ন হইতে সুশীলা তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ডাকিলেন, প্রমোদ তাঁহার নিকট যাইতে যাইতে আবার অনিচ্ছুক হইয়া অন্য স্থানে পলাইয়া গেলেন, প্রমোদের পলায়নে কনক হৃষ্ট-

চিত্তে একাকী সুশীলার নিকট গেল। কনকের সন্তুষ্টির কারণ তখন প্রমোদ বুঝিতে পারেন নাই, তাহার পর বুঝিলেন যে কনক এখন একাকী গেলে, তাহার উপর দিয়াই যাহা ঝড় বহিবার বহিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যাইবে, প্রমোদের আর কোন কষ্ট পাইতে হইবে না, এই মনে করিয়াই কনক আহ্লাদপূর্ণ হইয়াছিল। আপন পৃষ্ঠে শাস্তি লইয়া ভ্রাতাকে বাঁচাইতে পারিল, এই জন্য কনকের যে প্রচুর আহ্লাদ হইয়াছিল, তাহা প্রমোদের মনে পড়িল। এইরূপ কত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহময় ঘটনা গুলি তখন প্রমোদের মনে পড়িতে লাগিল। তখন কনকের ভাল-বাসা তাঁহার নিকট অমূল্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আপনার সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে পড়িয়া প্রমোদের অনুতাপ হইতে লাগিল। ভাবিলেন এবার বাড়ী গিয়া আর কনককে কষ্ট দিবেন না। ক্রমে দিন কতক কলি-কাতায় থাকিতে থাকিতে আবার যখন কলিকাতা সহিয়া গেল, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে সকল কথা ভুলিয়া গেলেন, কনককেও ভুলিলেন, অনুতাপেরও ক্রমে অবসান হইল। কিন্তু কনক ভাইটিকে দেখিবার জন্য কতই ব্যাকুল হইত, সারা বৎসর তাহার জন্য কতই উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিত, পরে ছুটীতে প্রমোদ বাড়ী আসিলে তাহার আনন্দ ধরিত না। যে কদিন প্রমোদ বাড়ী থাকিতেন, কি সুখে সে দিন গুলি তাহার কাটিয়া যাইত তাহা বলিবার নহে। এবারও সারা বৎসর অপেক্ষা করিয়া করিয়া আশ্বিন

মাস আসিল, কত ব্যগ্রভাবে কনক প্রমোদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু অবশেষে এক দিন হতাশ হইয়া তাহার শুনিতে হইল যে প্রমোদ আপাততঃ কানপুরে বেড়াইতে যাইতেছেন, সেখান হইতে কিছুদিন পরে আসিবেন। কনকবালিকার বড়ই কষ্ট হইল, কিন্তু কি করিবে?—সহিষ্ণুতার সহিত আবার দিন গণিতে লাগিল। প্রমোদ যেদিন কানপুর হইতে বাড়ী আসিলেন, তাহার আর আহ্লাদ রাখিবার স্থান রহিল না, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি অপরিমিত সুখে ভাসিতে লাগিল। বিশেষতঃ প্রমোদের ভাবভঙ্গী এবারে অন্যবার হইতে স্নেহ ও মমতাময়। প্রমোদের ঈষৎ হাসি-মুখখানি এবারে এমন এক নূতন অমায়িক উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাময়ী ভাবে পরিপ্লুত, যে দেখিলে বোধ হয় তাঁহার হৃদয়ে একটি নূতন ভাবের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। কিন্তু ছুটির দিন শীঘ্রই অবসান হইল, কনকের সুখের দিনও অবসান হইল; প্রমোদের আবার কলিকাতায় যাইবার দিন আসিয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা-ভগিনী।

প্রমোদ আজ সন্ধ্যাকালে কলিকাতায় যাইবেন, তাঁহার সঙ্গে লইবার সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী কনক গুছাইয়া দিল। কনক তাহার সঙ্গে, ব্যাগে উদ্যানজাত কতকগুলি বাদাম পর্য্যন্ত লুকাইয়া পুরিয়া দিল, আপন হস্ত-নির্ম্মিত পশমের মোজা গলাবন্ধ ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস তাহাতে রাখিল, শেষে গোছান হইলে পাঠ-গৃহে আসিয়া বসিল। পাঠে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া একখানি পাঠ্য পুস্তক লইয়া পড়িতে গেল, শীঘ্র শীঘ্র অনেক পাত উলটাইল বটে, কিন্তু পড়িয়া পড়িয়া তাহা উলটাইল কিম্বা অশ্রুসিক্ত হওয়াতে তাহা উলটাইতে বাধ্য হইল, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিছু পরে কনক বিরক্ত ভাবে বইখানি মুড়িয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে লাগিল, মুছিয়া মুছিয়া আবার কি ভাবে জানি না, সেই বইখানি খুলিয়া পড়িতে গেল, এই সময় প্রমোদ সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আস্তে আস্তে তাহার নিকট আসিয়া একখানি চৌকিতে স্থির ভাবে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি পড়িতেছ।"

ক। "ভারতবর্ষের ইতিহাস।"

"কই দেখি" বলিয়া প্রমোদ বইখানি হাতে লইলেন,

কিন্তু তাহাতে একবার চক্ষু বুলাইয়াই আবার সশব্দে তাহা টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া বলিলেন "কনক।—" কনক বলিয়াই প্রমোদ থামিলেন, কি বলিতে গিয়াছিলেন আর বলিলেন না, কনক তাহা বুঝিয়া বলিল "দাদা, কি? কি বলিতেছিলে বল না?"

প্র। "না, কিছু না—জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম তোর ইতিহাস বেশ মনে আছে? বল দেখি নূরজাহান কে?" তাঁহার জিজ্ঞাসায় কনক বলিল "সের আফগানের স্ত্রী, পরে জাহাঙ্গীরের রাণী হয়।"

প্র। "জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে চিনিল কি ক'রে?"

ক। "অল্পবয়স্কা নূরজাহান আকবরের অন্দরে প্রায়ই থাকিত; সেই সময় যুবরাজ জাহাঙ্গীর তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হন।"

প্র। "আচ্ছা, আচ্ছা, তার পর সের আফগানের সঙ্গে বিবাহ হোলেও আবার জাহাঙ্গীরের রাণী হোলো কি করে?"

ক। জাহাঙ্গীরের আদেশে সের আফগান হত হইয়া—" কনকের কথাটি শেষ না হইতে হইতেই প্রমোদ বলিলেন

"ছিঃ ছিঃ, জাহাঙ্গীরের প্রেম প্রেমই নয়, সে প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন কই?" বলিতে বলিতে প্রমোদের মনে কত ভাব বহিয়া গেল। মনে হইল নীরজা যে তাঁহার হইবে, ইহা তো তাঁহার দুরাশা, কিন্তু তাহা কি হইবে? এ দুরাশা কি সফল হইবে? যদি না হয়, যদি নীরজা

অন্যের হয়, তাহা হইলে তাঁহার কি হইবে? নীরজা তাহা হইলে পর হইয়া যাইবে, যদি কখনো কখনো তাঁহার সহিত দেখা হয় তো সে তাহার কাছ হইতে লুকাইবে, আর হয়তো কখনই দেখিতেও পাইবেন না,—উঃ কি কষ্ট! ভাবিতেও তাঁহার কষ্ট হইল, প্রমোদের ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা মিলাইয়া গেল, তিনি চৌকি হইতে উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন, "নূর্‌জাহানের কখনো ছবি দেখেছিস্?"

ক। "দেখেছি। আমার ইচ্ছা হয় আমাদের অমনি একটি বেশ সুন্দর বৌ হয়। দাদা, তুমি বিয়ে করবে না? তা হলে আমার বেশ একটী সঙ্গী হয়।" প্রমোদের প্রফুল্ল অমায়িকতায় আশ্বাসিত হইয়া কনক আজ মুক্তকণ্ঠ, তাহাকে ঈষৎ প্রগল্‌ভ বলিতেও আমাদের সঙ্কোচ হইতেছে না। প্রমোদ কনকের সেই সরল প্রশ্নে ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, কি ভাবিতে ভাবিতে একটি সেল্‌ফের উপর, যেখানে কতকগুলি সজ্জিত পুস্তক ছিল সেই খানে আসিলেন, অন্য মনে তাহার মধ্য হইতে এক খানি বই তুলিয়া হাতে লইলেন। কনক বলিল, "দাদা তোমাকে আজ অমন দেখছি কেন, তুমি আমাকে কি বলিতে গিয়াছিলে, কই বলিলে না?" প্রমোদ বলিলেন,

"বলিতে গিয়াছিলাম সত্য কিন্তু কেন যে তোকে বলিতে গেলাম তাহা তো জানি না।" কনক মুখটি চুন করিয়া বলিল, "আমাকে বলিলে কি দোষ হয়?"

প্র। "তুই ছেলে মানুষ, তোর কাছে সে কথা বলিতে যাওয়াই পাগ্‌লামি ?„

ক। "কখনো তো কিছু বলিতে আ'স নাই, তবে আজ যে বলিতে এলে ?"

প্র। "পাগ্‌লামি, মনের চঞ্চলতা। একাকী মনের মধ্যে সে কথাটী রাখিয়া কেমন এক একবার ফুটিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু লোক পাইনে।—কি আর বলিব, কিছুই না।—তোকে আর এক দিন পড়া শুনা জিজ্ঞাসা করব, এখন পড়।" কনক দেখিল প্রমোদের মুখে তাঁহার সেই স্বাভাবিক চপল ভাব নাই, তিনি ঈষৎ গম্ভীর, ঈষৎ বিষণ্ণ, চক্ষের ভাব ঈষৎ আবেশময়, কথা ধীর অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কথা কহিতে কহিতে প্রমোদ অন্য মনে সেই সেল্‌ফস্থিত এক একখানি বই লইয়া টেবিলে ফেলিতে লাগিলেন, কনক অন্য মনস্কতা বশতঃ তাহা দেখিল না। ভ্রাতার কথায় কনক বলিল "তুমি দাদা আমাকে কোন কথাই বলিতে পার না।" কনকের মুখখানি ম্লান হইল, চোখ দু'টি ছল ছল করিয়া আসিল। প্রমোদ কনকের কথায় নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, তাহার কথা শুনিতে পাইলেন কি না তাহাও বোঝা গেল না। ক্ষণেক মৌন ভাবে থাকিয়া থাকিয়া প্রমোদ সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহাতে কনকের বড় দুঃখ হইল, কনকের কান্না আসিল, কাঁদিয়া কিছু হাল্‌কা হইলে গৃহান্তরে যাইবার জন্য উঠিল, উঠিয়া সেল্‌ফের বই গুলি টেবিলে স্তূপাকার দেখিয়া সহসা তাহার যেন চমক

ভাঙ্গিল, ব্যস্ত হইয়া সে বইগুলি গুছাইয়া সেল্‌ফে তুলিতে গেল।

সে বই গুলি সুশীলার যত্নের বই, বাল্যকালে একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে আদর করিয়া পড়িতে দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সুশীলা তাহা অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন। কেহ তাহাতে হাত দিলে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইতেন, স্বহস্তে তিনি তাহা প্রত্যহ মুছিয়া রাখিতেন। একদিন কনক আপন পড়ার বই একখানি হারাইয়া সেই সেল্‌ফে তাহা খুজিতে গিয়াছিল, তাহাতে সুশীলা তাহাকে বকিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে সেই সেল্‌ফে হাত দিতে বিশেষ রূপে বারণ করিয়া ছিলেন। সেই অবধি আর কনক তাহাতে হাত দিত না। এখন কনক তাড়াতাড়ি বই গুছাইতে যাইতেছে, এই সময় সহসা সুশীলা এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকার অমনি মুখখানি আরো শুকাইয়া গেল, চোরের ন্যায় সে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই বইগুলির ঐরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া সুশীলা অতিশয় বিরক্ত হইলেন। সুশীলা স্বভাবতই কিঞ্চিৎ বাহুল্যরূপে কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন, এবং সেই অনুষ্ঠানে ত্রুটী হইলে অল্পেতেই কিঞ্চিৎ কঠোর হইয়া পড়িতেন। সুতরাং তাঁহার বিশেষ বারণ সত্ত্বেও কনক উহাতে হাত দিয়াছে, তিনি ইহাতে ক্রুদ্ধও হইলেন; আপন আজ্ঞা পালিত না হইলে সুশীলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন। তিনি ভাবিলেন, "কি হইবে, সেদিন ঐরূপ করিতে গিয়াছিল, বারণ

করিলাম, বিশেষ রূপে বারণ করিলাম, তবু শুনিল না। আমার কথা অবহেলা করিল, গুরুলোকের কথা অবহেলা করিল! কই, কনক ত আগে এরূপ ছিল না, এখন ইহার প্রতীকার কিরূপে করা যায়, প্রথম হইতে না শোধরাইলে ক্রমে এ স্বভাব বদ্ধমূল হইয়া যাইবে।”

সুশীলা পিতাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং মান্য করিতেন, তাঁহার দত্ত বই গুলিও সেই হেতু তিনি ভক্তি-চক্ষে দেখিতেন। তিনি ভাবিলেন, কনক যদি সুশীলাকে তেমন ভক্তি করিত, তাহা হইলে তাঁহার কথা কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। “মেয়ে ছেলের গুরুজনের প্রতি ভক্তি নাই, কি ভয়ানক কথা!” সুশীলা তাহার স্বভাব শোধরাইবার জন্য ভাবিত হইলেন, গম্ভীর স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “উহাতে হাত দিতে আমার বারণ তাহা কি তুমি জান না? কেনই বা বারণ, ও বই গুলি কি, তাহাও আমি কি তোমাকে বলি নাই? তবুও তুমি উহাতে হাত দিলে?” কনক চুপ করিয়া রহিল, কি উত্তর দিবে? যদি বলে আমি ওরূপ করি নাই, তাহা হইলে সুশীলা আবার জিজ্ঞাসা করিবেন কে তবে করি-য়াছে, প্রাণ থাকিতে ভ্রাতার নাম বলিতে পারিবে না। কনক কোন উপায় না দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। সুশীলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তথনো কনক কথার উত্তর করিল না। একে দোষী, তাঁহাতে আবার এইরূপ ব্যবহার! কনকের স্বভাব শোধরাইবার পক্ষে সুশীলার সন্দেহ জন্মিতে লাগিল।

তিনি তাহাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর না পাইয়া হতাশ হইলেন। কিন্তু তবু যে হাল ছাড়া উচিত নহে, তবু তো চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে, দেখা যাক, যদি শাস্তি দিয়া স্বভাব শোধরাইতে পারেন, তিনি শাস্তি স্বরূপ বলিলেন, "আজ তোমায় একাকী খাইতে হইবে, আমাদের সহিত একত্রে খাইতে পাইবে না এবং প্রমোদের সহিত আজ দেখা করিতে পাইবে না, সে আজ রাত্রে যাইবে, সে সময় তোমার সহিত দেখা হইবে না।" সুশীলা জানিতেন ঐ শাস্তিই তাহার শাস্তির পরাকাষ্ঠা হইবে। রাত্রে যাইবার সময় প্রমোদ সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কনক আজ কোথায়? তাহাকে যে আজ অনেক ক্ষণ দেখি নাই, আমার আবার যাইবার সময় হইয়া আসিল, এখনো যে সে আসিল না।" সুশীলা বলিলেন, "সে আজ দোষ করিয়াছে, শাস্তি স্বরূপ তাহাকে বন্ধ রাখিয়াছি।" প্রমোদ শুনিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং বিমর্ষ ভাবে বাড়ী হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু গাড়ীতে গিয়াই আবার সকল ভুলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—•◎•—

হরিণী-জালে।

সন্ন্যাসী নৈমিষারণ্যে গিয়াছেন। নীরজা কুটীর সন্নিধানস্থ একটি বকুল-তলে বসিয়া, ৩০।৩২ বয়স্ক একটি কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় স্ত্রীলোকের সহিত গল্প করিতেছিল। তখন অস্ফুট জ্যোৎস্নায় বকুল-তলাটি ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়াছিল, মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছিল, সেই বাতাসে একটি একটি করিয়া বকুল খসিয়া বৃক্ষতল ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

নীরজা সেই ফুলরাশির মধ্য হইতে কতকগুলি ফুল হস্তে লইয়া খেলিতে খেলিতে তাহার গল্প শুনিতেছিল। স্ত্রীলোকটি তাহার ঘরকন্নার কথা, দুঃখধান্ধার কথা, তাহাদের ক্রিয়া-কর্ম্মের কথা, তাহাদের দাম্পত্য প্রণয়ের কথা, তাহার পুত্র-কন্যার কথা বলিতেছিল, নীরজা কৌতূহলের সহিত তাহা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্ন করিতেছিল। কাঠুরিয়া রমণীর নববিবাহিতা কন্যার কথা শুনিয়া নীরজা বলিল "বসু, আজ তা'কে সঙ্গে আনিলে না কেন?" বসুমতী বলিল "সে শ্বশুর বাড়ী গেছে, মা।" এই কথায় নীরজা, ভূমি হইতে এক অঞ্জলি বকুল কুড়াইয়া বসুর অঞ্চলে দিয়া বলিল "আহা, সে বলে ছিল তাহার স্বামী আসিলেই এবার সে এই বকুল ফুল তাহার জন্য লইয়া

যা'বে, কই, সে ত আ'সে নাই, তুমি এই গুলি তা'কে পাঠাইয়া দিও” বসু বলিল “মা! আমরা দুঃখ করে খাই, কে আবার কাল তার শ্বশুর বাড়ী ঐ ফুল দিতে যায় বল মা?” কথা কহিতে কহিতে সহসা পেচকের বিকট চীৎকারে তাহারা চমকিয়া উঠিল, নীরজা ত্রস্তে, একবার চারি দিক চাহিয়া দেখিল, বসু অমঙ্গলসূচক পেচক-শব্দে ভীত হইয়া “দূর, দূর” করিয়া উঠিয়া বলিল “গা টা যেন চমকে উঠলো, সন্ন্যাসী মহাশয় নেই, সহজেই একাকী কেমন ভয় হয়।”

নী। “কই, আমার তো কখন ভয় হয় না, কিন্তু সহসা আমিও চমকে উঠেছি। যাক, তুমি তোমার মেয়ের গল্প কর, যমুনা তার স্বামীকে খুব ভালবাসে, না?” আবার এই সময় পূর্ব্বের ন্যায় পেচক ডাকিয়া উঠিল, সেই অমঙ্গল-সূচক কর্কশ স্বরে নীরজাদের গাত্র শিহরিয়া উঠিল, গল্প ছাড়িয়া নীরজা সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পশ্চাৎ চাহিয়া দেখিল। সেই নির্ব্বাণোন্মুখ অস্ফুট চন্দ্রালোকে নীরজা দেখিতে পাইল, চারিজন লোক তাহাদের নিকটেই আসি-তেছে, দেখিতে দেখিতে লোকেরা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নীরজা অরণ্যপালিত হইয়াও তাহাদের সেই ভীমমূর্ত্তি, সেই কঠোর কটাক্ষ দেখিয়া কেমন শিহরিয়া উঠিল, বসুও সভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল “তোমরা কে?” কিন্তু এই সময় চকিতের ন্যায় এক ব্যক্তি নীরজাকে শূন্যে তুলিয়া লইল এবং দুইজন বসুকে গিয়া ধরিল। তাহারা ইহাতে চমকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু চীৎকার কে

শুনিবে? দেখিতে দেখিতে আর এক ব্যক্তি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা নীরজার মুখ বন্ধ করিয়া দিল, তখন নীরজাকে ক্রোড়ে লইয়া অপর এক জন দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। নীরজা হস্ত পদ ছুড়িয়া বলপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই বলবান ব্যক্তির হস্তপেষিত হইয়া ক্রমে সে শক্তিও রহিল না। নীরজাকে লইয়া একজন দস্যু পলাইল, আর তিন জন সেই বলপ্রকাশকারী কাঠুরিয়া স্ত্রীলোককে রজ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক আবার তাহাদের সহিত মিলিয়া দ্রুতগতিতে জঙ্গল ছাড়াইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল। নদীতীরে একখানি নৌকায় উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল; নৌকা চলিতে লাগিল, তখন তাহারা বালিকার মুখ হইতে বন্ধন মোচন করিল। কিন্তু অনেক ক্ষণ বস্ত্র দ্বারা মুখ নাসিকা আবদ্ধ থাকায় বালিকা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, বস্ত্র খুলিয়া তাহারা দেখিল—বালিকা অজ্ঞান। মুখে জল সিঞ্চন করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে নীরজার জ্ঞানের উদ্রেক হইল; তখন নীরজা চারি দিকে চাহিয়া দেখিল—ব্যাকুল ভাবে তাহাদের সেই ক্ষুদ্র কুটীরটি দেখিবার জন্য চাহিয়া দেখিল; কিন্তু কোথায় সেই কুটীর? তাহার পরিবর্ত্তে দেখিল সে এক অপরিচিত স্থানে অপরিচিতের মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে। তখন তাহার মনের ভাব কি হইল বলিবার নহে। তাহার সমস্ত পূর্ব্বঘটনা নিমেষে স্মরণ হইল, বালিকা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি একজন হস্ত দ্বারা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "এখন চীৎকারে

কোন ফল নাই, চীৎকার করিলেই মুখ বাঁধিয়া দিব, কিন্তু ভালয় ভালয় চলিলে কিছু বলিব না।” নীরজা বুঝিল, তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য, দেখিল দস্যুরা তাহার উপর অত্যাচার করিলে কথা কহিবার লোক এখানে কেহই নাই, তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে—এরূপ স্থলে বলপ্রকাশ না করাই কর্ত্তব্য। নিরুপায় বালিকা তখন অকুল সমুদ্রে পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিল; দাঁড়িরা ছাড়া আর সকলে নিদ্রিত হইল; প্রহরীরূপে কেবল একজন মাত্র, নৌকার প্রকোষ্ঠ-দ্বারে রহিল, কিন্তু সেও অনেক ক্ষণ বসিয়া বসিয়া সেইখানে কাপড় পাতিয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে নীরজা ভাবিল প্রহরী নিদ্রাগত। নীরজা তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল, নৌকার গবাক্ষে মুখ সংলগ্ন করিয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। হৃদয়ের তখন তাহার সেই ভয়ানক অবস্থা, কত যে প্রচণ্ড ঝটিকা তখন তাহার মনে বহিয়া যাইতেছিল, হৃদয়ে যে কি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত, তাহা বর্ণনাতীত। কি প্রকারে এই দস্যু-হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে, একে একে কতই উপায় ভাবিল, কিন্তু কোনটাই ফলপ্রদ হইবে মনে হইল না। ক্রমে ক্রমে দেখিল, তাহার আশা নাই, ভরসা নাই, নিকটে পিতা নাই, এই দস্যুদের হস্তে একাকী নিরুপায়। নীরজা শিহরিয়া উঠিল, নীরজার ভাবিতেও আর শক্তি রহিল না। নীরজা তখন সেই নৌকা-গবাক্ষ হইতে নদীতে ঝাঁপ দিবার সঙ্কল্প

করিয়া, প্রথমে পরীক্ষার নিমিত্ত আস্তে আস্তে তাহার উপর উঠিয়া বসিয়া পদদ্বয় নির্গত করিয়া দিল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ প্রহরী তখনো ঘুমায় নাই; সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সকল দেখিতেছিল, সে তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গবাক্ষের নিকট হইতে নীরজাকে টানিয়া আনিল। দস্যু-হস্ত-স্পর্শে শিহরিয়া উঠিয়া ছিন্ন লতিকার ন্যায় নীরজা সেই নৌকামধ্যে শুইয়া পড়িল। দারুণ কষ্টে অশ্রুরাশি উথলিয়া উঠিল; বালিকা অনেক ক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন দুর্ব্বল হইয়া সেই খানেই ঘুমা-ইয়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দূরে নৌকা।

শ্রান্ত, ক্লান্ত, মানসিক কষ্টে অবসন্ন বালিকা নিদ্রার ক্রোড়ে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইতেছিল, সহসা সে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, কাহার কঠিন হস্ত-স্পর্শে বালিকা চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল। চারি দিক চাহিয়া দেখিল সব অন্ধকারমগ্ন, ঘুমাইবার সময় নৌকায় যে আলো জ্বলিতেছিল তাহাও নিভিয়া গিয়াছে, নিস্তব্ধময় রজনীর ভয়ঙ্কর ভাব অনবরত

দাঁড়ের ঝপ ঝপ শব্দে আরো বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে, তাহা হইতেও ভয়ানক, তাঁহার শিয়রে বসিয়া একজন মনুষ্য তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছে। অন্ধকারে সেই মনুষ্যের মূর্ত্তি নীরজা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল না, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে সহসা শিয়রে মনুষ্য দেখিয়া সে চীৎকার করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তখনি দস্যুদিগের সেই নিষেধ-বাক্য মনে পড়িল, নীরজা অমনি থামিয়া গেল। যে ব্যক্তি তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়াছিল সে মৃদুস্বরে বলিল "ভয় নাই, আস্তে কথা কহিও, আমি তোমাকে ইহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার ঠিক করিয়াছি।" যখনি নীরজা ভাবিতেছিল তাহার আশা-ভরসা কিছুই নাই—সে অকুল পাথারে ভাসিয়াছে, তখনি রক্ষার কথা শুনিয়া তাহার যেন কিছু আশ্বাস জন্মিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা দূর হইল, সে বক্তির কথায় অবিশ্বাস হইল। নীরজা সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? এখানে যে প্রহরী ছিল কোথায় গেল? তুমি আমাকে কি প্রকারে রক্ষা করিবে?" সে বলিল "আমিই সেই-প্রহরীর কার্য্যে আসিয়াছি, আমি এ নৌকার একজন দাঁড়ি, তোমার দুর্দ্দশায় দয়া হইয়াছে। আমার কথামত কাজ করিলে তোমাকে ইহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারি" নীরজা বলিল "আমি নিরুপায়, যদি তোমার প্রতারণার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলেও আমি মরিব, এখানে থাকিলেও আমি মরিব, এরূপ স্থলে তোমার কথাই শুনিব।—কি করিতে হইবে?" সে বলিল "এখন কিছুই করিতে হইবে

না, তুমি কেবল পলায়নের চেষ্টা দেখিও না, পরে আমি কোন ভদ্রলোকের গোপনে সাহায্য লইয়া তোমাকে উদ্ধার করিব। কিন্তু যাহা বলি বিশ্বাস করিয়া কাজ করিও।” নীরজা সে কথায় সম্মত হইল, তখন দাঁড়ি সেখান হইতে গিয়া নৌকার দ্বারদেশে শুইয়া রহিল। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, প্রত্যহই নীরজা উদ্ধারের জন্য লালায়িত হইতে লাগিল। ক্রমে দুই তিন দিনের মধ্যে নৌকা এলাহাবাদে আসিয়া লাগিল। যে দাঁড়ি নীরজাকে আশা দিয়াছিল, সে তীরে খাদ্য দ্রব্য কিনিতে নামিল, সুতরাং নৌকা তীরে লাগাইয়া অন্যেরা তাহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাঝি খাদ্য সামগ্রী লইয়া নৌকায় উঠিয়া নীরজাকে চুপে চুপে বলিল “আর ভয় নাই, কিছুক্ষণ মধ্যেই একখানি নৌকা উদ্ধারের জন্য আসিবে।” নীরজার আনন্দ ধরিল না, সে সেই আকাঙ্ক্ষিত সময়ের জন্য বড়ই অধীর হইয়া পড়িল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, একটু একটু মেঘ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সেই আঁধার গবাক্ষ হইতে তাহার উদ্ধার জন্য নৌকা আসিতেছে কি না, নীরজা দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রত্যেক নৌকাকেই সে তাহাদের নৌকার দিকে আসিতে দেখিল। প্রত্যেক নৌকাই ঝপ্ ঝপ্ শব্দে তাহার আশা বাড়াইয়া আবার, চোখের উপর দিয়া অন্য দিকে চলিয়া যায়, নীরজা অমনি হতাশ ভাবে অবসন্ন হইয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে সত্য সত্যই একখানি নৌকা তীর-বেগে এই নৌকার নিকট আসিয়া ইহার

গতিরোধ করিল, ভয়ে মাঝিরা নৌকা থামাইল, অমনি একটি ভদ্র যুবা লাফাইয়া এ নৌকায় উঠিয়া আসিলেন। ঘন ঘন বন্দুকের শব্দে ভীত হইয়া এ নৌকার লোকেরা তাঁহার সহিত বিবাদ করিল না; কে কোথায় লুকাইল, কে কোথায় পলাইল তাহার ঠিকানা রহিল না। সুতরাং অনায়াসে যুবা নৌকামধ্যে নীরজার নিকট আসিলেন। নৌকার দীপালোকে নীরজা সেই যুবাকে চিনিতে পারিল, নীরজা দেখিল—যামিনীনাথ তাঁহার উদ্ধারকারী। যামিনীনাথও তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন "তুমি নীরজ! এস আমার সঙ্গে এই বোটে শীঘ্র এস।" দস্যু-হস্ত-মুক্ত হইয়া আহ্লাদে নীরজার কথা কহিবার শক্তি ছিল না, সে নিঃশব্দে যামিনীনাথের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাঁহার বোটে উঠিল। তখন সে বোট আবার ছাড়িয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

অবিশ্বাস।

বীডন উদ্যানের অনতিদূরে একটি বাড়ী, সেই বাড়ীর একটি কক্ষে একাকী বসিয়া প্রমোদ অধ্যয়নে নিযুক্ত

ছিলেন। প্রমোদ যে চৌকিতে বসিয়াছিলেন, তাহারি সম্মুখে একটি টেবিল, টেবিলের মধ্যভাগে একটি বাতি জ্বলিতেছিল এবং তাহার আশপাশ পুস্তকরাশিতে পূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু একি জ্বালা? বই লইয়া পড়িতে বসিলেই মনে এত নানা প্রকার ভাবনা আসিয়া পড়ে যে, চমকিয়া ক্ষণেক পরে দেখিতে হয় খোলাপাতটি তেমনিই খোলা আছে, তাহার একটুও পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। এদিকে নিকটেই তাঁহার বি-এ পরীক্ষা; পড়িতে না মন লাগিলেই বা চলিবে কেন? পড়া হোক বা না হোক, সম্মুখে বই না রাখিলেও আবার মন বোঝে না। অনেক ক্ষণ হইতে একখানি বিজ্ঞান পুস্তক লইয়া তাহাতে মাথা ঘোরাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু অবশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তিনি বই খানি মুড়িয়া দূরে ফেলিলেন। হাতের কাছেই একখানি কোল্‌রিজ পড়িয়াছিল, ভাবিতে ভাবিতে সেই খানি হাতে লইলেন, ভাবিতে ভাবিতে সেই খানি খুলিলেন, প্রথমেই যে কবিতাছত্রে তাঁহার চক্ষু পড়িল, সেই ছত্র গুলি তাঁহার মনের যেন প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হইল, সেই কথা গুলি তাঁহার হৃদয়ে যেন মিশিয়া গেল, তিনি পড়িলেন "Oft in my waking dreams do I live o'er again that happy hour" তাঁহার আর পড়া হইল না। এই সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া তাঁহার পড়ায় বাধা দিয়া বলিল "আপনার কাছে এক জন সন্ন্যাসী এসেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ দেখা করিতে চান।"

সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া প্রমোদ চমকিত হইলেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ উপরে আনিতে ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, ভৃত্য বলিল "তিনি আসিবেন না, বসিবেন না, পথে দাঁড়িয়ে আছেন, পথেই আপনার সঙ্গে কি কথা ক'য়ে চলে যাবেন।" প্রমোদ কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন 'তবে চল।' এই বলিয়া ভৃত্যের সহিত প্রমোদ সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রমোদ চিনিতে পারিলেন এবং আহ্লাদের সহিত প্রণাম করিয়া বলিলেন "যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মনেই করিলেন, তবে একবার ভিতরে এসে বসুন" সন্ন্যাসী মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "না, তুমি আমার সঙ্গে একটু বিরলে এস, বিশেষ প্রয়োজন আছে" বলিয়া সন্ন্যাসী অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন, প্রমোদ তাঁহার অনুসরণ করিয়া বীডন উদ্যানের এক নিভৃত প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে; আকাশের ক্ষীণ চন্দ্র ক্ষীণালোকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীকে যে অল্প পরিমাণে ঈষৎ উজ্জ্বল করিতেছিল, ক্রমে তাহাও আকাশের কোলে ডুবিয়া গিয়াছে। রজনী অন্ধকার, কিন্তু অসংখ্য খদ্যোতমালা এই অন্ধকার মধ্যে নিভিয়া নিভিয়া জ্বলিতেছিল, এবং সহরের দীপমালা শ্রেণীবদ্ধ তারকারাজির মত দূরে শোভা পাইতেছিল। এই নিস্তব্ধ বিজনে আসিয়া, এই নিশার গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রমোদ কহিলেন—

"কি কথার জন্য আপনি এখানে আসিলেন।"

সন্ন্যাসী তখন মেঘনির্ঘোষবৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন "প্রমোদ, তোমার একি আচরণ?"

সন্ন্যাসীর স্বরে সন্ন্যাসীর কথায় প্রমোদ আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন।

"আমার কি আচরণ?" সন্ন্যাসী আবার আরো গম্ভীর স্বরে আরো ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন।

"পাষণ্ড! নরাধম! আমার নীরজা কোথায়?"

"নীরজা কোথায়!" সে কি কথা! তখন বজ্র পড়িলেও প্রমোদ অধিকতর স্তম্ভিত হইতেন না। সন্ন্যাসী অধীরচিত্তে গর্জ্জন করিয়া আবার বলিলেন "আমার নীরজা কোথায়?" প্রমোদ তখন ধীরে ধীরে বিকম্পিতস্বরে প্রতিধ্বনির মত বলিলেন 'নীরজা কোথায়!' সন্ন্যাসী আর সহিতে পারিলেন না, এই কথায় তাঁহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, বিশাল নয়নে যেন বিজলি ঝলসিতে লাগিল, সরোষে প্রমোদের কণ্ঠদেশ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কহিলেন।

"পামর! তুই কি কিছুই জানিস না? বিশ্বাসঘাতক, আমার নীরজাকে হরণ করিয়া কোথায় রাখিয়াছিস দে, নহিলে এই দণ্ডেই তোর প্রাণনাশ করিব।" প্রমোদ কষ্টে সন্ন্যাসীর হাত ছাড়াইয়া বলিলেন "মহাশয়, আপনি কি বলিতেছেন? বাস্তবিক কি নীরজাকে তবে কেহ হরণ করিয়াছে, নীরজা—নীরজা অপহৃত?' প্রমোদের 'আর বাক্য সরিল না, নীরজা অপহৃত হইয়াছে এই কথাটি তাঁহার মনে এতই লাগিল যে, প্রমোদ আর আপনাকে আপনি

সামলাইতে পারিলেন না, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে দেখিতে মাথা ধরিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীর ইহাতে আরো সন্দেহ বাড়িল, ভাবিলেন প্রমোদের দোষ প্রকাশ পাইয়াছে এই ভাবিয়া ভয়ে সহসা প্রমোদের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী প্রমোদের দোষের এই আর একটি গুরুতর প্রমাণ পাইলেন। আগে হইতেই সন্ন্যাসীর মনে প্রমোদের দোষের প্রমাণের অভাব ছিল না, তাহার বিপক্ষে তিনি রাশি রাশি প্রমাণ, পাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, সে দিন কথাবার্ত্তায় নীরজার প্রতি প্রমোদকে অনুরক্ত বোধ হইয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, প্রমোদের প্রতি নীরজারও অনুরাগ সন্ন্যাসী লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এমন কি, প্রমোদ চলিয়া যাইবার পরেও নীরজা পিতার নিকট প্রায়ই তাঁহার গল্প করিত, তার পর তৃতীয় প্রমাণ সন্ন্যাসীর নৈমিষারণ্যে যাইবার কথা প্রমোদ বই আর কেহই জানিতেন না, প্রমোদই জানিয়াছিলেন সে সময়ে নীরজা প্রায়ই একাকী একরূপ অরক্ষিতাবস্থায় থাকে, এই সব যুক্তিপরম্পরা দ্বারা সন্ন্যাসী প্রমোদকেই প্রকৃতরূপ দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরে, আবার আজ প্রমোদকে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া সন্ন্যাসীর প্রমাণসংখ্যা বাড়িল—সোনায় সোহাগা হইল—রাশি রাশি প্রমাণ মধ্যে এই একটি তিনি বিশেষ প্রমাণ পাইলেন, সুতরাং প্রমোদের দোষের বিষয়ে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি উগ্রভাবে বলিলেন "নীরজাকে কোথায় রাখিয়াছ। ভালয়

ভালয় ফিরাইয়া দিলে আমি সমস্ত দোষ ক্ষমা করিব, নহিলে তোমার নিস্তার নাই।” প্রমোদ কিছু সামলাইয়া উঠিয়া বলিলেন “আপনি বিশ্বাস করিবেন না কিন্তু নীরজা-হরণ শুনিয়া আপনার কি আমার কাহার বেশী লাগিয়াছে জানি না।” এই কথা, এই ভণ্ডামী, সন্ন্যাসীর অসহ্য হইল, তিনি বলিলেন, “আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন নীরজা কোথায়!”

প্র। “মহাশয় বাস্তবিক নীরজা কোথা আমি জানিনা। আমি নিরপরাধী। আপনি তো জানেন যে আপনাদের অরণ্যে শেষ দিন যেদিন যাই, তাহার পর দিনই আমার এলাহাবাদ আসিবার কথা ছিল, আমি পরদিনই কানপুর ছাড়িয়াছিলাম, আপনার অরণ্যের সংবাদ আমি সেই অবধি আর কিছুই জানি না।”

স। অরণ্যের সংবাদ না জানিতে পার, কিন্তু নীরজা কোথায়?” প্রমোদ দেখিলেন, সন্ন্যাসীর সেই অটল সন্দেহ ভঞ্জন করা সহজ নহে। তিনি আপন নির্দ্দোষিতার পক্ষে যতদূর বলিতে পারেন তাহার কিছুই ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু তাহাতে সন্ন্যাসী তাঁহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ না পাইয়া বরং সেই অস্বীকার বাক্যে তাঁহার ঘোর ভণ্ডামী দ্বিগুণরূপে দেখিতে লাগিলেন, প্রমোদের প্রত্যেক কথায় উত্তরোত্তর আরো ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। কোন উপায় না দেখিয়া প্রমোদ বলিলেন, “তবে যদি আমিই নীরজাকে আনিয়া থাকি, তাহা হইলে তো আমার

বাড়ীতেই থাকিবে, আপনি বরং আমার বাড়ী খুঁজিয়া দেখুন।”

স। “সে খবর আমি না লইয়া তোমার কাছে আসি নাই, তোমার এ বাটীতে তাহাকে তুমি রাখ নাই, তাহা হইলে যে শীঘ্র ধরা পড়িবে, আর কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ বল?” প্রমোদ ইহার কি উত্তর দিবেন? রাগে, কষ্টে, হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অন্য কেহ হইলে প্রমোদের অপরিসীম রাগ হইত, রাগে কি করিতেন ঠিক নাই, কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া, নীরজার পিতা বলিয়া, রাগ হইতে কষ্টের ভাগ অধিকতর হইল। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন “তুমি যদি ভালয় ভালয় তাহাকে ফিরাইয়া দেও তো আমি তোমার সকল দোষ মার্জ্জনা করিব, নহিলে,—নহিলে—” প্রমোদ আর মৌণ হইয়া থাকিতে না পারিয়া ঈষৎ রোষ-গর্ব্বিত স্বরে বলিলেন “মহাশয়, নীরজা কোথায় আমি জানি না, আমি শপথ করিয়া ঈশ্বর সম্মুখে আপনাকে ইহা বলিতেছি, ইহাতেও যদি আপনি বিশ্বাস না করেন তো আপনার যাহা ইচ্ছা—”

সন্ন্যাসী সহিষ্ণু ভাবে প্রমোদের বাক্য শেষ পর্য্যন্ত আর শুনিতে পারিলেন না। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে দিগন্তভেদী গম্ভীর স্বরে বলিলেন

“চুপ, আর কথা কহিও না, তোমার প্রত্যেক কথায় আমার হৃদয় হইতে শোণিত স্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে, নরাধম!

পাষণ্ড! আজ দেখিতেছি এ হস্ত তোর রক্তে প্লাবিত হইবে, আজ দেখিতেছি নরহত্যায় এ হস্ত কলুষিত হইবে।”

বলিয়া ক্রোধে অজ্ঞানবৎ প্রমোদের দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দুই এক পদ চলিয়াই আবার যেন জ্ঞান হইল, তিনি সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এক-বার সেই অন্ধকার আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে, একবার আপনার চারি দিকে সেই আঁধারময় প্রকৃতির আঁধার মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, মুহূর্ত্তমাত্র সময় লইয়া সেই আঁধার নৈশগগন কাঁপাইয়া প্রমোদকে চমকিত করিয়া বলিলেন।

“না নরাধম, আমি তোর অপবিত্র রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিব না, আমি তোকে মারিব না, তোকে মারিলে নীর-জাকে পাইব না, তুই মরিলে নীরজা কোথায় কে বলিবে? না, তোকে মারিব না, মৃত্যুতে তোর মত লোকের শাস্তি হইবে না, তোকে মারিলে আমারি কলঙ্ক। আমি বিচা-রালয়ে লইয়া তোকে শাস্তি দিব, পৃথিবীর এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত তোর নাম, তোর দুর্নাম, তোর জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ঘোষণা করিব, পৃথিবীর সকলে তোকে দেখিবামাত্র সর্পের ন্যায় ঘৃণা করিয়া সরিয়া দাঁড়াইবে। তোকে মারিব না, মারিলে তোর পাপের শাস্তি হইবে না” বলিয়া সন্ন্যাসী আর মুহূর্ত্তমাত্র না দাঁড়াইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সেই নিস্তব্ধ আঁধারময় রজনীকে কাঁপাইয়া, সেই কথা গুলি বজ্রের

মত প্রমোদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন, প্রমোদ অনেক ক্ষণ ধরিয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ-ভাবে সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তি জন্মিল, তখন সন্ন্যাসীর সহিত যত কথা হইয়াছিল, পূর্ব্বাপর ক্রমে মনে পড়িতে লাগিল। কি করিয়া তিনি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন তখন ভাবিতে লাগিলেন। মন এমনি চঞ্চল, তখনি কাহারো সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু ও সকল কথা কাহাকে বলেন? সকলের নিকট আবার বলিতেও ইচ্ছা করে না। তিনি খুঁজিতে খুঁজিতে যামিনীনাথকে ছাড়া আর পরামর্শ করিবার লোক পাইলেন না। প্রথমতঃ যামিনীনাথ তাঁহার হৃদয়-বন্ধু, দ্বিতীয়তঃ যামিনীনাথও সেই অরণ্যে গিয়াছিলেন, তিনিও নীরজাকে দেখিয়াছেন, তিনি সকলই জানেন, সেই জন্য ও সম্বন্ধে তিনি যেমন ভাল পরামর্শ দিতে পারিবেন তেমন অন্য কেহ পারিবে না। প্রমোদ এই সকল ভাবিয়া সেই রাত্রেই ব্যাকুল ভাবে যামিনীনাথের বাড়ী যাত্রা করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিস্ময়।

যামিনীনাথ ভবানীপুরের এক জন ধনশালী যুবা। তিনি চতুর্ব্বিংশ বর্ষীয়। শরীর কিছু কৃশ, মুখাবয়ব ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নহে, কিন্তু বর্ণ গৌর এবং দেখিতে কুরূপ নহেন। ললাট প্রশস্ত না হউক, নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, চক্ষু আয়ত, কিন্তু দৃষ্টি তত সরল নহে বলিয়া চক্ষুর তেমন সৌন্দর্য্য নাই; নাসিকা সুবঙ্কিম, তাহা কার্য্য তৎপরতার চিহ্ন।

মাতা ও এক বৃদ্ধা জ্যেষ্ঠতাতপত্নী এবং একটি ভগিনী ছাড়া আর যামিনীনাথের কেহই ছিল না। যামিনীর অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এই অল্প বয়সে সমস্ত বিভবের অধিপতি হইয়া তাঁহার মস্তক কিছু ঘুরিয়া গিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি স্কুল ছাড়িয়া দিলেন। সেই অবধি পুস্তকের সহিত তাঁহার সম্পর্ক রহিত হইল। যেমন হইয়া থাকে, কতকগুলি চাটুকার লইয়া, কতকগুলি সঙ্গী বন্ধুবান্ধব লইয়া তিনি সময় কাটাইতে লাগিলেন। তিনি ন্যায় অন্যায় যে কাজই করুন, তাহাতে কথা কহিবার কেহই নাই, তিনি যাহাই করুন চাটুকারগণ তাহাতেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকে। যামিনীনাথ যে তাহাদের অন্যায় প্রশংসা বোঝেন

না তাহা নহে, তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, কিন্তু বুঝিয়াও তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হন না। যামিনীর হাত বিলক্ষণ দরাজ। প্রশংসা পাইবার নিমিত্ত চাটুকারদিগকে তুষ্ট করিতে, মানের জন্য বন্ধুদের কথা রাখিতে, নাম কিনিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে দান করিতে, তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। একে পিতার অনেক ধন, তাহাতে যামিনীর জ্যেষ্ঠতাতপত্নী আপন পিতার যে পাঁচলক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন, যামিনীনাথ সে টাকারও ভাবী অধিপতি হইবেন আশা ছিল, কেন না জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর আর কেহই ছিলনা। সুতরাং ব্যয় করিতে প্রথম প্রথম তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এই রূপে দুই চারি বৎসরেই তিনি পিতৃসঞ্চিত ধনের অর্দ্ধেক খোয়াইয়া ফেলিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার সে বিষয়ে চেতনা হইল। তিনি দরাজ হাত ক্রমে গুটাইয়া আনিলেন, দানের মাত্রা সকলি প্রায় কমাইয়া ফেলিলেন। এখন তিনি সুবিধা পাইলে নিজে কোন বন্ধুর ঘাড় ভাঙ্গিতে পারিলেও ছাড়িতেন না।

তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে, পিতার মৃত্যুর আগে যখন যামিনীনাথ কলেজে পড়িতেন তখন প্রমোদের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তাহার পর কলেজ ছাড়িয়াও যামিনী প্রমোদকে সর্ব্বদা নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করিতেন, সর্ব্বদাই প্রমোদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। আসল কথা প্রমোদ, ধনবান তারাকান্তের বিষয়ের ভবিষ্য-মালিক, সুতরাং এখন হইতেই যামিনীনাথ তাঁহাকে আপন দলে মেশাইবার

অভিপ্রায়ে ছিলেন। পরস্পর নানা মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ক্রমে এইরূপে যামিনীর সহিত প্রমোদের বিশেষ বন্ধুতা জন্মিল; কিন্তু নীরজা যামিনীনাথের সহিত তাঁহার বাড়ী আসা অবধি আর প্রমোদের সহিত যামিনীর দেখা শুনা হয় নাই। যামিনীর সেই অবধি আর প্রমোদকে নিমন্ত্রণ করা, প্রমোদের বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। প্রমোদও অবকাশ অভাবে এখানে আসিতে পারেন নাই। আজ প্রমোদ এখানে আসিয়া শুনিলেন যামিনীনাথ বাড়ী নাই, কোথায় গিয়াছেন। তথাপি শীঘ্র আসিবেন শুনিয়া যামিনীর বসিবার গৃহে আসিয়া তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যামিনীনাথের আর একটু বিশেষরূপে পরিচয় দিবার নিমিত্ত এই স্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। যামিনী-নাথ বড় বিদেশীয় রাজনীতি, আচার ব্যবহারের বিদ্বেষী ছিলেন; ভালই হোক আর মন্দই হোক এ সকলের প্রতি তাঁহার বড় ঘৃণা। এমন কি, বিদেশীয় ভাষা আর শিখি-বেন না বলিয়াই তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। কিন্তু যে ঘরটিতে প্রমোদ আসিয়া বসিলেন সেটি সম্পূর্ণ ইংরাজি প্রথায় সজ্জিত। মধ্যে টেবিল, চতুষ্পার্শে চৌকি কৌচ, তাহাতেই সর্ব্বদা যামিনী বন্ধুবান্ধব লইয়া বসিতেন। বোধ করি নীচের বিছানায় বসিতে পৃষ্ঠ-বেদনা করিত সেই হেতু সুবিধার অনুরোধে স্বদেশানুরাগী যামিনীনাথের অগত্যা বিদেশীয় অনুকরণ করিতে হইয়াছিল।

গৃহের একটি প্রান্তে একটি লম্বা শ্বেত প্রস্তরের টেবিল, তাহার মধ্যে একটি ফুলদানি, ফুলদানির দুই পার্শ্বে দুই খানি অ্যালবম্। প্রমোদ একাকী বসিয়া কি করেন, সেই টেবিলের নিকট একখানি চৌকিতে বসিয়া অ্যালবম্ হইতে ছবি দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন তাহাতে ইয়ুরোপের রাজা রাণীর ছবি, সে দেশীয় অনেক সুন্দরীগণের ছবি আছে। অ্যালবমের প্রথম তিন চারিটি পাতেই ইয়ুরোপীয় প্রধান প্রধান সম্রাটদের ও রাণী ভিক্‌টো-রিয়ার ছবি দেখিলেন; তাহার পর, প্রসিদ্ধা সুন্দরী ফ্রান্সের রাজ্ঞী ইয়ুজিনী এবং ইংলণ্ডের যুবরাজপত্নী আলেক্‌-জাণ্ড্রার চিত্র দেখিয়া মনে মনে তাহাদের সৌন্দর্য্য অনু-ভব করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুখের প্রত্যেক অবয়ব গুলি বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিলেন তাহাতে কিছুই নিন্দনীয় নাই, দেখিলেন নাসিকা চক্ষু সকলি বাস্তবিক সুগঠন। কিন্তু তবে? তবে একটির মাত্র অভাব। মুখে যে একটি সুন্দর ভাব থাকিলে সমস্ত মুখটিতে সৌন্দর্য্য আপ্লুত করে সেই ভাবটির মাত্র অভাব। কই, সে ভাবটি এ সকল চিত্রে কই? যে ভাবটি দেখিবামাত্র শরীর লোমা-ঞ্চিত হয়, হৃদয়ে সহসা একটি স্বপ্নময় আমোদ জন্মে, কই, সে ভাবটি ইহাদের মুখে কই? কিন্তু প্রমোদের মনের কথা প্রমোদ মনে মনেই চাপিয়া লইলেন। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম দেশের প্রসিদ্ধ সুন্দরী বলিয়া যাঁরা বিখ্যাত, প্রমোদ কেমন করিয়া আজ স্পষ্ট করিয়া বলেন তিনি

তাঁহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে অক্ষম; তাঁহার কথা শুনিলে কে না সে কথায় হাসিবে, তাঁহাকে রুচি-হীন বলিয়া কে না তাঁহাকে রুচির উৎকর্ষ সাধনে পরামর্শ দিবে? অন্যের কথা দূরে থাকুক, সেই চিত্রের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় নিজেই লজ্জিত হইয়া প্রমোদ সে ভাবটি আপনার কাছেও চাপিতে চেষ্টা করিয়া সে পাতটি উলটাইয়া ফেলিলেন। পর পাতে আরো দুই একটি সুন্দরীর চিত্র দেখিলেন, কিন্তু কাহারো মুখে প্রমোদ সেই একটি কেমন কেমন সৌন্দর্য্যের ভাব দেখিতে পাই-লেন না, তাঁহার মনের মত সৌন্দর্য্য কোন ছবিতেই মিলিল না। একটি মাত্র জীবন্ত প্রতিমাতে তিনি সেইরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন মাত্র, কিন্তু আর সে সৌন্দর্য্য তিনি ইয়ুরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সুন্দরীতেও দেখিতে পাইলেন না। প্রমোদ তখন সুপ্রসিদ্ধ সুন্দরী স্কট[illegible] রাণী মেরিকে দেখিবার জন্য পাত উলটাইতে লাগি[illegible] সে আলবমে তাহা পাইলেন না। সে খানি রাখি[illegible] একখানি খুলিয়াই তিনি মেরির ছবি পাইলে[illegible] রূপে কত রাজ্যবিপ্লব ঘটিয়াছিল, যে রূপের জো[illegible] তরল তরঙ্গে কত উচ্চপদবীগত লোক উৎসন্ন গিয়াছিল, যে রূপের প্রশংসায় আজ পর্য্যন্ত দিক আমোদিত, সেই রূপের মোহিনী শক্তি তাহার মুখের কোন স্থলে বিদ্যমান তাহা প্রমোদ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন। সহসা আর দেখা হইল না, বীণাধ্বনিবৎ সহসা তাহার কর্ণে এই কথাটি

বাজিয়া উঠিল "যামিনী বাবু" সে স্বর প্রমোদ চিনিতে পারিলেন, সে স্বরে প্রমোদ লোমাঞ্চিত কায়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন তাঁহার পশ্চাতে নীরজা। সাধকের আকাঙ্ক্ষিত বর পাইলেও যত আনন্দ না হয়, নীরজাকে দেখিয়া প্রমোদের তাহা হইল। প্রমোদের মুখ দেখিতে না পাইয়া যামিনী বোধে প্রথমে নীরজা ডাকিয়াছিল। সহসা প্রমোদকে দেখিয়া তাহার মুখেও আনন্দ বিভাসিত হইল। সেই বৃহৎ কক্ষে, দুই প্রান্তে দুইজনে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, উভয়ের নয়নে নয়নে স্থির দৃষ্টি সংলগ্ন হইল, উভয়ে মনে মনে মন হারাইয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেকে চমক ভাঙ্গিলে নীরজা বলিয়া উঠিল "একি, এত রাত্রে তুমি এখানে ?" প্রমোদ অমনি এক সময়েই প্রায় বলিয়া উঠিলেন "নীরজা, তুমি এখানে ?" হঠাৎ বিস্ময় ও আনন্দ জনিত মনের বিশৃঙ্খল ভাব গোছাইয়া লইয়া কিছু পরে নীরজা তাহার দুঃখের কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বলিল ; শুনিয়া প্রমোদ সন্ন্যাসীর কথা বুঝিতে পারিলেন। প্রমোদ বলিলেন "যামিনী তোমাকে বাঁচাইয়াছেন, কি সৌভাগ্য ! নহিলে কি হইত কে জানে ? আমি কেন যামিনীর মত সৌভাগ্যবান হইলাম না, আমি কেন তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না।" বলিয়াই মনে মনে যেন কি ভাবের আধিক্য বশতঃ প্রমোদের কথা বন্ধ হইল, নীরজাও ইহার কোন উত্তর করিল না। কথা কহিতে কহিতে ধীরে ধীরে

আপনা হইতে প্রমোদের একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, তাহাতে প্রমোদ আপনি চমকিয়া উঠিয়া আবার বলিলেন "তুমি এখানে আছ যদি কিছু আগে আমি জানিতাম! কিছু আগে যদি যামিনীর সহিত দেখা হইত, তাহা হইলেই আজ যখন তোমার—" এই সময় যামিনীনাথ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রমোদের কথা অমনি রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কথাটি আর শেষ হইল না। প্রমোদের সহিত নীরজাকে দেখিয়া যামিনীনাথ বিস্মিত হইয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভাবে নীরজাকে বলিলেন "একি তুমি এখানে?" নীরজা বলিল "বাবার শেষ চিঠির উত্তর এল কি না জান্‌বার জন্য বড়ই উৎসুক হয়েছি। অনেক ক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে তুমি অন্তঃপুরে এলে না দেখে আমি এই খানেই তোমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে না এসে থাকতে পারলেম না।" যামিনী একটু বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "বাইরে কখন কে আসে, এখানে আসিবার আবশ্যক? আমি চিঠি পাইলেই তো তোমাকে বলিতে যাইতাম।" এই কথায় নীরজাও একটু বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেশানুরাগ।

নীরজা চলিয়া গেল, তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার কথা আর তাহাকে প্রমোদের বলা হইল না। যামিনীনাথকে বলিলেন, "ভাই, অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই। আজ এত রাত্রে দেখিয়া বিস্মিত হইও না, বড় বিপদে পড়িয়া পরামর্শ লইতে আসিয়াছি।" যামিনী ব্যগ্রতা দেখাইয়া বলিলেন, "কি কি, বিপদটা কি ?"

প্র। "আজ হঠাৎ নীরজার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে——"

যামিনী এই কথায় ব্যগ্র হইয়া আবার বলিলেন, "নীরজার পিতা ! তিনি এখানে এসেছেন ?"

প্র। "হাঁ, কিন্তু নীরজা এখানে আছেন, না জানার দরুন বড় ভাই আমার ক্ষতি হয়েছে" নীরজাকে প্রমোদ দেখিতে পাইয়াছেন দেখিয়া যামিনীনাথ হাসিয়া এই কথার মধ্যে বলিলেন, "দেখ ভাই প্রমোদ, নীরজাকে নিয়ে মহা ব্যাপার হয়েছিল, সে অনেক কথা। সে সব তোমাকে বলব ব'লে তোমার এলাহাবাদ থেকে আসার খবর পেতে আমি অতিশয় ব্যগ্র ছিলাম। কবে এসেছ তা, কি সংবাদও দিতে নেই।"

প্র। "হাঁ, কেমন তা ঘটিয়া উঠে নাই, অন্যায় হয়েছে স্বীকার করি। আমি নীরজার মুখে সে সব ব্যাপার এখনি শুনেছি, কি ভয়ানক! যামিনী ভাগ্যে তুমি বাঁচালে!"

যা। আমি না থাকলে নীরজার কি দুর্দ্দশা হোত মনে করতে আমারো বড় কষ্ট হয়। সে যাক এখন ভালয় ভালয় তার বাপের হাতে তাকে দিতে পারলে হয়। এখানে যে সন্ন্যাসী এসেছেন ভালই হয়েছে। আমি যে কত পত্রই তাঁকে লিখেছি ঠিক নাই, কাজে ব্যস্ত না থাকলে, আমি এতদিন নীরজাকে তার বাপের কাছে রেখে পর্য্যন্ত আসতেম। যাক, তার পর সন্ন্যাসী তোমাকে কি বল্লেন?" প্রমোদের সহিত সন্ন্যাসীর যে কথা হইয়াছিল তখন প্রমোদ সংক্ষেপে সবিশেষ বলিয়া বলিলেন "সন্ন্যাসী আমাকে কোন মতে বিশ্বাস করিলেন না, ইহার উপায়।" যামিনীনাথ গম্ভীর ভাবে সমস্ত শুনিয়া অবশেষে হাসিয়া বলিলেন "তুমি নির্দ্দোষী, তোমার ভয় কি, আমি আছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

যামিনীনাথের কথায় প্রমোদ বলিলেন "বিচারে যে আমি নির্দ্দোষ হইব সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, তাহার জন্য ভাবি না। কিন্তু সন্ন্যাসী আমাকে মিথ্যা দোষী করিতেছেন, বিচারে নির্দ্দোষ হইলেও তাঁহার চক্ষে পাছে অপরাধী থাকি, এই ভাবনাই আমাকে কষ্ট দিতেছে। নীরজার সমস্ত ব্যাপার তাঁকে বলিলেও কি তুমি মনে কর আমাকে তিনি দোষী করিবেন? কিন্তু তাই বা তাঁহাকে এখন কি করিয়া

বলিব, তিনি কোথায় থাকেন কিছুই জানি না।” যামিনী বলিলেন।

“তোমার কিছুমাত্র ভাবনা নাই, ইহার প্রতীকার করিতে যাহা আবশ্যক সকলি আমি করিব। তুমি কিছুই ভেবো না।”

প্র। “কিন্তু—”

প্রমোদকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই যামিনী আবার বলিলেন “না না ইহার ভিতর “কিন্তু” কিছুই নাই। কি আশ্চর্য্য, কি ছেলেমানুষ! এই জন্য তোমার ভাবনা! আজ কত দিন পরে দেখা, কোথায় আমরা একটু আমোদ প্রমোদ গল্প সল্প করিব, না তোমার ভাই ঐ মিথ্যা ভাবনা।

প্র। “কে জানে, ভাই, আমার মন থেকে ও ভাবনাটী কোন মতেই যাচ্চে না।”

যা। “না, ভাই, তা হবে না আমোদ প্রমোদে তোমার আজ ও মিথ্যা ভাবনা তাড়াতেই হবে, চল আজ থিয়েটারে যাওয়া যাক। আজ থিয়েটারে “পদ্মাবতী” অভিনয় হবে জান?”

প্রমোদ প্রথমে অনেক ওজর-আপত্তি করিয়া শেষে বলিলেন “এত রাত্রে থিয়েটারে যাব; সে যে অনেক দূর?”

যা। “না, না, এই ভবানীপুরেই আজ একটা থিয়েটার করছে, চল যাওয়া যাক, সেতো কাছেই। তুমি কিছু যদি না খেয়ে থাক তো এই খানেই এস এক সঙ্গে খাই।”

প্রমোদ অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন “আমি খাইয়া আসিয়াছি।” যামিনী তখন বলিলেন “তবে আমি খাইয়া আসি, তুমি বস, আসিয়া একত্রে থিয়েটার যাব।”

প্রমোদের থিয়েটার যাইতে বড় একটা ইচ্ছা ছিল না, সেই জন্য আরো দুই একবার ওজর করিলেন, কিন্তু যামিনী তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন “তা কি হয়, চল যাওয়া যাক, আমি শীঘ্র খাইয়া আসি” কি করেন, প্রমোদ আর কথা কাটাইতে না পারিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। আসল কথা, একে এখন প্রমোদের থিয়েটারে যাইবার মতন মনের অবস্থাই ছিল না, তাহার পর আবার কয়েক মাস পূর্ব্বে যামিনীর সহিত থিয়েটার সারকাস ইত্যাদি দেখিতে গিয়া তাঁহার ন্যায্য খরচের টাকা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিতে হইয়াছিল, আপাততঃ এখন হাতে যে টাকা আছে তাহাতে সমস্ত মাস চলিবে কি না সন্দেহ, সুতরাং কোন দিক হইতেই প্রমোদের থিয়েটার যাইতে ইচ্ছা ছিল না। তবুও যামিনীর কথায় অগত্যা স্বীকৃত হইতে হইল। যামিনী খাইয়া আসিবার পর তাঁহারা দু'জনে থিয়েটার দেখিতে চলিলেন, যামিনীনাথ পথে কিছু পিছাইয়া পড়িলেন, প্রমোদ কিছু অগ্রসর হইয়া থিয়েটারগৃহে গিয়া বসিলেন। যামিনীর মাথার তখন বড় একটা ঠিক ছিল না, বাড়ী হইতে দুই এক পাত্র তরল উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছিলেন, গৃহে প্রবেশ করিবার সময় একজন কনষ্টেবলের গাত্রে গাত্র ঠেকায় তিনি অপমান বোধ করিয়া নির্দ্দোষী কনষ্টেবলকে এক ঘুসি বসাইয়া দিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যামিনীনাথ বড় দেশানুরাগী, ভালই হোক মন্দই হোক বিদেশীয় অনুকরণের নামমাত্রেই

জ্বলিয়া উঠিতেন, অথচ সুবিধার অনুরোধে ইংরাজী প্রথায় গৃহ সাজাইতে, বিলাসের অনুরোধে ইংরাজী বুট ট্রাউ-জার্স্ ও মুসলমানি চাপকান পরিতে এবং সভ্যতার অনুরোধে হাতের পরিবর্ত্তে কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বন্ধুদের অনুরোধে বিলাতি মদ্যের প্রতিও তাঁহার ঘৃণা ছাড়িতে হইয়াছিল।

বিদেশীয় অনুকরণের প্রতি তাঁহার যেমন ঘৃণা, ভারত-গৌরবলোপকারী বিদেশীয়গণের প্রতিও তাঁহার তেমনি জাত-ক্রোধ; ভারতের অস্তমিত গৌরবের দিনের জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন, এমন কি অনেক সময় স্কুলের ছাত্রদিগকে সমবেত করিয়া আর্য্য-গরিমার পুনরুদ্দীপন বিষয়ে বক্তৃতাও দিতেন, গবর্ণমেণ্টকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি তাহাদের গালি দিয়া সংবাদপত্রে কয়েকবার লিখিয়াও ছিলেন, কিন্তু সেই গালি পড়িলে সহসা অনেকেরই তাহা প্রশংসা বলিয়া ভ্রম হইত। যাহা হউক, স্কুলের ছাত্রগণের প্রায় সকলেরই তাঁহার প্রতি অটল ভক্তি ছিল, দেশানু-রাগী বলিয়া অনেকের নিকট তাঁহার বিলক্ষণ মান। প্রমোদও যামিনীকে বড় ভাল লোক বলিয়া মনে করি-তেন; তবে যামিনীর পান দোষটি তাঁহার ভাল না ঠেকায় তিনি ঐ সম্বন্ধে যামিনীকে একদিন বলিয়াছিলেন। যামিনী-নাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি তো নিয়মিত প্রত্যহ পান করেন না, উহাতে তো তাঁহার তেমন অনু-রাগ নাই, তবে বন্ধু-বান্ধব মিলিয়া কদাচ কখনো পান

করিতে দোষ কি? প্রমোদ তাঁহার কথায় জল বুঝিয়া গেলেন। যামিনী বড় বুদ্ধিমান, কার কাছে কিরূপ বলিলে খাটিবে; কার কাছে কিরূপ করিয়া চলিতে হইবে, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। প্রমোদের মদ্যে ঘৃণা ছিল, সুতরাং তাঁহার নিকট তিনি বড় একটা মদ খাইতেন না। প্রমোদ থাকিলে, নিতান্ত ইচ্ছা হইলেই দুই একবার লুকাইয়া খাইয়া আসিতেন, কিম্বা যখন অন্য পাঁচ জন বন্ধু থাকিত, তখন এমনি দেখাইতেন যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া বন্ধুদের অনুরোধেই তাঁহাকে খাইতে হইতেছে। যাহা হৌক, আজ দেশানুরাগের আতিশয্যবশতঃ যবন-গাত্রে গাত্র স্পর্শ হইবামাত্র তাঁহার অত্যন্ত অপমান বোধ হইল, তাঁহার দেশানুরাগ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল, সেই দুরাচার যবনদিগের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহার আর্য্যরক্ত ফেনিত হইয়া উঠিল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকে মারিয়া আজ মরিতে হয় সেও স্বীকার আজ তাহাকে মারিয়া, ভারতবর্ষের শত সহস্র লোককে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, ভারতের পূর্ব্বদিন আজ তিনিই ফিরাইয়া আনিবেন মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তাহাকে এক ঘুসী বসাইয়া দিলেন। কনষ্টেবলটিও ছেড়ে কথা কহিল না, যামিনীনাথের ঘুসী শুদসুদ্ধ ফিরাইয়া দিল। ক্রমে সেই কোলাহলে সেখানে লোক জমিতে লাগিল, প্রমোদও গোল শুনিয়া বাহিরে আসিলেন, বন্ধুর দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রমোদ সক্রোধে কনষ্টেবলের উপর পড়ি-

লেন। মার খাইয়া যামিনীরও নেশা ছুটিয়াছিল, এখন সাহায্য পাইয়া তিনিও ছাড়িলেন না, বিস্তর ইংরাজি কথা বলিতে বলিতে কনষ্টেবলকে বিশিষ্ট রূপে আহত করিয়া দুই বন্ধুতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কনষ্টেবল তাঁহাদের চিনিত, পরদিন সে তাঁহাদের নামে অভিযোগ করিল। নালিস শুনিয়া প্রমোদ বড় একটা দমিয়া গেলেন না, কেবল কনষ্টেবলের উপর আরো একটু বেশী মাত্রায় চটিলেন। ভাবিলেন, সে নালিস না করিয়া যদি পুরস্কার প্রার্থনা করিত তো তাহার পক্ষে ভাল হইত, কিছু পাইয়া যাইত, নালিশ করিয়া আর একবার মার খাইবার সূত্রপাত করিল মাত্র। প্রমোদের কেবল একটি বিষয়ে একটু মুস্কিল লাগিল। মকদ্দামাতে তো উকিল ব্যারিষ্টার দিতে হইবে, এবং তাহা ছাড়া অন্যান্য খরচও তো আছে, তাহার টাকা কোথা হইতে পাওয়া যায়? কিম্বা যদি কি জানি মন্দটাই হয়, যদি কিছু দণ্ডই লাগে, তবে তো আগে হইতে তাহার জোগাড় করা চাই। তৎক্ষণাৎ দণ্ড দিতে না পারিলে তো জেলে যাইতে হইবে, এই জন্য আগে হইতেই ইহার উপায় করা আবশ্যক। কিন্তু দণ্ড দিতে হইলেও দশ বার টাকার অধিক তো আর কোন মতেই দণ্ড লাগিবার সম্ভাবনা নাই। দণ্ডের টাকার জন্য তবে ভাবনার প্রয়োজন কি, এখন উকিল ব্যারিষ্টারদের টাকাটা জোগাড় করিতে পারিলেই হয়, তাহা আবার আগেই দিতে হইবে, সে কিছু ২০০ শত টাকার কম কোন মতেই হইবে না। কিন্তু অত

টাঁকা এখন প্রমোদ কোথায় পান? ইহাতেই প্রমোদ একটু চিন্তিত হইলেন, কিন্তু শেষ কোন উপায়ই না পাইয়া কনকের কাছে অগত্যা তাহা চাহিয়া পাঠাইলেন। যামিনীর নিকট ধার চাহিতে তিনি লজ্জায় কোন মতে পারিয়া উঠিলেন না। আর ধার করিলেও তো তাহার টাকা শীঘ্র শোধ করিতে হইবে, সেই তো কনকের নিকট চাহিতে হইবেই, তবে একেবারে চাহাই যুক্তিসিদ্ধ ভাবিয়া প্রমোদ কনককে টাকা পাঠাইতে লিখিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স্নেহের পুরস্কার।

কলিকাতা আসিয়া অবধি প্রমোদ মাঝে মাঝে কনকের নিকট দশ বার টাকা করিয়া চাহিয়া পাঠাইতেন। যামিনীনাথ তাঁহাকে যেরূপ পাইয়া বসিয়াছিলেন তাহাতে প্রমোদের আপন ব্যয়েরই অর্থ কুলাইয়া ওঠা ভার হইত। ধনশালী বলিয়া প্রমোদের খ্যাতি আছে, সুতরাং তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিবার ইচ্ছায় যামিনীনাথ আজ থিয়াটারে চল, আজ হোটেলে খানা দেও, আজ সারকস দেখিয়া আসি,

এইরূপ ধরিয়া পড়িতেন, প্রমোদেরও ধনশালী বলিয়া মনে মনে একটু অহঙ্কার আছে, তিনিও সহজে সে নামটি খোয়াইতে চাহিতেন না। লজ্জার খাতিরে অগত্যা যামিনী বাবুর কথাগুলি রাখিতে হইত। সুশীলার নিকট হইতে প্রমোদ কলিকাতায় থাকিবার যে খরচ পাইতেন সে অর্থে এইরূপ ব্যয় কুলাইয়া উঠিত না। আজ হাতে টাকা নাই অথচ যামিনী আসিয়া বলিলেন থিয়েটার যাইতে হইবে, আত্মাভিমানীদের "না" বলিতে অপমান বোধ হয়, প্রমোদ আত্মাভিমানী, হাতে যে টাকা আছে তাহাতে সেই দিনকার থিয়েটার দেখা চলে, কিন্তু পরে কলেজের মাহিয়ানা চাই, অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচ চাই; সুশীলার নিকট চাহিলেও আর অধিক টাকা পাইবার আশা নাই; সুশীলার বিশ্বাস বেশী টাকা হাতে পাইলেই ছেলেদের স্বভাব বিগড়িয়া যায়, তাঁহার নিকট চাহিলে টাকা দেওয়া দূরে থাকুক বরং প্রমোদের স্বভাবের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইতেন। কি করেন, প্রমোদ আবশ্যক হইলেই চুপে চুপে অগত্যা কনককে পত্র লিখিতেন, কনক কষ্টে যে কোন প্রকারেই হউক প্রমোদকে টাকা পাঠাইত। কিন্তু সেই টাকার জোগাড় করিতে কনকের যে কিরূপ মাথা কাটাকুটি করিতে হইত, জানিলে হয়তো প্রমোদেরও মায়া হইত, আপন খরচ বিষয়ে হয়তো তিনি সাবধান হইতেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কনক কথনো সে কষ্টের কথা প্রমোদকে বলে নাই। কনক মাসে যে

১৫ টাকা করিয়া সুশীলার নিকট হইতে জলপানী পাইত, সেই টাকাগুলি না খাইয়া ভ্রাতার নিকট পাঠাইত তাহা ছাড়া রাত্রি জাগিয়া সেলাই করিত এবং গোপনে তাহা বিক্রয় করিয়া টাকা গুলি ভ্রাতাকে পাঠাইত।

বিশ, পঁচিশ টাকা বলিয়া যেন কনক কষ্টে স্বষ্টে ভাইকে তাহা যোগাইত, কিন্তু এবার যে প্রমোদ হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া একেবারে ২০০ টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহা এখন কনক কোথা হইতে কেমন করিয়া দিবে? অথচ না দিলেই নয়, প্রমোদ লিখিয়াছেন টাকা না পাইলে তাঁহাকে জেলেও যাইতে হইতে পারে, কি ভয়ানক! বালিকা বেচারী তো ভাবিয়া আকুল হইল। সুশীলার নিকটেও কিছু সে টাকা চাহিবার যো নাই, তাহা আবার প্রমোদের নিষেধ। প্রমোদ জানিতেন কনকের কাছে টাকা চাহিলেই পাইবেন, এমন স্থলে আপনার মার-পিঠ এবং সেই হেতু মকদ্দমা হেঙ্গামের কথা যদি না জানাইয়াই চলিয়া যায় তো প্রমোদ তাহা আর সুশীলাকে জানাইবার ইচ্ছা করিবেন কেন? কিন্তু কনক যে কত কষ্ট করিয়া টাকা পাঠায় তাহা প্রমোদ জানিতেন না। টাকা চাহিলেই তিনি পান, তিনি কেবল এই মাত্র জানিতেন। তাহা যে কনক কোথা হইতে কেমন করিয়া কত কষ্টে জোগায় প্রমোদের তাহা ভাবিবার আবশ্যকও বোধ হইত না। তবে একবার কখনো দৈবাৎ যদি এ কথাটি মনে আসিত, যখন মনে হইত বিনা কষ্টে কনকের টাকা পাঠানোর সম্ভাবনা নাই,

তখন প্রমোদ মনে করিতেন ভবিষ্যতে তিনি আর টাকা চাহিবেন না, এবার হইতে মিতব্যয়ী হইবেন, কিন্তু কিছু পরেই আবার সে কথা ভুলিয়া যাইতেন। অন্য বারের ন্যায় এবারেও প্রমোদ চাহিবার সময় ভাবিলেন এবার ছাড়া আর তিনি কনকের নিকট টাকা চাহিবেন না।

এদিকে বালিকা কনকের আর দুঃখের সীমা নাই। কি উপায়ে সে এবার ভ্রাতাকে রক্ষা করিবে?

রাত্রি দ্বিপ্রহর, নিস্তব্ধ অন্ধকারময় পৃথিবী খদ্যোতিকা-মালায় রঞ্জিত, আর উপরে নীল অনন্ত আকাশ তারকা-মালায় খচিত। সেই তারা-খচিত আকাশের পানে চাহিয়া বালিকা কনক কাঁদিতেছিল, তাহার দুঃখ সেই জানে, সে দুঃখ কাহারো কাছে বলিবার নয়, কাহারো কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে না পারিয়া বালিকা নির্ব্বাক তারাদলের নিকট হৃদয় খুলিয়া কাঁদিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা উঠিল, আবার গৃহে প্রবেশ করিল, একটী দীপের নিকট আসিয়া হস্তস্থিত একখানি পত্র লইয়া আবার পড়িতে লাগিল—

"ভাই কনক,"

"অতিশয় বিপদে পড়িয়াছি, তুমি বই আমার আর উপায় নাই। ২০০ শত টাকা চিঠি পাইবা মাত্রে নিশ্চয়ই পাঠা-ইবে, তা না হইলে হয়তো জেলে যাইতে হইবে। কনক, এইবার ভাই আর একবার স্নেহময়ী ভগিনীর কাজ

এইবার শেষবার, আর তোমাকে এরূপ কথা বলিব না। আর সকল কথা পরে লিখিব।

তোমার স্নেহময় প্রমোদ।—

পুঃ

দেখ ভাই মাকে এ সকল কথা কিছু বলিও না।

প্রমোদ।”

কনক কতবার চিটিখানি পড়িল, কতবার অশ্রুজল মুছিল। কি উপায়ে ২০০ শত টাকা সে প্রমোদকে পাঠাইতে পারে, কি করিয়া প্রমোদকে বাঁচাইবে, তাহার কতই উপায় খুজিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, নিরুপায় বালিকা অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই গোপনে আপনার সেলাইগুলি, এবং আপনার রেশমী ও জরীর দামী সাড়ি কয়েক খানি লইয়া, তাহার একজন বিশ্বাসী দাসীকে উঠাইয়া গোপনে সেইগুলি বিক্রয়ের জন্য দিল। কিন্তু বিক্রয় কবে হইবে? মনে করিলেই কিছু বিক্রয় হয় না, এদিকে আজই টাকা না পাঠাইলে নয়। তবে আপাততঃ কি করিয়া টাকা পাওয়া যায়? বালিকা ভাবিতে ভাবিতে গৃহ-বহিস্কৃত হইয়া উদ্যানে আসিয়া হতাশ চিত্তে একটি বৃক্ষতলে আসিয়া বসিল। সহসা তাহার মুখকান্তি যেন উজ্জ্বল উঠিল। সহসা তাহার হৃদয়ে যেন আশার উদয় হইল। সেই বৃক্ষতলে সে একখানি নোটের মত কাগজ দেখিতে পাইল। কাগজ খানি হস্তে তুলিয়া দেখিল, উহা এক শত টাকার একখানি নোট। হর্ষোচ্ছাসে

বালিকার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, সে ভাবিল উহা ঈশ্বর-প্রেরিত, কনকের দুঃখ নিবারণ করিতেই ঈশ্বর তাহাকে তাহা দিলেন। ইহা ভাবিয়া তাহা লওয়া ন্যায়সঙ্গত কি অন্যায় তাহা আর এই সময় তাহার মনেও আসিল না। ঐ নোট লইয়া পরে সে কত বিপদে পড়িতে পারে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা ভাবিল না। ঈশ্বর-প্রেরিত জ্ঞানে সে সেই নোট খানি লইয়া এবং আপন দ্রব্যসামগ্রী অর্দ্ধদামে বিক্রয় করিয়া জোড়ে তাড়ে দুই শত টাকা করিয়া সেই দিনই প্রমোদকে পাঠাইল।

পাঠান হইলে তখন তাহার মনে হইল যে যদি নোটখানি আর কাহারো হয়, যদি আমাদের বাগানে কেহ হারাইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিল তাহার এখনোতো অন্যান্য দামী সাড়ি সকল বিক্রয় হয় নাই। তাহা বিক্রয় হইলেই সে এই নোট কুড়াইয়া পাইবার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবে, এবং যাহার নোট তাহাকে একশত টাকা দিবে। এদিকে সেই দিনেই সেই নোটখানির খোঁজ পড়িল। সুশীলা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে উদ্যানে বেড়াইতে গিয়া সেই নোটখানি হারাইয়া আসিয়াছিলেন। অঞ্চলে তখন ঐ নোট বাঁধা ছিল। উত্তমরূপে বাঁধা ছিল না বলিয়াই হোক কিম্বা যে কারণেই হউক, তাহা অঞ্চল হইতে খসিয়া উদ্যানে পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু নোটের কথা সুশীলা একেবারেই সে দিন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ পরদিন কাপড় ছাড়িবার সময় সে কথা মনে পড়িল।

তখন বাড়ীর সমস্ত দাস দাসীদিগকে লইয়া বিলক্ষণ পিড়াপিড়ি চলিতে লাগিল। বেচারিদিগের ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেল, তাহাদের ভয় যে বিনা দোষে আজ না জানি কাহাকে চোর বলিয়া ধরা হয়। এরূপ অবস্থায় যেরূপ হইয়া থাকে, সুশীলা একজন নির্দ্দোষী দাসকে তন্ত্র মন্ত্র ও ন্যায় শাস্ত্র খাটাইয়া নিশ্চয়ই দোষী বলিয়া স্থির করিলেন। সুশীলার প্রশ্নে সে ঠিক নির্ভয়ে উত্তর দিতে পারে নাই অনেক বার তাহার কথা বাধিয়া গিয়াছে, কথার অনেক ব্যতিক্রম করিয়াছে, সকল অপেক্ষা তাহার মুখ অধিক শুকাইয়া গিয়াছে, ইহা সকলি তো চোরের লক্ষণ—ইহা হইতে আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক কি? তিনি সেই ভৃত্যকে পুলিসে পাঠাইতে সঙ্কল্প করিলেন। এ দিকে এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কনকের তো প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, সে কি বলিয়া আপনার দোষ এখন স্বীকার করে, তাহাই ভাবিতেছিল, তাহার জন্য আর একজন নির্দ্দোষীর শাস্তি হইতেছে দেখিয়া সে এখন কি প্রকারে মৌন থাকিবে? কনক ভয়ে ভয়ে সুশীলার নিকটে আসিয়া মুক্ত কণ্ঠে আপনার দোষ স্বীকার করিল। সুশীলা তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি নোট লইয়া কি করিলে? আর একথা তবে এতক্ষণ বল নাই কেন?"

বালিকা বলিল "আমি তাহা খরচ করিয়াছি, তাই ভয়ে বলিতে পারি নাই। কিন্তু আমি স্থির করিয়াছিলাম শোধ দেবার মত হাতে টাকা হইলেই আমি

এ কথা বলিব এবং যাহার টাকা তাহাকে দিব।" নোট খানি কনক খরচ করিয়াছে শুনিয়া সুশীলা আরো আশ্চর্য্য হইলেন। কনক তাহার ইচ্ছামত খরচ করিবার জন্য মাসিক যে ১৫ টাকা করিয়া পাইত তাহার পক্ষে তাহাই যে যথেষ্ট। কনক ত আপনিই পূর্ব্বে সুশীলাকে বলিয়াছিল সে যে টাকা পায় তাহা হইতে তাহার অনেক জমে, অথচ কনক একশত টাকা তবে কিসে খরচ করিল? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন;

"এক শত টাকা কিসে খরচ করিলে?" ইহার উত্তর কনক কি দিবে? তাহাকে মৌন দেখিয়া সুশীলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন;

"কিসে খরচ করিলে?" কনক ভাবিল, প্যায়ে ধরিয়া বলি "আর এরূপ কর্ম্ম কখনো করিব না, কিন্তু কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।" সে ধীরে ধীরে সজলনেত্রে কম্পিত হস্তে সুশীলার পাদস্পর্শ করিল। ধীরে ধীরে অস্ফুটস্বরে "আর করিব না"—এইটুক পর্য্যন্ত বলিয়াই চুপ করিল, ভয়ে, লজ্জায় আর মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। বিরক্ত ভাবে চরণ সরাইয়া লইয়া সুশীলা আরো দুই একবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কনক সেইরূপ নিস্পন্দ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল মাত্র। ভয়ে সে এতদূর অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল যে বোধ হয় বাতাসের ঈষৎ আঘাতেও পড়িয়া যাইত। সুশীলা ভাবিলেন "কনক কি না জানি নিন্দনীয় কর্ম্মে

এই টাকা ব্যয় করিয়াছে, তাই ভয়ে সে কথা বলিতে পারিতেছে না।” তিনি কনকের সমস্ত ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। প্রথমতঃ নোট কুড়াইয়া পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে না বলাই যথেষ্ট দোষ হইয়াছিল, তাহার পর আবার সেই নোট খরচ করিয়াছে, আবার তাহা অন্যায় কার্য্যে খরচ করিয়াছে; অন্যায় স্বীকার করিলেও তবু হইত, কনক তাহাও করিল না, এত জিজ্ঞাসাতেও তাহা বলিল না। “কনক কি গুরুতর অপরাধে অপরাধী! কয় মাস পূর্ব্বে কনক যে দোষ করিয়াছিল, এবার তাহা হইতে সহস্র গুণে গুরুতর দোষে দোষী। এবং ইহার মধ্যে আরো কত দোষ করিয়াছে কে জানে? দুইবার ধরা পড়িল মাত্র। ধরা না পড়িলে কনক তো তাহার দোষ লুকাইয়া রাখিত।” সুশীলা কনককে অসচ্চরিত্র বলিয়া জ্ঞান করিলেন। সুশীলা ভাবিলেন “কনক চোর, কনক মিথ্যাবাদী, কনকের গুরুভক্তি নাই, কনকের ঈশ্বরে ভক্তি নাই, কনক ঘোর পামর, ঈশ্বরে ভক্তির অভাবই কনকের যত দোষের মূল। ঈশ্বরে মন থাকিলে কখনই কনক অন্যায় কার্য্য করিতে পারিত না।” তাহার স্বভাব কি করিয়া ভাল করিবেন সেই বিষয়ে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কনকের মূর্ত্তি পর্য্যন্ত এখন তাঁহার চক্ষে কুটিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার নম্র বিষাদময় মূর্ত্তি তিনি চক্রান্ত-ভাবপূর্ণ দেখিলেন। কনকের আন্তরিক ভাব তাহার মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায় না, ইহাতে তাহাকে আরো

গভীরতর মন্দ লোক বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি বুঝি-লেন, কনকের মাতা কনকের গুণেই তাহাকে ভাল বাসি-তেন না। তাঁহার কিছুমাত্র দোষ নাই। কনককে মায়া করা সুশীলার অন্যায় হইয়াছিল। কনক 'মিট মিটে ডাইন।'

কনকের দোষের নিমিত্ত তাহাকে কি শাস্তি দিবেন তাহা স্থির করিতে সুশীলার মুস্কিল লাগিল। অবশেষে এই আজ্ঞা করিলেন, ক্রমাগত বার দিন ধরিয়া, একাকী একটি গৃহে তাহার পাপের মার্জ্জনা চাহিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। বার দিন সে কাহারো সহিত কথা কহিতে পারিবে না, আহারের সময় দাস দাসীরা সেই গৃহে আহার দিয়া আসিবে, রাত্রেও তাহার গৃহে আলো জ্বলিবে না। এই নিয়মে কনক সেই দিন হইতে বার দিনের জন্য কারারুদ্ধ হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এই সে।

এ দিকে নালিসের বিচারের দিন উপস্থিত হইল। প্রমোদ ও যামিনীনাথ অন্য দুই একজন বন্ধুর সহিত আলি-

পুরের বিচারালয়ে যাত্রা করিলেন। আলিপুরে একজন বাঙ্গালী ডিপুটী মেজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হইবে। বিচার আরম্ভ হইল, আসামী ফরিয়াদী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। উভয়ের পক্ষের উকীল ও সাক্ষীরা যাহা বলিবার বলিতে লাগিল।

কিন্তু প্রমোদ এখন স্থিরচক্ষু, চিন্তামগ্ন, প্রমোদের কানে সে সকল কথা কিছুই প্রবেশ করিতেছিল না, প্রমোদ বদ্ধদৃষ্টি হইয়া বিচারকের পানেই চাহিয়াছিলেন, যেন বিচারককে তিনি আগে কোথায় দেখিয়াছেন, যেন সে মুখ তাঁহার পরিচিত অথচ তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন না। তিনি তখন পার্শ্বস্থ যামিনীনাথকে বিচারকের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন তাঁহার নাম হিরণ্কুমার। অমনি সহসা তিনি বিচারককে চিনিতে পারিলেন, চিনিলেন বিচারক তাঁহার সেই পূর্ব্বপরিচিত হিরণকুমার। সেই ছেলেবেলায় যাহার কাছে প্রমোদ অপমানিত হইয়াছিলেন, যে হিরণকুমার তাঁহাকে কাঁদাইয়াছিল—এই সেই হিরণ্কুমার; প্রমোদ আর কখনো ওরূপ স্থলে কাঁদেন নাই, সেই জন্য তাঁহার সেই ছেলেবেলার ঘটনাটী শিরায় শিরায় বিঁধিয়াছিল। প্রমোদ সেই বাল্য ঘটনাটি মনের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, চিন্তা-স্রোতে তখন তাঁহার হৃদয় তরঙ্গিত হইতে লাগিল; তখন আর তাঁহার কর্ণে কেমন করিয়া অন্য কথা প্রবেশ করিবে? প্রমোদ কিছু সেরূপ প্রতিহিংসা-পরতন্ত্র ছিলেন না সেই ঘটনাটি মনে রাখিয়া যে প্রমোদ হিরণের প্রতি চিরশত্রুতা

পণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু প্রমোদ সেই প্রথম বার দেখা হওয়া পর্য্যন্ত হিরণকে আর কেমন দেখিতে পারিতেন না। এক এক জনকে দেখিবামাত্রেই কেমন অকারণে বিদ্বেষ জন্মে, প্রমোদেরও হিরণের সম্পর্কে সেই রূপ হইয়াছিল। বিচারপতিকে চিনিতে পারিয়াই প্রমোদ যেন কিছু দমিয়া গেলেন. তাঁহার সেই পূর্ব্বের স্ফূর্ত্তির ভাব আর তেমন রহিল না। কে জানে কেন তাঁহার নিশ্চয় মনে হইল তিনি মকদ্দামায় হারিবেন, তাঁহার কোন দোষ সপ্রমাণ না হইলেও হিরণ তাঁহাকে শাস্তি দিবেন। বাস্তবিক, বিচারে যামিনীর সহিত প্রমোদেরও দোষ সপ্রমাণ হইল। হিরণকুমার যামিনীর একশত এবং প্রমোদের ৫০ টাকা দণ্ডের আদেশ করিলেন। এদিকে প্রমোদ মনেই করেন নাই যে তাঁহার দোষ সিদ্ধান্ত হইবে আর নিতান্তই যদি হয় তাহা হইলেও যে ১০।১৫ টাকার অধিক দণ্ড হইবে তাহাও তাঁহার স্বপ্নের অগোচর ছিল, সুতরাং তিনি ২০ টাকার একখানি নোট ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে আনেন নাই। এখন একেবারে ৫০ টাকা শুনিয়া তিনি যেমন বিপদে পড়িলেন তেমনি হিরণের নিতান্ত অবিচার মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধও হইলেন। তিনি ভাবিলেন হিরণকুমার তাঁহাকে চিনিয়াই এইরূপ অবিচার করিলেন; কিন্তু বাস্তবিক হিরণ তাঁহাকে চিনিতেও পারেন নাই। যখন হিরণ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তখন প্রমোদ দশম বর্ষীয় বালকমাত্র, এখন এই যৌবনাবস্থায় প্রমোদ তাঁহা

হইতে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। যাহা হউক তখনি তো দণ্ডের টাকা দিতেই হইবে, নহিলে তো আর উপায় নাই, অগত্যা তাহা যামিনীর নিকট ধার করিয়া প্রমোদকে দিতে হইল। কিন্তু তাহাতে প্রমোদ অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন, এবং হিরণের প্রতি তাঁহার বদ্ধ-মূল ঘৃণা জন্মিল। ক্রুদ্ধ ও অপমানিত চিত্তে মনে মনে হিরণকুমারের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে প্রমোদ যামিনীর সহিত তাঁহার বাটী গেলেন; সেখানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তাঁহার নিকট হিরণের প্রতি মনের ক্রোধ প্রকাশ করিয়া যেন কিছু শান্ত হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন সন্দেহ।

সেখান হইতে অপরাহ্নে প্রমোদ পদব্রজে আপন বাটী অভিমুখে গমন করিতে ছিলেন। সচরাচর ধনাঢ্য-সন্তানেরা পদব্রজে চলিতে যেরূপ অপমান মনে করেন, প্রমোদ তাহা করিতেন না। রৌদ্র কিম্বা বৃষ্টিবশতঃ বিশেষ প্রয়োজন না হইলে, সকালে বিকালে কোথাও যাই-

বার সময় প্রমোদ প্রায়ই পদব্রজে গমন করিতেন, হাঁটিয়া যাইতে তাঁহার বিশেষ আমোদ বোধ হইত। এবিষয়ে তিনি কলিকাতার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেন নাই।

যদিও হিরণের অবিচার-জনিত ক্রোধ অনেক কমিয়া আসিয়াছিল তথাপি এখনো প্রমোদের সদা-স্ফূর্ত্তিময় মুখ কিছু ম্লান, কিছু চিন্তাযুক্ত। বিচারের ফলাফল জানিতে সমস্ত দিন ঔৎসুক্যে থাকা প্রযুক্ত শেষে পরাজিত হইয়া এখন যেন প্রমোদ কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, মূর্ত্তি যেন জড়তাময়; বিচারের কথা প্রমোদের মন হইতে এখনো অন্তর্হিত হয় নাই। প্রমোদ একাকী একমনে কত কি ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিলেন। মাঝে মাঝে এক একবার সেই বনবালামূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে চমকিয়া যাইতেছিল, প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গেই যেন সে মূর্ত্তি কোন না কোন প্রকারে জড়িত। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীর সহিত সেই রাত্রের কথোপকথন মনে পড়িতে ছিল; কি অন্যায় দোষেই সন্ন্যাসী তাঁহাকে দোষী করিতেছেন, কি করিয়া তিনি তাহার সে সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবেন? নীরজার পিতার চক্ষে দোষী হইতে প্রমোদের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে একবার মনে হইল "সন্ন্যাসী বলিলেন আমার নামে মকদ্দমা আনিবেন, যদি সত্যই আনেন আর যদি হিরণকুমারের নিকট তাহার বিচার হয়? কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে নিশ্চয়ই হিরণ আমাকে

বিনা দোষে দোষী করিবে।" আবার ভাবিলেন, "কিন্তু এ ভয় বৃথা, মকদ্দমা হইলেও আলিপুরে কেন হইবে?" এইরূপ কত কি এদিক ওদিক ভাবিতে ভাবিতে প্রমোদ চৌরঙ্গির রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন শ্যামল-দূর্ব্বাদল-পূর্ণ মাঠে সুন্দর সুন্দর বালক বালিকারা খেলিতেছে, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য একেবারে পশ্চিম প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে। প্রমোদ একবার সেই বালক বালিকাদের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, একবার সেই অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; দেখিয়া প্রমোদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কত কথাই মন দিয়া চলিয়া গেল. তিনি যখন তাহার পর আর একবার সেই মাঠপানে চাহিলেন, দেখিলেন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রশ্মি সেই শ্যামলক্ষেত্র-প্রান্তরে জ্বলিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা-চূড়ায় জ্বলিতেছে; এবং সেই মাঠের দূর-প্রান্তে একজন শ্মশ্রুজটাধারী ব্যক্তির মুখে পড়িয়াছে। প্রমোদ নীরজার পিতাকে চিনিতে পারিলেন; চিনিয়া তাঁহার মুখ যেন কিছু হর্ষোৎফুল্ল হইল; তিনি সেই মাঠে সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন। হঠাৎ প্রমোদকে দেখিয়া সন্ন্যাসীও কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। প্রমোদ বলিলেন।

"মহাশয়, আপনার সহিত একটু বিশেষ কথা আছে।" নীরজার সম্বন্ধে কিছু হইতে পারে ভাবিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত মাঠের একটি নির্জ্জন প্রান্তে আসিলেন। তখন

প্রমোদ বলিলেন "মহাশয়, আপনাকে আমি খুঁজিতেছিলাম। দেখা পাইয়া যে আমি কত সুখী হইলাম কি বলিব।" সন্ন্যাসী অধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আমার সহিত তোমার আবার কি কথা আছে? নীরজাকে আমায় দিতে কি তবে মনস্থ করিয়াছ।"

প্র। "আপনি আর ঐ অবিশ্বাসের কথা বলিয়া আমাকে কষ্ট দিবেন না। আপনি জানেন না যে আমাকে দোষী ভাবিয়া আমার মনে কি কষ্ট দিতেছেন। কিন্তু আজ আমি সেই কষ্টের শান্তি করিব ;—নীরজার বিষয়ে আমি যাহা জানিয়াছি তাহা আপনাকে বলিব, আপনি শুনিলে আমাকে নিশ্চয়ই নির্দ্দোষী বিশ্বাস করিবেন।" সন্ন্যাসী উৎসুক ভাবে তাহা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমোদ বলিলেন।

"সেদিন হঠাৎ আমি জানিয়াছি নীরজা কোথা। এবার আপনি আপনার কন্যা পাইবেন।" সন্ন্যাসী উৎসুক ভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন

"সে কোথা আছে?" প্রমোদ তখন নীরজার রক্ষার বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া বলিলেন "আমি শুনিলাম নীরজার বিষয়ে যামিনীনাথ আপনাকে অনেক বার পত্র লিখিয়াছেন। আপনি তাহা না পাওয়াতেই দেখিতেছি যত গোল ঘটিয়াছে। যামিনীনাথের কাছে গেলেই আপনি যে সকল বৃত্তান্ত সমুদয় বিশেষরূপে শুনিতে পাইবেন।"

সন্ন্যাসী বিস্ময় সহকারে বলিলেন "যামিনীনাথ! যে

ব্যক্তি তোমার সহিত আমাদের অরণ্যে গিয়াছিল, যাহাকে তোমার সঙ্গে নীরজা একরাত্রি আশ্রয় দিয়াছিল, তাহার নামই না যামিনীনাথ? সে বলিতেছে নীরজাকে রক্ষা করিয়াছে? রক্ষা করিলে কি সে তাহাকে তাহার পিতাকে তখনি ফিরাইয়া দিত না? সংবাদ পর্য্যন্ত কি দিত না?

প্রমোদ বলিলেন "মহাশয় তাঁহাকে সন্দেহ করিবেন না, তিনি আপনাকে সংবাদ দিতে ত্রুটি করেন নাই, আপনি পান নাই।"

সন্ন্যাসী প্রমোদের কথায় কোন উত্তর করিলেন না। যামিনীনাথের পরিচয় শুনিয়া তিনি চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন। অনেক পরে প্রমোদের কথার উত্তর স্বরূপ বলিলেন "সংবাদ দিলে আমি পাইতাম না ইহা অসম্ভব।"

প্র। "না মহাশয়, আপনি আবার আর একজনকে অন্যায় দোষে দোষী করিতেছেন। যামিনীনাথই নীরজার উদ্ধারকর্ত্তা।" সন্ন্যাসী সে কথা না শুনিয়া আপন মনে প্রমোদকে বলিলেন "নীরজা কোথা, এত দিন তুমি তাহা জানিতে না?"

প্রমোদ। "না"

স। "অথচ যামিনী তোমার পরম বন্ধু?"

প্রমোদ একটু বিপদে পড়িয়া বলিলেন "মহাশয়, বন্ধু বটে, কিন্তু আমার সহিত তাঁর"—

সন্ন্যাসী প্রমোদকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন "তোমার আর কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই। যামিনীর

বাড়ী আমি এখনি চলিলাম। তাহার ও নীরজার কথা না শুনিয়া আমি নিশ্চয় একটা স্থির বুঝিতে এখন অক্ষম।”

এই বলিয়া সন্ন্যাসী যামিনীনাথের বাড়ী যাত্রা করিলেন। সন্ন্যাসী ভবানীপুরে একজন আত্মীয় ব্যক্তির সহিত নীরজার সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু নীরজার সন্ধান পাইয়া, আর সেখানে না গিয়া, যামিনীনাথের বাড়ীই যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হাসি মুখে বিষাদ।

সেই অপরাহ্নে যামিনীনাথের বাটীর অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের বৃক্ষলতাসমাকুল একটি নিভৃত প্রান্ত হইতে নীরজা বাহির হইল। নীরজার হস্তে একটি কাকাতুয়া, তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে নীরজা উদ্যানস্থ সরসীতে নামিয়া কতকগুলি পদ্ম এবং তাহার পাতা তুলিতে লাগিল। তখন সুনীল সরসীবারি মৃদু সমীর পরশে, তলতল ঢলঢল করিয়া কাঁপিতেছিল। কাঁপিয়া কমলদল কাঁপাইয়া মৃদু মৃদু তট চুম্বন করিয়া মৃদু মৃদু শব্দ করিতেছিল। তীরস্থিত একটি কামিনী বৃক্ষের অসংখ্য ফুলরাশি হইতে কখনো কখনো দুই একটি বায়ুস্খলিত কুসুম চৌদিকে বাস বিকীর্ণ করিতে

করিতে সরোবরে পড়িতেছিল; নীরজা ফুল তুলিতে তুলিতে এক একবার সেই স্খলিত কুসুমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল, এক একবার কাকাতুয়ার সঙ্গে গান গাহিয়া গাহিয়া কথা কহিতেছিল। গাহিতেছিল

চললো, কাননে যাইব দুজনে
জুড়াতে হৃদয় জ্বালা;
সজনিলো, আজি ফুলে ফুলে সাজি
কাটাব সারাটা বেলা;
তরু মূলে মূলে, ফুল তুলে তুলে,
কহিব মরম কথা;
গাহিব, লো, গান খুলিয়ে পরাণ,
ভুলিব সকল ব্যথা;
তুলিয়ে বকুলে পরাইব চুলে,
বেলায় করিব দুল,
উড়ায়ে ভ্রমরে, বোঁটা ধরে ধরে
তুলিব গোলাপ ফুল;
কিসের বেদনা, কিসের যাতনা,
কিসের হৃদয় জ্বালা?
দেখিব আজিকে হৃদয় আঁধার
ঘোচাতে পারি কি, বালা।

কয়েকটি পদ্ম এবং পদ্মপত্র তোলা হইলে গানটি গাহিতে গাহিতে নীরজা সরসী হইতে উঠিয়া কামিনী ফুলে অঞ্চল পূর্ণ করিল; চাঁপাবৃক্ষের নিকট গিয়া নিম্নমুখী শাখা হইতে

কতকগুলি চাঁপা পাড়িল, বকুলতলা হইতে কতকগুলি বকুল কুড়াইল, লতাবৃক্ষের নিকট আসিয়া কতকগুলি লতা ছিঁড়িল, শেষে কতকগুলি বেলা, মল্লিকা, গোলাপ তুলিয়া গোলাপের কাঁটা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, গানে কাকাতুয়ার সহিত কথা কহিতে কহিতে, আবার সেই বৃক্ষসমাকুল নিভৃত প্রান্তে গমন করিল।

আসিতে আসিতে গান রাখিয়া কাকাতুয়াকে বলিল "তুই আমার দুঃখ বুঝিস্? তোকে নিয়ে আজ আমার মনের জ্বালা জুড়াব" বলিয়া আবার গাহিতে গাহিতে সেই নিভৃত প্রান্তে গিয়া পদ্মপত্রে একটি শয্যা রচনা করিয়া সেই শয্যার চতুষ্পার্শ্বে ফুল সাজাইয়া কাকাতুয়াটিকে তথায় শোয়াইতে গেল। নীরজার হস্ত ছাড়িয়া কাকাতুয়া তখন কুসুমশয্যায় যাইতে চাহিবে কেন? সে অনিচ্ছা-প্রকাশক-স্বরে চীৎকার করিয়া তাহার হস্তে উঠিল। নীরজা তখন আবার তাহাকে সেই শয্যাতে শোয়াইতে চেষ্টা করিয়া বলিল

"বেশ বিছানা হয়েছে তুই শুয়ে থাক, আমি ততক্ষণ আমার মুরলীটিকে এই খানে নিয়ে আসি" কাকাতুয়া তাহার কথা বুঝিল না, সেই থান হইতে আবার তাহার হস্তে উঠিতে গেল। অমনি নীরজা তাহাকে একটি পদ্মপত্র দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, ছেলে ঘুম পাড়াইবার মত সেই খানে রাখিতে চেষ্টা করিল। কাকাতুয়া তাহাতে রাগিয়া নীরজার হস্তে চঞ্চু-আঘাত করিল। নীরজাও তাহাতে ঈষৎ

ক্রোধ দেখাইয়া কুসুম অঙ্গুলীতে ধীরে ধীরে তাহাকে মারিয়া বলিল

"তুই বড় অবোধ এই খানে শুয়ে থাক"

কাকাতুয়া তাহা শুনিল না, আবার তাহার হস্তে উঠিয়া আসিল। তখন নীরজা আর তাহাকে শোয়াইতে চেষ্টা না করিয়া বলিল

"আহা এ বিছানা বুঝি তোর ভাল লাগলো না? কবে কাকাতুয়া আমি সেই অরণ্যে যাব বল দেখি? তাহলে তোকে কত ভাল ভাল পাতার বিছানা ক'রে দেব, সে সব তো এখানে নাই" কাকাতুয়া তাহার আদর বুঝিয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া 'কাকাতুয়া' 'কাকাতুয়া' করিল, নীরজা বুঝিল কাকাতুয়া তাহার ব্যথায় ব্যথী। এই সময় যামিনীনাথ সমস্ত উদ্যানটি খুঁজিতে খুঁজিতে এই খানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া কাকাতুয়ার সহিত নীরজার গল্প শুনিতে লাগিলেন। নীরজা মুখ তুলিয়া একবার যামিনীনাথকে দেখিল, একটু ছেলে মানুষের মত হাসিল, কিন্তু তাঁহার সহিত কথা না কহিয়া আবার মুখ নত করিয়া কাকাতুয়ার সহিত কথা কহিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ যামিনী মৌন ভাবে থাকিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন "নীরজা এত গল্প কাহার সঙ্গে?"

নীরজা মুখ নত করিয়াই বলিল "কেন? আমার সখীর সঙ্গে?"

"কাকাতুয়া সুরী এরাই কি নীরজা চিরকাল তোমার

সখী থাকিবে? আমায় কি মনের কথা খুলিবে না” বলিয়া যামিনীনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া আবার মৌন হইয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ গেল তথাপি নীরজা কথা কহিল না দেখিয়া আবার তখন আর একবার মৌন ভঙ্গ করিয়া যামিনী বলিলেন “নীরজা আমাকে আর কতদিন এরূপ যাতনা সহিতে হইবে?”

নী। “কাকাতুয়াটা বুঝি ঘুমালো?—তোমার যন্ত্রণা? কেন? কি যন্ত্রণা?”

যা। “কতকাল আমার মনোরথ আর অপূর্ণ থাকিবে?”

নী। “এই যন্ত্রণা? দেখ, আমাদের অরণ্যে তো এমন বড় মল্লিকা ছিল না কিন্তু আমার বোধ হয় এর চেয়ে সে গুলি তবু ভাল।”

যা। “নীরজা আমার কষ্টে কি তোমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় না? আমার এমন জিজ্ঞাসার উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না!”

নী। “অঁ্যা অঁ্যা? আমি এই মল্লিকাটি দেখতে বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ছিলেম। আমাদের কুটীরের চার ধারে এত মল্লিকা ফুট্‌তো কি আর বলব? পিতা কি আমাদের শেষ চিঠিখানি পেয়েছেন মনে কর? সে চিঠি পেয়ে উত্তর দিলে কিম্বা তিনি এলে কত দিনে এখানে পৌছবেন বল দেখি; আহা, কত দিনে সেই কুটীরে গিয়ে আগেকার মত বেড়াব!”

যা। “তোমার ইচ্ছার মত কাজ করিতে আমার তো

বিন্দু মাত্র ত্রুটি নাই। তোমার পিতাকে যে কত চিঠি লিখেছি তাতো জান?”

নী। “আমার কি সব কথাই তুমি শুনেছ? তা’হ’লে এতদিন কেন সেই অরণ্যে আমাকে রেখে এলে না? ‘কাকাতুয়া’ আমার সঙ্গে তুই যাবি? বল্‌না? যাবিতো?” ‘কাকাতুয়া’ আবার তাহার মুখ পানে চাহিয়া ‘কাকাতুয়া’ ‘কাকাতুয়া’ করিল। নীরজা বুঝিল কাকাতুয়া যাইবে। যামিনী বলিলেন “ছি! তুমি ঐ কথাটি লয়ে আমার মনে মিছেমিছি কষ্ট দেবে? তুমি কি জাননা তোমার কথাটি রাখতে পারলেম না বলে কত কষ্ট হয়েছে? কিন্তু কি করব’ এখানে কাজে এমনি ব্যস্ত আছি যে কলিকাতা ছেড়ে আমার একদিনের জন্যও যাবার যো নাই। কিন্তু আমি তোমাকে দস্যুদের হাত হতে রক্ষা করলেম, সুধু তা নয়, তোমার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করেছি, তুমি তার পরিবর্ত্তে আমার কথার উত্তর পর্য্যন্ত দেও না?”

নী। “কথার উত্তর আমার কখন দিইনে? আহা, আমার সেই হরিণটা যে কেমন ছিল, বাবা নৈমিষারণ্য হতে এনে দিয়েছিলেন। সেটি থাকলে কেমন কাকাতুয়ার সঙ্গে খেলা করিত! কিন্তু না, না, ভুলে গেছি, তুমি কি বলছিলে বল?”

যা। “আমার এমনি অদৃষ্ট, তোমার মনের কথা এখনো বুঝিতে পারিলাম না, আমি হতভাগা, আমি দুর্ভাগা, আমার মরণই ভাল।”

নী। "ও কি! ও কথা কেন? বলনা তোমার কি মনোরথ?"

যা। "কত দিন আর বিবাহ করিতে দেরি করিবে?"

নী। "আচ্ছা তুমি এ কাকাতুয়াটি কোথা পেলে?" যামিনী বিষাদার্দ্রস্বরে বলিলেন

"নীরজা এই কি আমার কথার উত্তর?"

নীরজা কিছু অপ্রতিভ ভাবে বলিল "না, না, আর আমি কাকাতুয়ার পানে চাইব না তা হ'লে কেমন অন্যমনা হয়ে পড়ি, এবার তুমি বল।"

যামিনী আবার বলিলেন "নীরজা বিবাহে আর কত দেরি করিবে?"

নী। "কেন এক বৎসর?"

যা। "এক বৎসরই যে এক যুগ" নীরজা হাসিয়া বলিল "তা কি করে হবে! আমি শাস্ত্রে পড়েছি ১২ বৎসরে এক যুগ।"

যা। "নীরজা তুমি বড় নিষ্ঠুর, যদি বিবাহই করিবে তো এক বৎসর আবার বিলম্ব কেন"

নী। "এক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই পিতা আসবেন তখন আমাকে নিয়ে তাঁর যা ইচ্ছা করবেন, তা না আসেন তখন তোমার হব।"

যা। "আমি তোমাকে দস্যুহস্ত হ'তে মুক্ত করলেম প্রত্যুপকারে তুমি আমার এই কথাটি রাখিবে না? সুনীরি, তুমি বড় কৃতঘ্ন।" নীরজার ভ্রূধনু ঈষৎ কুঞ্চিত হইল,

মুক্তাদন্তে অধর ঈষৎ চাপিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "আমি কৃতঘ্ন! অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছি, আমি কৃতঘ্ন!"

যা। "তোমার বিবাহে ইচ্ছা নাই, ইহাই যে কৃতঘ্নতা, এত ভাল বাসিতেছি অথচ তাহার প্রতিদান নাই ইহাই তো কৃতঘ্নতা।"

নী। "কে বলিল আমি তোমাকে ভাল বাসিনা। আমার বোধ হয় পিতার নীচেই তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার সহোদর হইলেও তোমাকে ইহার অপেক্ষা ভাল বাসিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।"

যা। "এ তো সব কথার কথা। তুমি যদি সত্য সত্য আমাকে ভাল বাসিতে তা হ'লে এক বৎসরও কি আর বিলম্ব করিতে চাহিতে? আমি তোমার ঐ বিশাল চক্ষুর মোহন দৃষ্টি যতই দেখিতেছি ততই মনে হইতেছে একবৎসর আমার পক্ষে একযুগ।"

নী। "কই, আমার তো তা মনে হয় না।"

যা। "আমার বেলা হয় না, কিন্তু প্রমোদ হোলে হইত।"

নীরজা যদিও প্রমোদের কথা যামিনীকে কিছুই বলে নাই, তথাপি যামিনী মনে মনে সন্দেহ করিতেন নীরজা প্রমোদকে ভালবাসে। কিন্তু সে কথা কখনো তাহাকে ফুটিয়া বলেন নাই। আজ এই সব কথায়, মনের বেগভরে এই কথাটি আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নীরজাও তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া আপনার মনে বলিল

"প্রমোদ—প্রমোদ আবার কবে এখানে আসিবেন ?"

যা। "প্রমোদ এখানে আসুন না আসুন তোমার তাতে কি ?"

নী। "কেন ? তাঁহাকে এক-একবার দেখিতে ইচ্ছা—"

যা। "আমার সম্মুখে ওসব কথা বলিতে তোমার লজ্জা বোধ হোল না ?"

নী। লজ্জা! এতে লজ্জা! কেন, একি কোন দোষের কথা ?"

যা। "লজ্জাহীনা! কৃতঘ্ন! আমি বুঝিতে পারিয়াছি—"

নী। "আবার তুমি বলিবে আমি কৃতঘ্ন! যে আমি আজ কেবল মাত্র কৃতজ্ঞতার উপরোধেই তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছি—সেই আমি কৃতঘ্ন ?" বলিতে বলিতে নীরজার চক্ষুদ্বয় স্থির বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। যামিনী ঈষৎহাস্য, করিয়া বলিলেন "আমি দেখিতেছিলাম তোমার অঙ্গীকার হৃদয়ের না অধরের—"

যামিনীর কথা শেষ না হইতে হইতে এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল "এক জন সন্ন্যাসী আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে।" সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া যামিনী চমকিয়া উঠিলেন, বুঝিলেন সন্ন্যাসী নীরজার পিতা। যামিনী তখন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সংশয়।

যামিনীনাথ দেখিলেন সন্ন্যাসী নীরজার সন্ধান জানিয়াছেন, এরূপ স্থলে তাঁহার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়া নীরজাকে গোপন করিতে কিম্বা বলপূর্ব্বক আটকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করা আর যুক্তিসিদ্ধ নহে। বুঝিলেন সে উপায়ে অভিপ্রায় সিদ্ধ বড় দুরূহ। তিনি তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিতে স্থির করিয়া দ্বারদেশ হইতে সন্ন্যাসীকে উপরে আনিতে আদেশ করিলেন। সন্ন্যাসী উপরে আসিলে তাঁহাকে সম্মান পূর্ব্বক বসিতে বলিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিলেন "মহাশয়, এখানে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন?" সন্ন্যাসী বলিলেন "বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া তোমাকে অগ্রেই বলা ভাল—আমি নীরজাকে লইতে আসিয়াছি।"

যা। "হাঁ, নীরজা বলিয়া একটি কন্যাকে আমি দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত করিয়া এখানে আশ্রয় দিয়াছি। কিন্তু আপনি অপরিচিত, আপনার নিকট কি করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিব।"

স। "আমি তোমার নিকট অপরিচিত, কিন্তু আমিই নীরজার পিতা।"

যামিনী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আপনিই নীরজার পিতা?"

স। "হাঁ, আমিই নীরজার পিতা; নীরজা আমারি ন্যায্যধন। আমা হইতে তাহাকে ছিন্ন করিয়া, পাষণ্ড, আমাকে কি কষ্টই না দিয়াছিস? দিন নাই, রাত্রি নাই, রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, নীরজার অনুসন্ধান করিয়া করিয়া কোথায় না ফিরিয়াছি? মনের ব্যাকুলতায় নির্দ্দোষীকে পর্য্যন্ত দোষী করিয়া অপরাধী হইয়াছি। পাষণ্ড, তোকে ইহার সমুচিত ফল পাইতে হইবে।" যামিনী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন "মহাশয় কি বলিতেছেন? আমি নীরজাকে আপনা হইতে ছিন্ন করিয়াছি!"

স। "নহিলে এখানে নীরজাকে রাখিবে কেন? যদি যথার্থই দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে, তাহা হইলে তাহাকে তাহার পিতার নিকট পঁহুছিয়া না দিয়া এখানে রাখিবে কেন? পাষণ্ড, নীরজা এখনিত দস্যুহস্তগত হইয়া রহিয়াছে—কিন্তু আমিই তাহাকে উদ্ধার করিব।"

যা। "কি আশ্চর্য্য! আমার এ উত্তম পুরস্কারই বটে! কোথায় নীরজার জীবন দান করিলাম বলিয়া আপনার প্রিয় পাত্র হইব, না আপনি আমাকেই মন্দ বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন! নীরজাকে আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য তাহাকে এখানে আনিয়া অবধি আপনাকে কানপুরে কত পত্র লিখিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই—দুর্ভাগ্য বশতঃ সেখানে না থাকায়, বোধ হইতেছে আপনি তাহা পান নাই; কিন্তু তাহাতে আমি কি করিব?"

স। "আমি বন্দবস্ত করিয়া আসিয়াছিলাম আমার

নামে যে কোন পত্র আসুক আমি লিখিলেই যেখানে থাকি পাঠাইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তো কানপুর হইতে এক খানি পত্রও ফেরত আসে নাই।"

যা। "তবে কি গোল হইয়াছে কি করিয়া বলিব—কিন্তু সেই জন্য কি আপনি আমাকে দোষী করিবেন? যদি বিশেষ কাজে কলিকাতায় না আটকা পড়িতাম তো আমি নিরজাকে নিশ্চয়ই এত দিন নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। তাহা না পারায় কাজেই আপনার জন্য অপেক্ষা করিতে হইতেছিল। যাহা হউক আমার এ উত্তম পুরস্কার বটে।" যামিনীর কথা শুনিয়া তাহার দোষের প্রতি সন্ন্যাসী বিচলিতমনা হইলেন। যামিনী তাহা বুঝিয়া আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন

"মহাশয়, আপনার কিসে সন্দেহ হইল আমি নীরজাকে হরণ করিয়াছি, তাহা বড় জানিতে ইচ্ছা করিতেছে। কেন না ভবিষ্যতে কাহারো উপকার করিতে গেলেও ভাবিয়া চিন্তিয়া অতি সাবধানে করিতে হইবে; উপকার করিলেও দেখিতেছি তাহার শাস্তি আছে, যথার্থই ভাল করিলে মন্দ হয়।" সন্ন্যাসী পূর্ব্ব হইতে একটু নরম হইয়া বলিলেন

"যুবা পুরুষেরা সৌন্দর্য্যে-মুগ্ধ হইয়া অতি গর্হিত কার্য্যেও অগ্রসর হয়।"

যা। "যদি তাহাই হইত তবে এত দিন কি আমি তাহাকে বিবাহ করিতাম না? একবার বিবাহ হইয়া

গেলে তবে আপনি আর কি করিতেন? যদি ভাবেন নীরজা আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মত বলিয়া তাহা হয় নাই—কিন্তু ভাবিয়া দেখুন নীরজা এখন আমার সম্পূর্ণ অধীনে, তাহাকে বল পূর্ব্বক বিবাহ করিলে সে কি করিতে পারিত? নীরজা অনাথা, আমি তাহার উপর যত ইচ্ছা অত্যাচার করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন আমি তাহাকে কিরূপ যত্ন করিয়াছি” যামিনীর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী অনেক নরম হইয়া আসিলেন। তাহার প্রতি যে সন্দেহ হইয়াছিল অনেক কমিয়া আসিল। যামিনী আপন কথার ফল বুঝিতে পারিয়া আবার বলিলেন

“মহাশয়, অন্যায় দোষে দোষী করিবেন না বরং নীরজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তাহা হইলেই যথার্থ অবস্থা সকল বুঝিতে পারিবেন।” সন্ন্যাসী বলিলেন

“যদি সত্যই তুমি নীরজাকে রক্ষা করিয়া থাক তাহা হইলে তোমাকে দোষী করা আমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। তুমিও তো ব্রাহ্মণ, তোমার হস্তে নীরজাকে সমর্পণ করিয়া আমার এ দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তুমি নীরজার উদ্ধারকর্ত্তা, নীরজা তোমারি প্রাপ্য।” শুনিয়া যামিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সবিনয়ে কহিলেন

“মহাশয়, আমি বহু কষ্টে নীরজাকে উদ্ধার করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি নীরজার যোগ্য পাত্র নহি। নীরজা

যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী তাহার উপযুক্ত পাত্র আমার চক্ষে তো পড়ে না। আমার উপর আপনি অত কৃপা করিলে আমাকে——"

স। "আমার নিকট আর অত বিনয়ী হইবার আবশ্যক নাই। সে যাহা হউক, কিন্তু একটি বিষয়ে আমি এথনো মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। তুমি এবং প্রমোদ বই অরণ্যে নীরজাকে কেহই দেখে নাই—তবে যদি তোমরা হরণ করিয়া না থাক তো কে করিল? তুমি না করিয়া থাক তবে প্রমোদ করিয়াছে।"

যামিনীনাথ এই কথায় থামিয়া থামিয়া হাত রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলেন "প্রমোদ! না না মহাশয় সে কি? সে কথনই না—কিন্তু প্রমোদ—প্রমোদ—না; আমার যে বিশ্বাস—উঃ তাওকি হ'তে পারে? কিন্তু—জগদীশ্বর! তুমিই জান—মানুষের মন।"

যামিনীনাথের কথার ভাবে বোধ হইল তিনি যেন ইহার কিছু জানেন, কিন্তু বলিতে অনিচ্ছুক। সন্ন্যাসী ইহাতে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া কন্যাকে দেখিতে চাহিলেন। যামিনী নীরজাকে অন্তঃপুর হইতে এইখানে লইয়া আসিলেন। এতদিন পরে পিতা কন্যায় সাক্ষাতে তাঁহাদের মনের ভাব এখন কি হইল, তাঁহাদের কি কথা বার্ত্তা হইল তাহা অনুভবের বিষয়, বর্ণনার নহে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সাধু না চোর ?

যামিনী এবং নীরজার সহিত কথা কহিবার পর যামিনী-কেও সন্ন্যাসীর নির্দ্দোষী মনে হইল ; তিনি শুনিলেন যে রাত্রে নীরজা অপহৃত হয় সে রাত্রে যামিনীনাথ কানপুরেই ছিলেন না।

"কিন্তু যদি যামিনীনাথ নির্দ্দোষী তবে দোষী কে ? প্রমোদ ? যামিনীনাথের কথার ভাবে মনে হয় যেন প্রমোদ ইহার মধ্যে আছেন আবার কিন্তু নীরজার কথামতে প্রমোদও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কিন্তু তাহা তো হইতেই পারে না ; এই দুই জনের মধ্যে এক জন তো নিশ্চয়ই দোষী হইবে। নীরজা বলে সে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু দস্যুরা কি লোভে নীরজাকে হরণ করিবে ? তাহার গাত্রেতো কিছুই অলঙ্কার ছিল না। ধনলোভ নহিলে কেবল সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া কি দস্যুরা নীরজাকে হরণ করিবে ? ইহা কি সম্ভব ? তাহা হইলে যামিনী ও প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই বা কেহ তাহাকে হরণ করিল না কেন ? আগে করিলেই বরং তাহা মনে হইত, এখন আর তাহা মনে করা যায় না। অবশ্য কোন ব্যক্তি ধন দ্বারা দস্যুক্রয় করিয়া আপন কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছে।

কিন্তু অপর কোন্ ব্যক্তিই বা তাহা করিবে? আর কেহই তো নীরজাকে অরণ্যে দেখে নাই। নীরজা ঐ অরণ্যে আছে আর কেহই তো তাহা জানিত না। এরূপ স্থলে যামিনী কিম্বা প্রমোদ নিশ্চয়ই দোষী। অথচ ইহাদের মধ্যে দু'জনকেই আবার নির্দ্দোষী মনে হইতেছে।"

সন্ন্যাসী ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি মহা সমস্যায় পড়িলেন। আপনি একাকী ইহার সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না দেখিয়া তিনি সে দিনের জন্য নীরজাকে যামিনীর বাড়ীতেই রাখিয়া অবিলম্বে ভবানী-পুরে তাঁহার সেই আত্মীয়টির বাটী গমন করিলেন; আত্মীয়টি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত হিরণকুমার ব্যতীত আর কেহই নহেন। সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া হিরণকুমারকে আদ্যোপান্ত সবিশেষ বলিলেন। হিরণকুমার সকল শুনিয়া বলিলেন "আপনার কথায় আমার যামিনীকেই দোষী মনে হইতেছে।"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন "তাহা কি করিয়া হইবে? প্রথমতঃ, যে রাত্রে নীরজা অপহৃত হয় তাহার পূর্ব্বরাত্রেই যামিনী কানপুর হইতে চলিয়া গিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, নৌকার মাঝির মুখে নীরজার দুর্দ্দশা শুনিবার পর, তবে যামিনী আসিয়া তাহাকে রক্ষা করে।"

হি[illegible]কুমা[illegible]। "আমার মনে হয় এ সকল যামিনীর চাতুরী মাত্র। যামিনী যে কি ভয়ানক লোক আপনি

জানেন না, আমি তাহাকে যথেষ্ট ঘৃণা করি। মনে হয় এমন কোন কার্য্যই নাই যে সে না করিতে পারে।"

স। "সত্য নাকি? যামিনীর স্বভাব কি অত্যন্ত জঘন্য? কিন্তু তাহাকে দেখিয়া তো তাহা মনে হয় না এবং নীরজার মুখেও তো তাহার প্রশংসা শুনিলাম।"

হি। "অনেকেই যামিনীকে চেনে না। যামিনী অনেক লোকের মাথা খেয়েছে। বাহির হইতে তাহাকে চেনা বড় সহজ নয়।"

স। "কিন্তু তাহার স্বভাব মন্দ হইলেও একার্য্যে আমার তাহাকে দোষী মনে হয় না। তাহার দোষের বিপক্ষেই সমস্ত প্রমাণ। বরং যামিনীর কথার ভাবে মনে হয় প্রমোদই ইহার মধ্যে আছে।"

হি। "যামিনী ঐ যে অস্পষ্ট ভাবে প্রমোদের ঘাড়ে দোষ ফেলিতে চাহিতেছে উহাতে তাহাকে আমার আরো সন্দেহ হয়। যাহা হউক, যামিনীর সহিত একবার কথা না কহিয়া আমি আরো নিশ্চয়রূপে আমার মত বলিতে পারি না। হয় তো বাস্তবিক যামিনী নির্দোষী, আমি অন্ধ হইয়া তাহাকে ভুল বুঝিতেছি।"

স। "তবে সাক্ষাতই হউক না কেন? কিন্তু যদি বাস্তবিকই যামিনী ঐরূপ ষড়যন্ত্রকারী হয় তো আমি রক্ষা রাখিব না।"

যামিনীকে সঙ্গে লইয়া পরদিন সন্ন্যাসী হিরণের বাড়ীতে আসিলেন; যামিনীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া হিরণের আরো সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। হিরণকুমার যামিনীকে বলিলেন—

"আপনি বলিতেছেন কানপুরে সন্ন্যাসীর নামে অনেক পত্র লিখিয়াছেন তবে একখানিও সন্ন্যাসী পাইলেন না কেন? সমস্ত চিঠি মারা গিয়াছে ইহা অসম্ভব।"

যামিনী বলিলেন "আমার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু আমি মিথ্যা বলিতেছি না। আপনাকে বলিতে কি যে দিন মিথ্যাকথা কহিব এ জিভ কাটিয়া ফেলিব। স্বীকার করি আমি মানুষ নানা দোষে দোষী— কিন্তু আমার কোন শত্রুও আমাকে মিথ্যা কহার দোষে দোষী করিতে পারিবে না।"

হি। "কেবল আপনার কথায় বিশ্বাস করিতে বলা ছাড়া এবিষয়ে আপনার আর বলিবার তবে কিছুই নাই? আপনি সেই রাত্রেই হঠাৎ প্রমোদকে ছাড়িয়া কানপুর হইতে চলিয়া গেলেন কেন? দু'জনে গিয়া ছিলেন হঠাৎ একা চলিয়া আসিবার কি কারণ হইতে পারে?"

যা। "সে রাত্রে তখনি না ছাড়িলে একটি মকদ্দমায় আমার সর্ব্বনাশ হইত; কলিকাতা হইতে জরুড়ী পত্র পাইয়া ছিলাম। আর, সে দিনকার শেষ ট্রেণ ছাড়িতে বিলম্ব না থাকায় প্রমোদকে বলিয়া আসিতে পারি নাই। ইহার পর আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?"

হি। "কলিকাতায় যদি এতই প্রয়োজন ছিল, তবে এলাহাবাদে কি করিতেছিলেন? এলাহাবাদেই না আপনি নীরজাকে ডাকাতের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন?"

যা। "আপনি দেখিতেছি আমাকে নিতান্তই আদা-

পক্ষের সাক্ষী পেয়েছেন। কিন্তু যখন আমি এই উপকারে ব্রতী হয়েছি, যখন সন্ন্যাসীর কথায় আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত এসেছি, তখন ইহাতেও আমি কিছু মনে করিব না। শুনুন, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। কানপুর হইতে গাড়ী এলাহাবাদে ষ্টেশনে থামিলে আমি যখন একবার প্লেটফর্ম্মে নামিলাম তখন সে'খানে আমার এখানকার একজন নায়েবের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে আমাকে দেখিয়া বলিল আমাদের একজন প্রধান সাক্ষীর বাড়ী সেই এলাহাবাদে, আমাদের পক্ষে সে সাক্ষ্য না দিলে মকদ্দমায় জিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; সেইজন্য নায়েব স্বয়ং তাহার কাছে যাইতেছিল এবং আমাকেও নিজে তাহাকে অনুরোধ করিতে বলিল। কি করি এলাহাবাদে তাহার বাড়ী গেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সেখানে ছিল না, কোথায় গিয়াছিল; দু'দিনের মধ্যে আসিবে শুনিয়া তাহার জন্য সেই খানে দু'দিন অপেক্ষা করিতে হইল।"

হি। "যদি এলাহাবাদে সাক্ষীর কাছে যাওয়ার আবশ্যক ছিল, তবে নায়েব কেন আগে আপনাকে তাহা লেখে নাই, কিম্বা আগে হ'তেই তা'র জোগাড় করে নাই।"

যা। "আমাকে চিঠী লেখবার সময় নায়েব জানিত না যে, সে এত আবশ্যকীয় সাক্ষী, তার পর জানিতে পারিয়া সে নিজে এলাহাবাদে গিয়াছিল আর কি জানি তা'তেও যদি কাজ না হয় তাই আমাকে যাইতে হইয়াছিল।"

হি। "আচ্ছা, কলিকাতা হ'তে আপনি যে পত্র পেয়েছিলেন তাতে কদিন পরে ঐ মকদ্দমা হইবে বলিয়া লেখাছিল।"

যা। "পাঁচ, ছয় দিন পরে?"

হি। "তবে আপনি দু'দিন এলাহাবাদে থেকে কলিকাতায় এসে, সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে মকদ্দমা বজায় রাখতে পেরেছিলেন?"

যা। "তা আর পারব না? মহাশয় ঐ সবই আমাদের কাজ, আমরা তো আর কোম্পানির চাকর নই। কিন্তু দেখুন আপনি নিতান্ত অসভ্যের মত আমাকে মিথ্যাবাদী দাঁড় করাতে চেষ্টা করছেন কিন্তু আর নয়—"

হি। "মহাশয় আর একটি কথা। যে সময় নীরজা ঠিক এলাহাবাদের ঘাটে এসে পৌছিল, ঠিক সেই সময় আপনি কি করিতে সেই ঘাটেই গেছলেন?" যামিনী সক্রোধে বলিলেন "আপনার শ্রাদ্ধ করিতে; মহাশয়, আপনার সঙ্গে আমি বাক্যালাপ করিতে চাহি না, আপনি অতি অসভ্য।"

হিরণকুমার তখন যামিনী হইতে চক্ষু ফিরাইয়া সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "ইঁহার কথায় মহাশয়ের কি বোধ হইতেছে? সমস্তই তো শুনিলেন। ভাবিয়া দেখুন নীরজা সেই খানে আসিবে, তা না জানিলে সেই বৃষ্টি বাদলে কেন যামিনী নদী তীরে বেড়াইতে যাইবেন; অবশ্য যামিনী সেই নৌকার অপেক্ষায় ছিলেন

পরে মাঝির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যামিনী দোষী। এদিকে নীরজাকে হরণ করিয়া কোথায় লইয়া যাইতে হইবে দস্যুদের শিক্ষা দিয়া আপনি নির্দ্দোষী দেখাইবার জন্যই সে রাত্রে কানপুর ছাড়িয়াছিলেন। আপনি চোর হইয়াই আবার কৌশলে নীরজার রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছেন।"

সমস্ত শুনিয়া সন্ন্যাসীর বিশ্বাস হইল যামিনী দোষী। তিনি আরক্ত লোচনে বলিলেন,

"যামিনি, তুমি আমার সহিত চাতুরী করিয়াছ, যথার্থই তুমি দোষী। কি ভয়ানক! আমি এমন পাষণ্ডের হস্তে কন্যা অর্পণ করিতে যাইতেছিলাম।"

হিরণকুমার বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ! যামিনীর সহিত কন্যার বিবাহ! তাহা অপেক্ষা তো নীরজাকে জলে ফেলিয়া দেওয়াও ভাল। কেন, মহাশয়, আপনার কন্যার কি আর বর জোটে না? প্রমোদের সহস্র দোষ থাকিলেও যামিনীর চেয়ে প্রমোদ সুপাত্র। বিশেষতঃ, আপনি যখন জানেন, প্রমোদের সহিত বিবাহে নীরজা সন্তুষ্ট হইবে এবং প্রমোদও আপনার কন্যায় অনুরক্ত, এরূপ স্থলে তাহাকে কন্যা না দিয়া আপনি কি করিয়া এই যামিনীনাথের সহিত বিবাহ স্থির করিতেছিলেন?"

হিরণের কথা শুনিয়া যামিনী মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিলেন। তাহার চিত্ত দমন করিয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। সরোষে বলিয়া উঠিলেন,

"কন্যা দান সম্বন্ধে তাহার পিতা যাহা কহিবেন তাহা সহ্য হইবে, কিন্তু মহাশয় কথা কহিবার কে?"

হিরণকুমার ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন "আচ্ছা, পিতাই কন্যার যথার্থ হিতাহিত বুঝুন।"

কথা বার্ত্তার পর সন্ন্যাসী রোষগম্ভীর-মৌন ভাবে সেই খান হইতে বিদায় লইয়া নীরজাকে আনিতে যামিনীনাথের বাটী যাত্রা করিলেন। হিরণের নিকট হইতে সন্ন্যাসীকে উঠিতে দেখিয়া যামিনীর যেন প্রাণে প্রাণ আসিল, তিনিও সন্ন্যাসীর সহিত বাটী গমন করিলেন। রাস্তায় যাইতে যাইতে তিনি বলিলেন "মহাশয়, আপনি উহার ঐ সকল কথায় আমাকে কি যথার্থই দোষী মনে করিতেছেন?"

সন্ন্যাসী মৌন ভঙ্গ করিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে অথচ ধীরে ধীরে বলিলেন "বাস্তবিকই তুমি দোষী; তোমার কর্ম্মের তুমি দণ্ড পাইবে।"

যা। "আপনি অবিশ্বাস করিলেই আমার যথেষ্ট দণ্ড হইবে; অন্য কোন দণ্ডই আমার নিকট তাহা হইতে গুরু দণ্ড নহে; আমি আর কোন দণ্ডকে ভয় করি না, যদি দোষী বিবেচনা করিয়া নীরজাকে আমায় না দেন তাহা হইলেই আমার দণ্ডের পরাকাষ্ঠা হইবে; কিন্তু মহাশয় আমার কি শেষে এই পুরস্কার?

স। "পুরস্কার! তুমি পুরস্কার প্রত্যাশা কর? তুমি নীরজাকে চাও? বামন হইয়া চাঁদে হাত!"

যা। "আচ্ছা, মহাশয়, আমি দস্যু, কন্যাকে তবে

প্রমোদকেই দান করুন—নির্দ্দোষ গুণবান প্রমোদকেই দান করুন; কিন্তু একটি কথা, আপনার প্রমোদ সহস্র গুণবান হইলেও নীরজাকে আমার মত ভাল বাসিতে পারিবে না? আপনার কন্যাকে এমন নিঃস্বার্থ বিশুদ্ধ ভালবাসা কে দিতে পারিবে?"

স। "তোমার প্রেম বিশুদ্ধ! তোমার প্রেম নিঃস্বার্থ! বিশুদ্ধ প্রেমে কখনই গর্হিত কার্য্য সম্ভবে না। তোমার প্রেম প্রেম নামেরি যোগ্য নহে। রূপ-লালসাকে তুমি ভালবাসা নামে সম্বোধন করিয়া ঐ নামেরও কলঙ্ক করিতেছ। তোমার মত নীরজাকে কে ভাল বাসিবে? যাহাকে দিব সেই নীরজাকে অধিক ভাল বাসিবে; তোমার অপেক্ষা সকলেই সুপাত্র।"

যা। "তবে তাহাই হউক; কিন্তু আমার এই মিনতি আপনি আমাকে দোষী স্থির করিবার আগে এক বার নীরজার সহিত কথা কহিয়া দেখিবেন।"

কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা যামিনীর বাটীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। বাড়ী আসিয়া যামিনী সন্ন্যাসীর আদেশানুসারে নীরজাকে তাঁহার নিকট আনিয়া দিলেন। তিনি আজ কন্যাকে পাল্‌কি করিয়া নিজ বাসস্থানে লইয়া যাইবার মানস করিয়াছিলেন। পাল্‌কি আসিতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ তিনি নীরজার সহিত বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী যামিনীনাথের প্রতি সন্দেহ করিতেছেন শুনিয়া নীরজা বলিল,

"তাহা অসম্ভব তাহা কোন মতেই হইতে পারে না, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যামিনী নির্দ্দোষী। হিরণ-কুমার নিশ্চয়ই যামিনীনাথের প্রতি অন্ধ হইয়া দোষা-রোপ করিতেছেন। সে কথায় বিশ্বাস করিয়া উপকারক ব্যক্তিকে দোষী করিলে ঘোর পাপে পড়িতে হইবে; তাহা হইলে আমিও আজীবন কষ্ট পাইব।" নীরজা আরো বলিল প্রমোদ যামিনীনাথ কেহই তাহাকে হরণ করেন নাই, বাস্তবিক সে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। কেন মিছামিছি তাহার পিতা নির্দ্দোষীদিগের প্রতি সন্দেহ করিতেছেন।

কন্যার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া সন্ন্যাসী আপ-নিও আবার বিচলিত হইতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পাল্‌কি বেহারা আসিয়া বসিয়া রহিল, সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু পিতা কন্যা কথোপকথনে সব ভুলিয়া রহিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবমন্দিরে রাক্ষস।

নীরজাকে সন্ন্যাসীর নিকট আনিয়া দিয়া যামিনী অন্য গৃহে গিয়া বসিলেন। হিরণের কথা বার্ত্তা শুনিয়া অবধি রাগে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল। প্রমোদের সহিত নীরজার বিবাহ! আপনি নীরজাকে না পাইলেও বরং সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু নীরজা প্রমোদের হইবে ইহা তাঁহার অসহনীয়। যামিনী ইহার প্রতীকারের উপায় ভাবিতে ভাবিতে অন্য গৃহে আসিয়া বসিলেন। সকল রূপ বাধা অবহেলা করিয়া তিনি নীরজাকে বিবাহ করেন নাই বলিয়া এখন অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

এইস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নীরজাকে বিবাহ করিতে যামিনী যদি এতই উৎসুক তবে এত দিন তাহাদের বিবাহ না হইবার কারণ কি? কালবিলম্বে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বিবেচনায়, নীরজাকে আপন অধীনে পাইয়াও যামিনী কেন বিবাহ করিলেন না? যামিনীর মতন লোকের বল-পূর্ব্বক বিবাহে কি আপত্তি হইতে পারে?

ইহার উত্তর, যামিনীর এ বিবাহে বিলক্ষণ একটি বাধা পড়িয়াছিল। যামিনী যখন প্রথমে বিবাহের অভিপ্রায়ে নীরজাকে বাড়ী আনেন, তখন তিনি ভাবেন নাই যে তাঁহার

ইচ্ছার উপর তাঁহার মা কিম্বা জ্যেঠাই মা কোন কথা কহিবেন। আর প্রথমে যদিই বা কিছু বলেন, যামিনী বুঝাইয়া বলিলেও যে তাঁহাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ইহার আভাস মাত্রও তাঁহার মনে হইলে তিনি নীরজাকে পৃথক বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিতেন। কিন্তু বাড়ী আনিয়া বিবাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবামাত্র তাঁহার মাতা, বিশেষতঃ জ্যেঠাই মা, মহা আপত্তি তুলিলেন। নীরজা অজ্ঞাতকুলশীলা, ইহাই এই আপত্তির প্রধান কারণ। যামিনী বিশেষ রূপ জেদ করাতে অবশেষে বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া বসিলেন, তাহার যে ৫ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে এ বিবাহ হইলে যামিনীকে কিছুই না দিয়া, যামিনীর ভগিনীকে দিয়া যাইবেন। এই কথায় যামিনী নরম হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মহা মুস্কিল লাগিল,—একদিকে ধন লোভ, অন্যদিকে নীরজার লোভ,—অবশেষে ধনলোভই জয়ী হইল। অতটা টাকার মায়া তিনি সহজে ছাড়িতে পারিলেন না। কিন্তু নীরজার আশা যে ইহাতে তিনি একেবারেই ছাড়িলেন, তাহাও নহে—আপাততঃ বৃদ্ধা যতদিন বাঁচিয়া থাকেন ততদিন মাত্র বিবাহ বন্ধ রাখিতে স্থির করিলেন। বৃদ্ধা পীড়িতা, বড় জোর আর এক বৎসর বাঁচিতে পারেন—এই অল্প দিনের জন্য অগত্যা নীরজাকে পাইবার লোভ সম্বরণ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন।

অল্প দিনের জন্য তো তাঁহার বিবাহের অপেক্ষা করিতে হইল, তাহা যেন দায়ে পড়িয়া করিলেন। কিন্তু বিবাহ করুন আর নাই করুন, নীরজার সহিত মন খুলিয়া যে দুটা গল্প করিবেন তাহাও তাঁহার অদৃষ্টে বড় একটা ঘটিত না; নীরজাকে একাকী পাওয়া তাঁহার বড় দুষ্কর হইত। নীরজা অন্তঃপুর মধ্যে অন্য স্ত্রীগণের সহিত যদিও বেশী থাকিত না, যদিও সে উদ্যানে গাছের তলায় তলায় বেশীর ভাগ কাটাইত, কিন্তু সেখানেও যামিনীর ভগিনী কিম্বা কোন না কোন দাসী প্রায়ই তাহার সঙ্গে থাকিত, সুতরাং সে সময়েও মন খুলিয়া কথা কওয়া হইত না, কাজেই কখন নীরজা একাকী থাকে, যামিনী সর্ব্বদাই তাহার সন্ধানে থাকিতেন; নীরজাকে কিছুক্ষণ একাকী পাইলেই বিবাহের কথা পাড়িয়া তাহার মনের ভাব জানিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার সহিত কথা কহিয়া যামিনী দেখিলেন নীরজাও এখন বিবাহে সম্মত নহে। নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলেও সে আর এক বৎসর সময় চাহে; জোর করিয়া বিবাহ করিতে গেলে যে কেবল মাত্র তাঁহার ধনক্ষতি হয় তাহা নহে, নীরজার ভালবাসা, নীরজার ভক্তিও তাহা হইলে হারাইতে হয়। যামিনী ভিতরে যাহাই হউন না কেন, বাহিরে লোকের নিকট সৎ বলিয়া পরিচিত হইতে অত্যন্ত ইচ্ছা করিতেন; তিনি অত্যন্ত প্রশংসা-প্রিয় ছিলেন, নিন্দা সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি, প্রশংসার জন্য তিনি লাভের অংশও কিছু পরিমাণে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

নীরজা তাঁহাকে ভাললোক জানিয়া অতিশয় ভক্তি করিত, এখন বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলে যেমন ধনক্ষতি হইবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নীরজার সে ভক্তিও হারাইবেন। সুতরাং একেবারে অতটা ক্ষতি স্বীকার করিতে যামিনী-নাথ প্রস্তুত ছিলেন না। ভাবিলেন আর কিছু দিনে যদি সকল বিষয়ে সুবিধা হয়,—যদি ধনলাভও হয় এবং বালিকা আপনা হইতেই বিবাহ করে—তো এই অল্প দিন ধৈর্য্য ধরাই ভাল।

অল্পদিনের জন্য অতদূর ক্ষতি স্বীকার করিয়া নীরজাকে লাভ করিতে হয় দেখিয়া যামিনী এতদিন এ বিবাহ স্থগিত রাখিয়া ছিলেন; কিন্তু এখন সেজন্য তাঁহার অনুতাপ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ, দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাত-পত্নীর মৃত্যু হইয়াছিল; তিনি নীরজাকে বিবাহ করিবেন এই আশায় তখন সম্পূর্ণ আমোদে ছিলেন, হঠাৎ সে আশায় নিরাশ হইয়া অধিকতর মনঃক্ষুণ্ণতা জন্মিল। অতিশয় নিরাশচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে তিনি এই গৃহে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে এক জন দ্বারবানকে ডাকিতে লাগি-লেন, দ্বারবান আসিয়া যামিনীর আজ্ঞা শুনিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই দ্বারবান এক জন লোক সঙ্গে করিয়া এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাগত ব্যক্তি গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিবার পর দ্বারবান চলিয়া গেল। যামিনীনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, কথা কহিতে কহিতে অনেক-

বার তাঁহার মুখে ক্রোধ লক্ষণ প্রকাশিত হইল, অবশেষে কথা সমাপ্তে সে ব্যক্তি উঠিয়া বলিল——

"আপনার অনেক কাজ করিয়াছি, কিন্তু এ কার্য্য এ অধীন হইতে হইবে না।" যামিনীনাথের বঙ্কিম নাসাগ্র-ভাগ রক্তিম বর্ণ হইল, কুটীল ভ্রুযুগ কুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন।

"তোমার যেরূপ অভিরুচি। কিন্তু বুঝিয়া কাজ করিও।"

ইহার কোন উত্তর না দিয়া সে ব্যক্তি চলিয়া গেল, তখন যামিনী তাহার একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি কথা কহিতে লাগিলেন। পরে, সেও চলিয়া গেল। যামিনী তখন আপন মনে একাকী বসিয়া চিন্তা-নিমগ্ন হইলেন। পূর্ব্ব দিকে দুটি একটি তারা ফুটিল, যামি-নীর গৃহ হইতে আকাশের এক ভাগ দেখা যাইতেছিল, যামিনী সেই ভাগে সেই তারকার পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এই সময় সন্ন্যাসী সেই গৃহে যামিনীর সহিত বিদায় লইতে আসিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "যামিনি, আমি নীরজাকে লইয়া চলিলাম, কিন্তু একটি কথা, নীরজার কথা-বার্ত্তা শুনিয়া আমি কতকটা চমৎকৃত হইয়াছি, তোমার দোষের বিষয় এখন কিছুই ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু——"

যা। "মহাশয়, আমার একটি মিনতি শুনুন, আমিতো নিশ্চয়ই নীরজার যোগ্য পাত্র নই, আমি যে নীরজার

উদ্ধার করিয়াছিলাম তাহা আপনি ভুলিয়া যান, তাহা নীর-জাকেও ভুলিতে শেখান, কিন্তু—"

বলিতে বলিতে অধীর স্বরে সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া বলিলেন, "কিন্তু বিনা অপরাধে আমাকে অপরাধী মনে করিবেন না।"

স। "কি কর, যামিনীনাথ, ওঠ, ওঠ।"

যা। "মহাশয়, কূট তর্কে যদি সকল সপ্রমাণ হইত, তা হ'লে দেখুন দেখি, যার পর নাই, ঈশ্বরের স্বরূপ পর্য্যন্ত লইয়া এত গোল হইবে কেন? পাষণ্ড চার্ব্বাকেরা কি না বলিয়াছে? আপনিও তো শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ পুরুষ, আপনাকে আর অধিক কি বলিব?"

স। "না, আমি এখনো তোমাকে অপরাধী বলে স্থির বিশ্বাস করি নাই। আজ আমি নীরজাকে লইয়া চলিলাম, যদি তুমি অপরাধী না হও তো কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমাকেই কন্যা দান করিব।"

এই সময় নীরজা অন্তঃপুর হইতে আসিয়া বলিল "আমি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, এবার চলুন।" তখন নীরজা এবং সন্ন্যাসী যামিনীর নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। যামিনী দ্বারবানকে ডাকিয়া বলিলেন "যে ভৃত্যকে কিছু পূর্ব্বে কাজে পাঠাইয়াছি, তা'কে বল যে, সে কার্য্যের আর আবশ্যক নাই। তাকে শীঘ্র ফিরাইয়া আন।"

অনেকক্ষণ পরে দ্বারবান আসিয়া বলিল "তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত শত্রু।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে প্রমোদ পদব্রজে যামিনীনাথের বাটী-অভিমুখে আসিতেছিলেন। ক্রমে চৌরঙ্গির দীপ-মালা-শোভিত পথ ছাড়াইয়া ভবানীপুরে পদার্পণ করিলেন; সন্ধ্যাও অতীত হইল। রজনী অন্ধকারাচ্ছন্ন, রাস্তা ঘাট দীপমালায় উজ্জ্বলিত নাই, পথপার্শ্বস্থ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন, পথ সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেবল আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘে দুই একটি নক্ষত্র হাসিতেছিল, নীচে আঁধারময় অট্টালিকা-প্রাচীরে মাঝে মাঝে দুই একটি খদ্যোত জ্বলিতেছিল, এবং অট্টালিকা-শ্রেণীর মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া গৃহমধ্যস্থ আলোক-রেখা দৃষ্ট হইতেছিল। সেই অন্ধকারময় পথে কখনো কখনো দুই একটি গ্রাম্য কুক্কুর চীৎকার করিয়া প্রমোদের পথ-পার্শ্ব-দিয়া দৌড়িয়া যাইতেছিল, কখনো বা মাথার উপর দিয়া কোন নিশাচর পক্ষী কর্কশ রবে ক্ষণকালের জন্য চিন্তামগ্ন প্রমোদের চিন্তা ভঙ্গ করিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। পথে, মাঝে মাঝে, দুটি একটি লোক চলিতেছিল, অন্ধ-কারে তাহাদিগকে স্পষ্ট চেনা যায় না, প্রমোদও চিনিতে বড় একটা উৎসুক ছিলেন না। তিনি সেই অন্ধকারময়ী

স্নিগ্ধ রজনীতে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনেই চলিতেছিলেন। সহসা তাঁহার সেই চিন্তা ভঙ্গ হইল, পিস্তলের বিকট শব্দে চমকিত হইয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি দুই জন মনুষ্য তাঁহার পশ্চাৎ হইতে দৌড়িয়া চলিয়া গেল। তাহাতে তাঁহার স্পষ্ট মনে হইল, যে পলাতকেরা তাঁহারই প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহারা কোথায় গেল অন্ধকারে স্পষ্ট লক্ষিত হইল না, কিন্তু প্রমোদের মনে হইল, একটি অট্টালিকা-প্রাচীরে তাহারা মিশাইয়া গেল। তিনি "চৌকিদার, চৌকিদার" করিয়া হাঁকিয়া উঠিলেন।

চৌকিদার তখন মোড়ের মাথায় একটি রেল ঠেসান দিয়া সরজন্ সাহেবের উগ্রমূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিতেছিল; প্রমোদ আসিয়া তাহাকে ধাক্কা মারাতে সে ত্রস্তে উঠিয়াই দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বীর-বিক্রমে লাঠি বাগাইয়া ধরিল। প্রমোদ বলিলেন "দেখ্‌তা নেই কোন্ হাম্‌কো মার্‌নেকো ওয়াস্তে পিস্তল চালায়া, আওর তোম হিঁয়া নিদ্ যাতা।"

চৌকিদার তখন সদর্পে বলিল "নেই বাবু সাব, ও কোই লেড়কা পট্‌কা চালাতা, কুছ ডর নেই।"

প্র। "নেই, নেই, ও পিস্তলকা আওয়াজ, হাম্ শুনা—আবি জলদি হামারা সাথ আও, পিস্তলওয়ালা ভাগকে ও বড়া কোঠীকা অন্দর ঘুস গিয়া, জলদি হামারা সাথ আও।"

চৌ। "চলিয়ে সাব, লেকেন ও কোঠীকা ভিতর এক,—আল্লা! আল্লা!—আপতো চলিয়ে।"

"জলদি হামারা সাথ আও"—বলিয়া প্রমোদ ঊর্দ্ধ মুখে ছুটিলেন। চৌকিদারও চলিল, কিন্তু "কোন হ্যায় রে, কোন হ্যায় রে" করিতে করিতে দিঙ্মণ্ডল ফাটাইয়া দিয়া মৃদু পদে প্রমোদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

যে প্রাচীরের কাছে পলাতকেরা মিশাইয়া গিয়াছিল, প্রমোদ সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলেন সে স্থানটি একটি অট্টালিকার পশ্চাদ্‌ভাগ। সেখানে আসিয়া প্রমোদ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তখনি আবার পিস্তলের শব্দ হইল, তখনি কিছু দূরে আবার দুই ব্যক্তিকে ছুটিয়া পলাইতে দেখিলেন। পিস্তলের গুলি ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অর্দ্ধহস্ত পশ্চাৎ দিয়া গিয়া সেই প্রাচীরে সজোরে লাগিল। পিস্তল যে তাঁহার উদ্দেশেই ছোড়া হইতেছে এখন আর তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ রহিল না। প্রমোদ আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত ভাবে মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া আবার তাহাদের অনুসরণে চলিলেন। ইতস্ততঃ চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না, আবার সেই অট্টালিকার পশ্চাৎভাগে আসিয়া অন্বেষণ করিলেন, এবারেও সেখানে কাহাকেও না পাইয়া তিনি ঘুরিয়া অট্টালিকার সদর দ্বারে আসিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন দ্বার মধ্যে আলোক জ্বলিতেছে এবং এক জন দ্বারবান সেই দ্বার মধ্যে বসিয়া আছে। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এখনি কি এই বাটী মধ্যে কেহ হঠাৎ প্রবেশ করিয়াছে, কিম্বা দ্বারের নিকট দিয়া পিস্তলহস্তে কাহাকেও পলাইতে দেখিয়াছ? দ্বারবান বলিল।

"না, কিছুই দেখি নাই।" তখন প্রমোদ সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্বারে পদার্পণকরিলেন। অমনি দেখিলেন অট্টালিকার আর এক দ্বার দিয়া এক ব্যক্তি ত্রস্তে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় দীপালোক মুখে পড়ায় প্রমোদ হিরণ-কুমারকে চিনিতে পারিলেন। প্রমোদ দেখিলেন হির-ণের হস্তে পিস্তল, বেশ ভূষা ছিন্নভিন্ন, এবং ব্যস্তভাবে দ্রুত-পদে চলিয়া যাইতেছেন। এই অবস্থায় পিস্তল হস্তে হিরণকে বাড়ী প্রবেশ করিতে দেখিয়া সহসা প্রমোদ চমকিয়া উঠিলেন।

হঠাৎ তাঁহার একটি সন্দেহের ভাব মনে আসিল। ভাবিলেন "একি! হিরণের এই ছিন্ন ভিন্ন বেশ! তবে কি হিরণই আমাকে মারিতে সংকল্প করিয়াছিল?" আবার ভাবিলেন "কিন্তু তাহা কি করিয়া হইবে? তাহা অস-ম্ভব। হিরণ আমাকে মারিতে যাইবে কেন? আমাকে মারিয়া তাহার কি লাভ? আমি জানি হিরণ আমাকে দেখিতে পারে না, আমি জানি সেই জন্যই হিরণ আমাকে দোষী ভাবিয়া মকদ্দমায় অন্যায় দণ্ড দিয়াছে। কিন্তু দেখিতে পারে না বলিয়াই বা আমাকে মারিতে সংকল্প করিবে কেন? এই আমি তো হিরণকে দেখিতে পারি না, উহাকে

দেখিলেই তো আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়, কিন্তু কই কখনো তো উহার অনিষ্ট-চিন্তাও আমার মনে আসে না, আর কেবল আমাকে দেখিতে পারে না বলিয়া হিরণ ঐরূপ ভয়ানক কার্য্যে ব্রতী হইবে? না, না, ইহা হইতেই পারে না। বিনা কারণে এরূপ মনে আসাই আমার অন্যায়, এরূপ চিন্তাকে মনে স্থান দিলে আমারি মন নীচ হইবে। কিন্তু একটা কথা—এই সময় হিরণকে পিস্তলহস্তে দেখা কি আশ্চর্য্য নয়! এরূপ অবস্থায় কার না সন্দেহ হয়? যখনি আমি বাটীর পশ্চাৎ দিকে আমার প্রতি পিস্তল ছুড়িতে দেখিলাম, তাহারি কিছু পরে বাটীর মধ্যে হিরণ পিস্তল-হস্তে ঢুকিল—ইহাতে কি হিরণকে দোষী মনে হয় না? নহিলে এই সময়ে হিরণের পিস্তলহস্তে থাকিবার অন্য কি কারণ হইতে পারে? কিন্তু তাই বা কেন? তাহার পিস্তল হস্তে থাকিবার আর সহস্র কারণ থাকিতে পারে। সে কারণ আমি জানি না বলিয়া, এবং অবস্থাটা একটু সন্দেহজনক তাহা বলিয়াই কি সে বিনা কারণে দোষী? এক জন ছোট লোক হইলে বুঝিতাম আমার টাকা লইবার জন্য আমাকে মারিতে গিয়াছিল, কিন্তু আর যাই হোক হিরণ ভদ্রলোক, তাহার কিছু চুরীর অভিপ্রায় হইতে পারে না। আর তাহা না হইলে ইহার আর কোন কারণই নাই। অকারণে সে আমায় মারিতে যাইবে কেন? তবে এইটুক স্বীকার করি ইহাতে একজনের ধাঁধাঁ লাগিতে পারে। কিন্তু আমি আর এরূপ নীচ ভাবে মনকে কলঙ্কিত করিব

না, যাহার কোন কারণই নাই তাহা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভব হইলেও এরূপ স্থলে হিরণের হস্তে পিস্তল অতিশয় আশ্চর্য্য জনক! আসল কথা—আমিতো ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, দেখি যামিনীনাথ কি বলেন।” প্রমোদ যাহা দেখিলেন তাহাতে একবার সন্দেহে একবার বিশ্বাসে তাঁহার মন আন্দোলিত হইতে লাগিল, যাহা দেখিলেন তাহা তাঁহার নিকট হেঁয়ালি স্বরূপ বোধ হইল। তিনি সে হেঁয়ালি ভাঙ্গিতে অপারগ হইয়া যামিনীনাথকে বলিতে দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। রাস্তায় পদার্পণ করিলে চৌকিদারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার অনুবর্ত্তী হয় নাই বলিয়া প্রমোদ তাহাকে ধমকাইতে লাগিলেন। ধমক খাইয়া সে বলিল সে তাঁহাকেই এতক্ষণ খুঁজিতেছিল, তিনি দৌড়িয়া কোথায় গেলেন, সে বুঝিতে পারে নাই বলিয়া পশ্চাৎ যাইতে অসমর্থ হইয়াছিল।”

অন্ধকারে আর এখন সেই পলাতক ব্যক্তিদিগকে ধরা অসম্ভব জ্ঞানে চৌকিদারকেও তাহাই বুঝাইয়া আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত ভাবে ভাবিতে ভাবিতে প্রমোদ আবার যামিনীনাথের বাড়ীর দিকে চলিলেন। তিনি কখন কাহার কি এমন অনিষ্ট করিয়াছেন যে সে তাঁহাকে বধ করিতে পারে, তাঁহার এমন কে গুপ্ত শত্রু আছে যে এই রাত্রে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল ইহা তিনি কোন মতে খুঁজিয়া পাইলেন না; নানা বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে তিনি যামি-

নীর বাটীতে আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র ব্যগ্র ভাবে যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—

"একি, তুমি যে আজ এত দেরিতে আসিলে? তোমার ৯টার সময় আসিবার কথা ছিল, প্রায় দুঘণ্টা দেরি হইয়াছে, এখন দেখ এগারটা?" তখন প্রমোদ প্রথমেই পথের সমস্ত বিবরণ বলিলেন। যামিনী শুনিয়া কহিলেন "কি ভয়ানক!"

হঠাৎ যামিনীর মনে আর একটি অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার ভাব উদয় হইল, তিনি এই সময় তাহার বিলক্ষণ সুবিধা দেখিলেন। তিনি এক বাণে দুইটি পাখী মারিতে স্থির করিলেন। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদের ঘটনা হইতে যামিনী হিরণের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, হিরণই সন্ন্যাসীর নিকট তাঁহাকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, হিরণই যামিনীর সহিত নীরজার বিবাহে বাধা দিয়া প্রমোদের পক্ষ লইয়াছিলেন, যামিনী তাঁহার কর্ম্মের প্রতিফল দিবার এখন উত্তম সুযোগ দেখিলেন। প্রমোদের কথায় যামিনী লাফাইয়া উঠিয়া বিস্ফারিত নেত্রে বলিয়া উঠিলেন

"হিরণকে তুমি লণ্ডভণ্ড বেশে পিস্তলহস্তে হঠাৎ দ্বারে প্রবেশ করিতে দেখেছ? এতে আসল ব্যাপারটা আমার চক্ষের সামনে খুলে গেল, আমি এখন সকল বুঝতে পারছি।"

প্রমোদ সবিস্ময়ে বলিলেন

"কি? তোমার কথাতো আমি কিছুই বুঝতে পারিতেছি নে, তোমারও কি আমার মত হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে?"

যামিনী তাহার উত্তর না দিয়া বলিলেন "সদর দ্বারের পরিবর্ত্তে অন্য দ্বার দিয়া তাহাকে বাড়ী ঢুকিতে দেখেছিলে?"

প্র। "হাঁ।"

যা। "বেশভূষা এলোথেলো—তাড়াতাড়ি ঢকল?" যেন একটা কোন মহাব্যাপার করে উপস্থিত?"

প্র। "মহাব্যাপারই বটে?"

যা। "ঠিক, ঠিক, তবেই হয়েছে, আর কোন ভুল নেই; সেই পাষণ্ডেরই এই কাজ।"

প্রমোদ আবার বলিলেন "কি কাজ? আমাকে মারিতে যাওয়া? কিন্তু—কিন্তু যাহার কারণ নাই—"

যা। "কারণ নাই কি? এই জঘন্য ঘাতকের কাজ তাহারি।" প্রমোদ তখন শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "হিরণকে আমি যতই ঘৃণা করি না কেন, তাহাকে এরূপ কার্য্যে পারগ মনে করিতে পারি না। বিশেষতঃ তাহাতে তার লাভ কি? হঠাৎ তাহাকে দোষী মনে হয় বটে, তবুও কেবল সন্দেহ ছাড়া উহা আমার সত্য মনে হয় না; না, না, যাহার কারণ নাই তাহা অসম্ভব।"

যা। "তুমি জান না বলিয়া এ কথা বলিতেছ। তুমি জান, হিরণ সন্ন্যাসীর কোন সম্পর্কীয় ব্যক্তি?"

প্র। "না।"

যা। "নীরজাকে লইয়া যাইবার সময় সন্ন্যাসী হিরণকে সঙ্গে আনেন, সেই সময় কথায় কথায় দেখিলাম হিরণ তোমাকে কতদূর ঘৃণা করে" প্রমোদ একটি ছোট

খাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সন্ন্যাসী তবে নীরজাকে লইয়া গিয়াছেন?"

যা। "হ্যাঁ! সে সব ব্যাপার বলিতেই তো তোমাকে ডাকিয়াছিলাম।"

প্র। "কি তবে বল।"

যা। "কথায় কথায় তোমার কথা উঠিল। সন্ন্যাসী তোমার অতিশয় প্রশংসা করিলেন। কথায় কথায় আমি বলিলাম" হাঁ, প্রমোদ একটি সুপাত্র; সর্ব্বপ্রকারেই নীরজার উপযুক্ত। এই কথা শুনিয়া হিরণ ভাবিল সন্ন্যাসী তোমার সহিত নীরজার সম্বন্ধ করিয়াছেন, সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার চরিত্রের উপর কতশত অপবাদ দিতে লাগিল তার আর ঠিক নাই। আমিও ইহাতে রাগিয়া উঠিলাম, আমাদের দু'জনে একটু বিবাদ হইল; হিরণ অপমান বোধ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর আমি সন্ন্যাসীর নিকট শুনিলাম হিরণ একজন নীরজার হস্তপ্রার্থী, তখন আমি হিরণের রাগের কারণ বুঝিলাম। পরে তোমার মুখে আজিকার রাত্রের ঘটনা শুনিয়া নিশ্চয়ই তা'কে দোষী মনে হইতেছে। তুমি কি বুঝিতেছ না! কণ্টক বিবেচনায় তোমাকে সে পথ হইতে সরাইবার অভিপ্রায়ে ছিল?"

প্রমোদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। এতক্ষণে তিনি সব বুঝিতে পারিলেন। এখন কারণ পাইয়া তাঁহারও হিরণকে দোষী বলিয়া মনে হইল। অকারণে অন্য কেহ তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিবে তাহা আর মনে করিতে

পারিলেন না। তিনি হিরণকেই সম্পূর্ণ দোষী ভাবিয়া বলিলেন "পাষণ্ড! তাহার তো আমি কোন অনিষ্টই করি নাই কিন্তু সেই বাল্যকাল হইতে সে আমার সহিত শত্রুতায় ব্রতী হইয়াছে।"

যামিনী আপন অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ হইতেছে দেখিয়া বলিলেন—

"আমার তো রাগে শরীর কাঁপিতেছে, কি করিয়া সে পাষণ্ডকে শাস্তি দেওয়া যায়? খুনের দাবীতে তাহাকে বিচারালয়ে লইয়া গিয়া শাস্তি দিতে হইবে।"

এই কথায় প্রমোদ কিছু ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন "উহার নামে নালিশ করিতে গেলেও আমার অবনতি স্বীকার করা হয়, তাহা আমি করিব না।"

যামিনী হিরণকুমারের শাস্তির ইচ্ছায় তাহার নামে অভিযোগের নিমিত্ত প্রমোদকে অনেক বলিলেন। প্রমোদ কোন মতে স্বীকৃত হইলেন না। যামিনীনাথের বিশেষ পীড়াপিড়িতে শেষে বলিলেন—

"তাহার বিরুদ্ধে তো তেমন প্রমাণ কিছুই নাই, কি বলিয়াই বা নালিশ করিব? তাহাকে এক পিস্তল হস্তে মাত্র দেখিয়াছি এই যা বলিবার কথা, তাহা তো সে অস্বীকার করিতে পারে।"

যা। "প্রমাণ বিশেষ না থাকিলে শাস্তি না হইতে পারে, কিন্তু বিচারালয়ে ঐ দাবীতে তাহাকে যাইতে হইলেই বিলক্ষণ অপমান হইবে।"

প্রমোদ বলিলেন "না, তাহাতে আর কাজ নাই। এই মকদ্দমা লইয়া আর আমার নিজের নাম জারীর আবশ্যাক কি? হিরণকে চিনিয়া থাকিলাম এই যথেষ্ট।"

কোন মতে না পারিয়া অগত্যা যামিনী সে চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইলেন। তখন ক্রমে অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। নীরজার কথা পাড়িতে প্রমোদ বড়ই ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু সে কথা কহিতে গেলেই আপনা হইতে মুখ বন্ধ হইয়া যায়, লজ্জা সঙ্কোচ আদি কত কি ভাব আসিয়া তাঁহার ইচ্ছার উপর আধিপত্য করে। নীরজা যামিনীর বাড়ীতে আছে জানিয়া অবধি কতবার প্রমোদের আবার আসিয়া দেখা করিতে ইচ্ছা করিত কিন্তু আসিতে পারিতেন না, যদি বা দু'একদিন আসিয়াছিলেন তথাচ নীরজার সহিত দেখা করিবার কথা তুলিতে পর্য্যন্ত পারেন নাই। যামিনীও আপনি সে কথা কিছুই বলেন নাই সুতরাং সেই রাত্রে হঠাৎ দেখা হওয়া ছাড়া প্রমোদের আর নীরজার সহিত দেখা হয় নাই। প্রমোদ আজ কি করিয়া নীরজার কথা পাড়িবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন—

"সন্ন্যাসীর যে আমাদের উপর হইতে সে সন্দেহ ঘুচিয়াছে ইহাতে আমি বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি।"

যামিনী বুঝিলেন নীরজার বিষয়ে প্রমোদের কথা তুলিবার ইচ্ছা। জানিয়া বলিলেন—

"হাঁ, ভাই তোমাকে এতক্ষণ একটা কথা বলা হয় নাই। সন্ন্যাসী আমার প্রত্যুপকার স্বরূপ নীরজাকে

অর্পণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে যদিও বলিলাম, নীরজার আমি যোগ্যপাত্র নহি, প্রমোদই তাহার সুপাত্র, তথাপি তিনি আমাকেই জামাতা করিতে স্থির করিয়াছেন।”

শুনিয়া প্রমোদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কথাটি তীক্ষ্ণ শেল স্বরূপ তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইতে চেষ্টা করিলেন, বুঝিলেন ওরূপ মনে লাগা তাঁহার অন্যায়; ঐ ভাব অতিক্রম করিতে তিনি মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন; ভাবিলেন যামিনী নীরজার স্বামী হইবে ইহাতো সৌভাগ্যের কথা, প্রমোদ যদি নীরজাকে যথার্থ ভাল বাসেন, ইহাতে তাঁহার আনন্দই হওয়া উচিত। এইরূপে মনকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া প্রমোদ মনে মনে স্থির করিলেন যতই কষ্ট হউক, ভবিষ্যতে তিনি আপনার স্বার্থময় ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া নীরজার সুখেই সুখী হইতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ঐ কথা শুনিবার পর হইতে প্রমোদ কেমন নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, কেমন অন্যমনস্ক, কেমন নির্জীব ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন; সহস্র চেষ্টা করিয়াও আর আগের মত কথা কহিতে সক্ষম হইলেন না। এক দিকে মনকে বুঝাইবার ইচ্ছা, অপর দিকে হৃদয়ের সহজ উচ্ছ্বাসের প্রবল তরঙ্গ, বহিতে লাগিল। প্রমোদের চক্ষে গভীর চিন্তার ভাব, অথচ অধরে অনিচ্ছা-হাসির নিরুজ্জ্বল আভাস। যদিও তিনি হৃদয়ের ভাব ঢাকিতে বলপূর্ব্বক হাসিতেছেন, কিন্তু অনিচ্ছার সেই মৌখিক হাসিতে তাঁহার বিষাদ-ভাব দ্বিগুণ প্রকাশিত হইতেছিল।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া যামিনীও কিছু পরে মৌন হইয়া পড়িলেন। অনেক চেষ্টাতেও কোন মতেই তাঁহার সে মৌন ভাব ঘুচিল না, তখন তিনি আর বেশী ক্ষণ সেখানে না থাকিয়া বাটী চলিয়া আসিলেন। আসিতে আসিতে প্রমোদ মনের ভাব দমন করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু দেখিলেন মন ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহে।

প্রমোদ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে সকলি শূন্য বোধ হইতে লাগিল। পৃথিবী যেন শূন্য, আকাশ যেন শূন্য। পৃথিবীতে যেন লোক নাই, বৃক্ষ নাই, আলো নাই, কিছুই নাই, পৃথিবী যেন শূন্যময় অন্ধকার। আকাশে যেন চাঁদ নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আকাশও যেন শূন্যময়। প্রমোদ এবার বহির্জগৎ হইতে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ খুঁজিয়া দেখিলেন, দেখিলেন হৃদয়ের মধ্যেও সেই শূন্যময় অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নাই।

ইহারই তিন চারি দিন পরে কনকের এক পত্রে প্রমোদ অবগত হইলেন সুশীলা শয্যাগত পীড়িত। শুনিয়া প্রমোদ সেই রাত্রে রেল গাড়ীতে এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। গাড়ীতে যামিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার কাছে শুনিলেন সন্ন্যাসী যামিনীকে কানপুরে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। এলাহাবাদে আসিয়া প্রমোদ যামিনীকে দুই এক দিনের জন্য এখানে থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। নীরজাকে নিশ্চয় লাভ করিবেন জানিয়া এখন যামিনীরও আর সে বিষয়ে তত ব্যগ্রতা ছিল না। তিনি

প্রমোদের অনুরোধে দুই এক দিন এলাহাবাদে কাটাইয়া পরে কানপুরে যাওয়াই স্থির করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিভীষিকা।

সুশীলার পীড়ার অগ্রে যে একটি ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আমরা এই পরিচ্ছেদে বলিতেছি। কনকের শাস্তির ১২ দিন এখনো ফুরায় নাই। রাত্রি অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তাহাতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে এবং মাঝে মাঝে মেঘের গর্জ্জনে পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিতেছে। এই সময় দীপশূন্য অন্ধকারময় একটি কক্ষে, এই মেঘ বৃষ্টির শব্দের মধ্যে বালিকা একাকী শুইয়াছিল। সহসা বজ্রের কড়মড় শব্দে কনক চমকিয়া উঠিল। অন্ধকারে ভীত হইয়া উঠিয়া বসিল, আলোক পাইবার নিমিত্ত বিছানা হইতে হাত বাড়াইয়া কক্ষের একটি বাতায়ন খুলিয়া দিল। অমনি সহসা সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, শুনিল—

"রিমঝিম ঘন বরিষে—সখিলো,
বিরহী নয়ন-পারা, ঢালিছে শ্রাবণ ধারা,
কি জলে মরমে জ্বালা, নিভাই কেমনে সে,

গুরু গুরু গর্জ্জনে, গর্জ্জে নবীন ঘন,
দলকে দামিনী বিকাসে।"

এই সময় আর একবার বজ্রের কড়মড় শব্দ হইল, গান থামিয়া গেল, অমনি সুশীলা এই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঝড় বৃষ্টির প্রারম্ভে কনক একাকী আছে বলিয়া তাঁহার কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু তিনি মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন যে কনকের দোষেই তো তাহাকে এই রূপ একাকী থাকিতে হইতেছে—তিনি কি করিবেন? পরে, যখন একবার বজ্রধ্বনিতে বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিল, সুশীলার চক্ষু ঝলসিত করিয়া কনকের কক্ষের সম্মুখস্থ একটী বৃক্ষ বজ্রাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল, তখন সুশীলার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। সুশীলার ভয় হইল কনকের কক্ষে তাহা হয়তো পড়িয়াছে। তিনি ব্যাকুল ভাবে সেই গৃহের দিকে ছুটিলেন, মনে হইল তিনিই কনকের হত্যাকারী, তাঁহার নিমিত্তই বজ্রাঘাতে কনকের মৃত্যু হইল। বারাণ্ডা দিয়া ছুটিয়া আসিতে আসিতে আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যেন সেই বজ্র বৃষ্টি বিদ্যুতের মধ্যে কনকের মাতা দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "তুমিই আজ কনককে মারিয়া ফেলিলে, তোমার কঠোরতাতেই তাহার জীবন বিনষ্ট হইল।" সুশীলা তখন সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া "কনক, কনক" করিয়া ছুটিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন কনক শয্যায় উপবিষ্টা। তাহাকে জীবিত দেখিয়া তিনি যেন পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন,

সকল দোষ ভুলিয়া গিয়া সহর্ষে বালিকার মুখ চুম্বন করিলেন। এই সময় আবার গীত ধ্বনি উথলিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল—

"জনম আমার স্বধু সহিতে যাতনা"—

গানটি শুনিবার জন্য সুশীলা কান পাতিলেন কিন্তু গান এই খানেই থামিয়া গেল। কে গান গাহিতেছে দেখি-বার জন্য তিনি বাতায়নে দাঁড়াইলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল সম্মুখস্থ জাহ্নবীনদীর তরঙ্গ উচ্ছ্বাস সেই অন্ধকারের মধ্যেও তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। তীরে মনুষ্যের চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু মনে হইল প্রাচীরের নিকট হইতে গীত-ধ্বনি উঠিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া আবার কে গাহিয়া উঠিল—

"জীবন ফুরায়ে এল আঁখি জল ফুরালো না"

গান শুনিয়া সুশীলার মাথা ঘুরিয়া আসিল, তাঁহার কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল, সেই বালিকাজীবন, বাল্যের সুখ দুঃখ সমস্তই একেবারে মনে উদয় হইল। সুশীলা আশ্চর্য্য হইয়া নিস্পন্দে আবার সেই গানটির শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন কিন্তু আর কেহই গাহিল না। তখনি তিনি সেই প্রাচীরের অভিমুখে একজন লোককে যাইতে দেখিলেন। ক্রমে সে নিকটে আগমন করিল। অমনি এই সময় একবার বিদ্যুৎ হানিল, সেই আলোকে সে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পাইল, সুশীলাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন, স্তম্ভিতের ন্যায় তাহার মুখ পানে

চাহিয়া রহিলেন, তাঁহাদের পরস্পর চক্ষে চক্ষে সংলগ্ন হইল, অমনি সুশীলা মূৰ্চ্ছিত হইয়া বাত্যাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূমি-শায়িত হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দোষী নির্দ্দোষ।

সেই মূৰ্চ্ছার পর হইতে সুশীলার জ্বর আরম্ভ হইল। বাল্যকাল হইতে শোক পাইয়া পাইয়া সুশীলার শরীরে আর কিছুই ছিল না, তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তিনি এক প্রকার চিররুগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। অথচ তিনি মরিলে প্রমোদ ও কনককে দেখিবার কেহই নাই ভাবিয়া এতদিন অতি যত্নে কেবল জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন মাত্র। কিন্তু সেই শরীরের উপর আর তাঁহার আধিপত্য চলিল না, এবার তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক হইল।

কনকের সর্ব্বনাশ হইল, তাহার আহার নিদ্রা প্রায় রহিত হইল। সারাদিন কনক তাঁহার সেবা করে, পীড়ার কষ্টের উপর মনের কষ্ট ব্যতীত কনকের যত্নে তাঁহার আর কিছুই কষ্ট নাই। তাহার যত্ন দেখিয়া সুশীলা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবেন "কনক চোর, কনক মিথ্যাবাদী, কনকের

ঈশ্বরে মন নাই, তবে কনক দেবীর ন্যায় যত্ন শিখিল কোথায়? এরূপ ভালবাসা, এরূপ যত্ন করা তো অমানুষিক গুণ।” এই সকল ভাবিতে ভাবিতে যখন কনকের সেই বিষাদময় নির্দ্দোষ দেবী-প্রতিমার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িত, তিনি মুগ্ধ হইয়া তাহার পানেই চাহিয়া থাকিতেন—তাহার সেই আলুলায়িত কুন্তলজালে বেষ্টিত সরলতাময় বিষণ্ন মুখকান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। মনে মনে অমনি ভাবিতেন “কি ভয়ানক! এই দেবীমূর্ত্তির প্রশান্ত অমায়িকতা দেখিলে ইহার ভিতরে যে দোষ থাকিতে পারে তাহা কে বিশ্বাস করিবে? ইহাতে যদি দোষ থাকে তবে বুঝি পৃথিবীতে কিছুই নির্দ্দোষ নাই, তবে বুঝি পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।” এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে সুশীলার চক্ষু হইতে কষ্ট-নিঃসৃত অশ্রু পড়িয়া বালিস ভিজিয়া যাইত। বালিকা কনক যথার্থ কারণ বুঝিতে না পারিয়া পীড়ার কষ্টে অশ্রুজল পড়িতেছে ভাবিয়া ব্যাকুল-চিত্তে কিসে সুশীলার কষ্ট নিবারণ করিবে খুঁজিয়া পাইত না।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। প্রমোদকে কনক পীড়ার কথা টেলিগ্রাফে-সংবাদ দিল। প্রমোদ যামিনীনাথের সহিত একত্রে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাড়ী আসিয়াই প্রমোদ সুশীলার নিকট আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সুশীলা আহ্লাদিত হইয়া একথা সেকথা কহিয়া কিছু পরে বলিলেন—

"তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, মরিবার আগে তোমাকে কতকগুলি কথা বলিব।" কনক এ সময় সে গৃহে ছিল না, কোন কার্য্য বশতঃ সে কিছু পূর্ব্বেই অন্য গৃহে গিয়াছিল।

সুশীলার কথায় প্রমোদ সজল নেত্রে বলিলেন "ওকি কথা, ও কথা বলিবেন না।"

সু। "না, আমি এবার বাঁচিব না, আমার দিন ফুরাইয়াছে। আমাকে সকলে ডাকিতেছেন, সে দিন রাত্রে দিদিকে যেন দেখিলাম মনে হইল, তার পর, তার পর, স্পষ্টরূপে, যেন—"

বলিতে বলিতে তাঁহার কথা বাঁধিয়া গেল, সেই রাত্রের ঘটনা মনে করিয়া সুশীলা শিহরিয়া উঠিলেন, সেই যেন অন্ধকারময় ঘোর মেঘ-বৃষ্টির মধ্যে সহসা বিদ্যুতালোক হইল, তিনি আবার যেন তাহার মধ্যে সেই রাত্রের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ভয়ে শিহরিয়া সুশীলা বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখ আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি"—বলিতে বলিতে ক্রমে তাঁহার ভয় দূর হইতে লাগিল, আনন্দচিহ্ন তাঁহার মুখে বিভাসিত হইল, তিনি আপন মনে অপরিস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন "এতদিন পরে আমাকে কি মনে পড়িল? আজ—আজ তুমি আমায় দেখা দিলে? আজ, অন্তিম কালে———"

সুশীলার কথায় প্রমোদ ভীত হইয়া বলিলেন "মা, কি বলিতেছেন?"

অমনি সুশীলার চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন কোথায় সে মূর্ত্তি, বিকারের অসম্বন্ধ প্রলাপে শূন্যে চাহিয়া বকিতেছেন মাত্র। সুশীলা বলিলেন—

"একি, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? যাহা কখন আর এ অদৃষ্টে ঘটিবে না কেমন ক'রে সে আশা হইতে ছিল জানি না। তা যাই হোক প্রমোদ একটি কথা তোকে বলিবার জন্য ছট্ ফট্ করিতেছিলেম।"

প্র। "কি বলুন।"

সু। "আমি তো মরিতে বসিয়াছি, কনককে দেখিস্, উহার স্বভাব আজ কাল তেমন নাই, উহার স্বভাবটা তুই শোধরাইয়া দিস্, সে আমার মনে বড় আঘাত দিয়াছে।"

কনক কি কি গুরুতর দোষ করিয়াছে তাহা সবিশেষ প্রকাশ করিয়া সুশীলা দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে মনের কষ্টে বলিয়া উঠিলেন, "কনকের মন্দ স্বভাব প্রকাশ পাইবার আগে সে মরিল না কেন? প্রমোদ, কনকের স্বভাব ভাল করিতে চেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়।"

সমস্ত শুনিয়া প্রমোদের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল, অনুতাপ ও কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। প্রমোদ দেখিলেন কনক তাঁহার জন্য বিস্তর সহ্য করিয়াছে, কনক তাঁহার জন্য অনেক কষ্ট অবিচলিতভাবে সহ্য করিয়াছে, প্রমোদ তখন সজল নেত্রে মুক্তকণ্ঠে আপনার দোষ সুশীলার নিকট ব্যক্ত করিলেন। প্রমোদই সুশীলার যত্নের বই গুলি ছড়াইয়াছিলেন, প্রমোদের জন্যই কনকের

টাকার আবশ্যক হইয়াছিল, প্রমোদই সে কথা বিশেষ রূপে গোপন রাখিতে বলায় বালিকা সে কথা কাহাকেও বলে নাই, প্রমোদ আপনার এই সমস্ত দোষ খুলিয়া বলিলেন।

তখন কনককে নির্দ্দোষী জানিয়া সুশীলার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না, তাঁহার বক্ষ হইতে যেন একটি গুরু-ভার নামিয়া গেল। মৃত্যুকালে কনককে নির্দ্দোষ জানিয়া মরিতে পারিবেন, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখ সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেব কি মানব।

এদিকে যামিনীনাথ দুই এক দিনের জন্য এলাহাবাদে আসিয়াই কনকের রূপ লাবণ্যে মোহিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে আর নীরজা স্থান পাইল না। নীরজাকে ছাড়িয়া তাঁহার এখন কনকের দিকে চক্ষু পড়িল। নীরজা বনফুল, যেখানে অন্য ফুল মেলে না সেইখানে নীরজার আদর। নীরজা অরণ্যে একাকী ফুটিয়া তাহা শোভিত করে, কিন্তু কনক গোলাপ, সকল স্থানে সকল সময় তাহার সমান আদর। রাশি রাশি বিকসিত পুষ্প সমাকুল কাননের মধ্যেও গোলাপ পরম আরাধ্য, গোলাপ কুসুমরাণী। সেই গোলাপটি

দেখিয়া তিনি যে বনফুল নীরজাকে ভুলিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ যত দিন নীরজাকে পাইবার আশা ছিল না, তত দিন তাঁহার সে লালসা অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু তাহাকে পাইবেন জানিয়া তাঁহার নিকট নীরজার মর্য্যাদা অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। এইরূপ মনের অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অন্য একটী রমণীকে দেখিয়া যামিনীর মনে নীরজা আর কি রূপে স্থান পাইবে? নীরজা মর্ত্তজাত-কুসুম, কনক স্বর্গের পারিজাত, সুতরাং যামিনী কনকের রূপে মুগ্ধ হইলেন।

নীরজাতে আর এখন তাঁহার মন নাই, এখন আর বিবাহের নিমিত্ত কানপুরে যাইতে তিনি ব্যস্ত নহেন। দু'দিনের জন্য এখানে আসিয়া পাঁচ ছয় দিন হইয়া গেল, তবু যামিনী কানপুর যাইবার নামও করিলেন না। যামিনীর এখন একমাত্র চিন্তা কি উপায়ে তিনি কনককে লাভ করিবেন। যামিনী মনে মনে জানিতেন প্রমোদ নীরজার অনুরক্ত, ভাবিলেন যদি তিনি নীরজার সহিত প্রমোদের বিবাহ দিতে পারেন, তো প্রমোদ অনায়াসে তাহাকে ভগিনী সমর্পণ করিবেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিন কথায় কথায় প্রমোদকে বলিলেন—

"প্রমোদ, দু'দিনের জন্য আসিয়া—চার পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, শীঘ্র যাইতে হইবে, কিন্তু—" যামিনী এইখানে থামিলেন, বোধ হইল যেন কি একটি বিশেষ কথা চাপিয়া গেলেন। প্রমোদ তাহা বুঝিয়া সেই কথাটি শুনিবার

নিমিত্ত বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন—

"দেখ, ক' দিন হইতেই তোমাকে একটি কথা বলিব ভাবিতেছি, কিন্তু কে জানে কেন বলিতে গেলেই বাধিয়া যায় ?"

প্রমোদ হাসিয়া বলিলেন "কি না জানি কথা যে বলিতে বাধিয়া যায় ?" প্রমোদের হাসিতে যামিনী একটুও হাসিলেন না—অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

"না, তোমার কাছে আর লুকাইব না—যা বলিবার আছে বলি শুন। প্রমোদ, সন্ন্যাসী নীরজার সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্যই কানপুরে ডাকিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই, তাই সেখানে শীঘ্র যাইতে পারিতেছি না।" প্রমোদ আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন

"তাহাকে বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা নাই ?"

যা। "না, তাহাকে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই"—এই কথায় প্রমোদ নিস্তব্ধভাবে বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে যামিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, যামিনী কাতর স্বরে আবার বলিলেন "তাহাকে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই ইহা সত্যই বিস্ময়ের কথা—কিন্তু তুমি বিস্মিত হইও না—প্রমোদ, ইহারও কারণ আছে।"

প্রমোদ তখন আস্তে আস্তে বলিলেন, "ইহারও কারণ আছে! নীরজাকে কি কেহ ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে ?"

যা। "তাহা ঠিক ; তুমি ভাবিও না যে তাহাকে আমি ভাল বাসি না বলিয়া তাহার সহিত আমার বিবাহে অনিচ্ছা। আমি তাহাকে জীবন অপেক্ষাও ভালবাসি। কিন্তু আমি তাহার অযোগ্য, আমি তাহাকে বিবাহ করিব না।"

প্র। "তুমি নীরজার অযোগ্য ? তবে যে যোগ্য কে আমি তো তাহা বলিতে পারি না।"

যা। "লোকে যাহাই বলুক, আমি বাস্তবিকই তাহার অযোগ্য, নীরজা আমাকে ভাল বাসে না।" এই কথায় প্রমোদ তাহার বিবাহের অনিচ্ছার কারণ বুঝিলেন, তাহার সেই বিষাদার্দ্র স্বরে তাহার হৃদয়ের গভীর যাতনাও অনুভব করিতে পারিলেন। সকল বুঝিয়া তিনি মর্ম্মপীড়িত হইয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। যামিনী কিছু পরে আবার বলিলেন "প্রমোদ, তোমাকে বলিব ? নীরজা কাহার প্রতি অনুরক্ত শুনিবে ? নীরজা তোমাকেই ভালবাসে।"

বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু এই কথা শুনিয়া বন্ধুর গভীর দুঃখের মধ্যেও প্রমোদের হৃদয় সহসা যেন আহ্লাদে শিহরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকেই যামিনীর কষ্টের কারণ ভাবিয়া তখনি আবার আপনা হইতে সে আহ্লাদ থামিয়া আসিল। যামিনী বলিলেন—

"আমি কি কিছু বুঝি না, ভাই ? তুমিও যে মনে মনে নীরজাকে ভালবাস তাহা আমি বুঝিয়াছি। বুঝিয়া কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি শুন—আমি তোমাদের পথের কণ্টক

হইব না। আমি নিজে উদ্যোগী হইয়া তোমাদের বিবাহ দিয়া দিব, এই আমার সঙ্কল্প।"

যামিনীর নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া প্রমোদ বিস্ময়-উৎফুল্ল ভাবে চাহিয়া রহিলেন। যামিনী দেব কি মানব তাহা প্রমোদ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, তিনি বলি-লেন "আমিও তোমার মত বন্ধুর নিকট কিছু লুকাইব না, বাস্তবিকই আমি যে দিন হইতে নীরজাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে তাহাকে ভাল বাসিয়াছি। সে ছবি এখন পর্য্য-ন্তও হৃদয় হইতে উঠাইতে পারিলাম না। কিন্তু যাহা বলি বিশ্বাস করিও; তাহাকে আমি যতই ভাল বাসি না কেন, নীরজাকে না পাইলে যতই কষ্ট পাইনা কেন তোমাকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে পাইতে আমি ইচ্ছা কখনই করিব না—সে লাভে আমি কখনই সুখী হইব না।"

যামিনী বলিলেন "তাহা ভাবিতেছ কেন? তুমি বিবাহ না করিলেও কিছু আমি তাহাকে বিবাহ করিব না। নীরজা আমাকে ভাল বাসে না জানিয়া আমি তাহা কি প্রকারে করিব? বরং তোমাদের বিবাহ হইলে নীরজা সুখী জানিয়া আমিও সুখী হইতে পারিব।"

প্রমোদ যামিনীর কথা বুঝিলেন,—বুঝিলেন যামিনীর মত অবস্থায় পড়িলে তিনিও ঠিক ঐ রূপ করিতেন। আপন ইচ্ছানুসারে অতি সহজেই তাহার কথা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। তথাপি যামিনীকে সে সংকল্প ত্যাগ

করাইবার নিমিত্ত তিনি অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু যামিনী কিছুতেই না বুঝিয়া বলিলেন—

"তুমি ভাবিতেছ আমি এখন যাহাই বলি না কেন, বিবাহ না হইলে পরে নিশ্চয়ই অসুখী হইব, কিন্তু আমাকে তুমি বিশেষ রূপে জানিলে কখনই ওরূপ নীচ মনে করিতে না। আমি যে কালে এ বিবাহের প্রস্তাব নিজেই করিতেছি, তুমি ভাবিও না যে ইহাতে আমার একটুও অসুখ হইবে। তোমাদের বিবাহে আমি সুখীই হইব, যদি অসম্মত হও তাহা হইলেই বরং অত্যন্ত কষ্ট হইবে।"

প্রমোদ নিস্তব্ধে আপন মনেই ভাবিতে লাগিলেন, নানা ভাবনায় তাঁহার মন তরঙ্গিত হইতে লাগিল, তিনি যামিনীর কথায় কিছুই উত্তর করিলেন না। যামিনী মৌনই সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "আজই আমি তবে কানপুরে চলিলাম, সন্ন্যাসীকে বলিয়া তোমার সহিত নীরজার বিবাহ নির্দ্ধারণ করিব।"

অনেক কথাবার্ত্তার পর যামিনী সেই দিনই কানপুর যাত্রা করিলেন। প্রমোদ সমস্ত দিন বিষাদময়-আহ্লাদে অভিভূত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। নীরজা তাঁহার হইবে এই তাঁহার আহ্লাদ, যাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যাহা আশার অতীত সেই বিষয়ে আশার সঞ্চারই তাঁহার আহ্লাদ। আবার বিষাদ এই, তাঁহার পরম বন্ধু যামিনীকে তাঁহার জন্যই নিরাশ হইতে হইল।

যামিনী বাবুর নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া প্রমোদ অতিশয়

আশ্চর্য্য হইলেন। সমস্ত দিন মনে মনে তাঁহার অতুল গুণরাশির প্রশংসা করিতে লাগিলেন, প্রমোদ ভাবিলেন যামিনীর মত দ্বিতীয় লোক আর সংসারে নাই।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু-শয্যা।

ক্রমে দিন যাইতে লাগিল। সুশীলার আরোগ্য লাভের স্থিরতা নাই। তাঁহার পীড়া দু'দিন হয় তো বাড়িয়া ওঠে আবার দুদিন যেন বেশ সারিয়া যায়। প্রমোদ আর কত দিন কলেজ কামাই করিয়া থাকিবেন, সম্মুখেই তাঁহার পরীক্ষা। কিছু দিন দেখিয়া দেখিয়া তিনিও কলিকাতা যাত্রা করিলেন। প্রমোদ কলিকাতায় যাইবার তিন চারি দিন পরে সুশীলার পীড়া আরো বৃদ্ধি হইল, তিন চারি দিনের মধ্যেই বিকার হইয়া দাঁড়াইল। সুশীলা ক্রমাগত তাঁহার সম্মুখে সে রাত্রের সেই মূর্ত্তিটী দেখিতে লাগিলেন, সে দিনকার সেই গীতটি তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল, ক্রমাগত যেন তিনি শুনিতে লাগিলেন,

জনম আমার সুধু সহিতে যাতনা
জীবন ফুরায়ে এল আঁখি জল ফুরালো না।

কাছে কনক বসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন "কনক, কি

সুন্দর গান! আহা ঐ গানটী আমার স্বামীর, আমি গানটি জানি;" বলিতে বলিতে সুশীলার চক্ষু দিয়া বারিধারা পড়িয়া বালিস ভিজিয়া গেল। থাকিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন "আহা ঐ গানটী এক দিন আমাকে গাহাবার নিমিত্ত স্বামী কতই চেষ্টা করিয়াছিলেন। পোড়া লজ্জা আসিয়া চাপিল কিছুতেই গাহিতে পারিলাম না। আজ কনক ঐ গানটী কে গাহিতেছে, ও স্বর কার?"

সুশীলা সেই স্বর চিনিবার জন্য মনোযোগ পূর্ব্বক কিছু ক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন, পরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—

"না—না চিনিতে পারিলাম না। তাঁহাকে চিনিয়াছি কিন্তু কে গাহিতেছে তার স্বর চিনিতে পারিলাম না। কনক কে গাহিতেছে?"

কনক সুশীলার কথায় কাঁদিতেছিল, অশ্রু জল মুছিয়া বলিল "আমি কই কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।"

সু। "শুনিতে পাচ্ছিস না? ভাল করে শোন্। কনক আহা কি গাচ্ছে"

এই সময় চিকিৎসক আসিলেন। সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন, বুঝিলেন শীঘ্রই মৃত্যু হইবে, আর আশা নাই। তবু যদি কিছু করিতে পারেন ভাবিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বাহিরে গিয়া বসিলেন। বলিয়া গেলেন লক্ষণের কোন রূপ পরিবর্ত্তন হইলেই যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়। চিকিৎসক চলিয়া গেলে সুশীলা কনককে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কে? কেন আসিয়াছিল?"

কনককে নিরুত্তর দেখিয়া সুশীলা আবার বলিলেন "কনক, ওই গানটী শুনে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, একি আমি কি আজ মরিব! ঐ শোন গাচ্ছে,

এই শেষ দিনে সখি সেই বুকে মাথা রাখি,
ঘুমায়ে পড়িব আহা তাও তো হোল না
কাঁদিতে কাঁদিতে ওরে চলিনু জন্মের তরে
না পুরিল অভাগীর অন্তিম বাসনা—

আমারি মনের মত গান কে গাচ্ছে? ঐ শোন ঐ শোন।"

এই সময় সহসা এক জন এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুশীলার মস্তকের দিকে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া অমনি সুশীলা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আবার যখন চক্ষু খুলিলেন তখন তাঁহার যেন কিছু জ্ঞান হইয়াছে আর সে বিকারের ঘোর নাই, তিনি সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন "মৃত্যুকালে এখন আমাকে দেখা দিলে?"

"প্রাণেশ্বরী সুশীলা কোন্ মুখে আর তোমার কাছে আসিব" বলিয়া সন্ন্যাসী সুশীলার হস্ত আপন হস্তে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর পানে চাহিয়া স্বামীর হস্তে হস্ত রাখিয়া সুশীলা প্রাণত্যাগ করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বঘটনা।

সুশীলা বিধবা বলিয়া পরিচিত, হঠাৎ কি করিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন? এই স্থানে ইঁহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছু বলা আবশ্যক। তারাকান্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা চারুশীলাকে তাহার স্বামী বিবাহের পরই সেই যে [illegible] হইতে লইয়া গিয়াছিলেন সেই অবধি আর তাবা[illegible]শ্বের নিকট পাঠান নাই। তাহাকে আনিবার কথা বলিলেই বিনোদলাল কোন না কোন ওজর করিতেন, আসল কথা চারুশীলাকে ছাড়িয়া তিনি এক দিনের জন্যও থাকিতে চাহিতেন না। তাহা দেখিয়া তারাকান্ত সুশীলার বিবাহ দিয়া ছোট জামাতাকে ঘর-জামাই করিয়া রাখিলেন। পুত্রাদি আর কেহই না থাকায় তাঁহার মনে হইল, তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় দুই কন্যাকে কাছ ছাড়া করিয়া তিনি কি করিয়া থাকিবেন? কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বিবাহের অল্পদিন পরেই এ জামাতার স্বভাবে একটি বিলক্ষণ দোষ জন্মিল। দয়ানন্দ কি প্রকারে মদ্যপানে শিক্ষিত হইলেন। সুশীলা তাহাকে শোধরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। একদিন কোথা হইতে দয়ানন্দ মদ খাইয়া গৃহে আসিয়া ভৃত্যকে পুনরায়

মদ আনিতে আদেশ করায় সুশীলা ভৃত্যকে বারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, সেই মত্ত অবস্থায় অজ্ঞানে সুশীলাকে স্বামী মারিলেন। এই কথা কি করিয়া তারাকান্তের কর্ণে ওঠে। তিনি জামাতার আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে অনেক তিরস্কার করেন। দয়ানন্দ ইহাতে অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। ভাবিলেন তিনি শ্বশুরের ন্যায় ধনশালী হইলে, শ্বশুর ওরূপ করিয়া কখনই বলিতে পারিতেন না। তাহা হইলে দয়ানন্দ যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন, কিছুতেই তাঁহার উপর কেহ কথা কহিতে পারিত না। অপমানিত হইয়া সেই দিনই তিনি শ্বশুরালয় ত্যাগ করিলেন। তাহাতে সুশীলার অত্যন্ত মনস্তাপ হইল। যাইবার সময় স্বামী সুশীলাকে বলিলেন "সুশীলা, আমাদের বিবাহ অযোগ্য হইয়াছে, আমরা সমকক্ষ নহি। আমি দরিদ্র, তুমি ধনবানের কন্যা। আমি চলিলাম, তুমি পিত্রালয়ে সুখে থাক" এই কথায় স্বামীর সমস্ত অসদ্ব্যবহার সুশীলা ভুলিয়া গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তুমি আমাকে ওকথা বলিতেছ কেন? তুমি দরিদ্র, তবে আমি কি? তবে আমিও দরিদ্রের পত্নী। পিতার ধন আছে তাঁহারি থাক, তোমার সহিত আমি ভিক্ষা করিয়া জীবন কাটাইব, তোমার সহিত বনবাসেও আমার সুখ, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" পত্নীর করুণ বাক্যে দয়ানন্দ যেন কিছু নরম হইলেন। কিন্তু শ্বশুরবাটী ত্যাগ করিবেন এই যে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প, তাহা কোন

মতেই টলিল না। তিনি সেই দিনই তাহা ত্যাগ করিয়া গেলেন।

দিন যায় মাস যায়, দয়ানন্দের আর কোন খবর নাই, সুশীলা চাতকীর ন্যায় তাঁহার পত্রের জন্য হা-প্রত্যাশ করিয়া থাকেন, প্রত্যহই ভাবেন, আজ নিশ্চয়ই তাঁহার পত্র পাইব, শেষে রাত্রি হইলে হতাশ হইয়া অশ্রুবারিতে মনের জ্বালা নিবারণ করেন। যদি এই দুঃখময় পৃথিবীতে ঈশ্বর আমাদের অশ্রুজল না দিতেন, জানিনা তাহা হইলে কি হইত। ক্রমে, একবর্ষ, দুইবর্ষ অতীত হইল, তবুও কোন সংবাদ নাই। অবশেষে তৃতীয় বৎসরের শেষে জনরবে শোনা গেল, দয়ানন্দের মৃত্যু হইয়াছে। শুনিলেন কলিকাতা হইতে জাহাজে উড়িষ্যা গমন করিতে ছিলেন, ঝড়ে জাহাজ ডুবি হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্ম-পীড়িত হইলেন। তাহার পর হইতে সুশীলা বিধবার বেশ ধারণ করিলেন।

এদিকে দয়ানন্দ সেই যে শ্বশুরের উপর রাগ করিয়া জন্মের মত শ্বশুরবাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেই অবধি আর সুশীলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি তারাকান্তের প্রতি এত ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন, যে আর কখনো তাঁহার বাটীতে আসিবেন না, তাঁহার কন্যাকে লইবেন না এই স্থির করিয়া, আপন মৃত্যু-সংবাদ রটনা করিয়া আর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত করিলেন। তাহার গর্ভেই নীরজার জন্ম। কিন্তু কন্যার জন্মের কয় বৎসর পরে,

তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যু হইল। এই ঘটনায় দয়ানন্দ আপন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন; যৎ-সামান্য সম্বল লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কানপুর অরণ্যে আসিয়া কন্যার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অন্য সকল সংসার-সম্পর্ক ছাড়িয়া এখানে শাস্ত্র আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন।

এদিকে যত দিন যাইতে লাগিল ততই দয়ানন্দ শ্বশুর-কৃত অপমান ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তখন আবার সুশীলাকে দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু তখন আর কোন্ মুখে দেখা করিতে আসেন? যাহাকে ত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ পর্য্যন্ত করিয়াছেন, এখন তাহার নিকট আর কি করিয়া আসিবেন?

এইবার নীরজাকে লইয়া কলিকাতা হইতে কানপুর যাইবার সময় এলাহাবাদে আসিয়া সুশীলার সংবাদ জানিতে দয়ানন্দের এত ইচ্ছা হইল যে এলাহাবাদে নামিয়া, সেখানে দু'দিন থাকিয়া তিনি লোকমুখে সুশী-লার সমস্ত সংবাদ লইলেন। অথচ ইচ্ছা সত্ত্বেও লজ্জা বশতঃ দেখা করিতে কোন মতে পারিলেন না। এলাহা-বাদে আসিয়া দয়ানন্দ প্রমোদের যথার্থ পরিচয় পাইলেন। তিনি সুশীলার বাড়ীর নিকট নদীতীরে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে দু'দিন রহিলেন। এখানে আসিয়া নীরজা রাত্রি হইলেই সেই আগেকার মত নদীতীরে নদীতীরে বেড়াইয়া বেড়াইত। সে দিন বৃষ্টির সময়ও

নীরজা সন্ধ্যাকালে নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিল; সহসা বৃষ্টি আসায় নিকটস্থ অট্টালিকার প্রাচীর-নিম্নে আশ্রয় লইয়া দাঁড়াইল। সেই বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ দেখিয়া নীর-জার হৃদয় একটী অপূর্ব্ব ভাবে মুগ্ধ হইল। নীরজার প্রকৃতি এমনই উপাদানে গঠিত যে মেঘের ডাকে, তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিত, বিদ্যুৎ চমকিলে সে যেন তাহা ধরি-বার আশায় ছুটোছুটি করিত, মুষলের ধারে বৃষ্টি পড়ি-লেই সে তার সেই দেহখানি, নিবিড় জলদবৎ কুন্তলরাশি, সকল ভিজাইয়া দয়ানন্দের তিরস্কারের পাত্র হইত। সে দিন সে আপন মনে সেই বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দের সহিত আপন মধুর তান মিশাইতে লাগিল। ছেলেবেলা সে যেমন একাকী, সেই কানপুরে বনে বনে বেড়াইতে বেড়া-ইতে বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া গান গাহিত, সেইরূপ সে আজ ভিজিতে ভিজিতে গান গাহিতে লাগিল। অতীত কালের স্মৃতিতেই তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল, বর্ত্তমান তাহার নয়ন হইতে অপস্থত হইল। তাহারি গানে সে দিন কনক ও সুশীলা মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারি গান সুশীলার কর্ণে লাগিয়াছিল। এদিকে সন্ন্যাসী বাড়ী আসিয়া নীরজাকে না দেখিয়া নদীতীরে খুঁজিতে গেলেন; সেই সময় সহসা বিদ্যুতালোকে মুক্ত বাতায়নে তিনি সুশীলাকে দেখিতে পাইলেন। একবার দেখিয়া তাহার পরদিন তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা আরো প্রবল হইল, কিন্তু আর দেখিতে আসিতে পারিলেন না। সেই

দিন হইতে তাঁর আর একটি ইচ্ছার সঞ্চার হইল। তাঁহার নীরজার সহিত প্রমোদের বিবাহ দিতে ইচ্ছা হইল, সুশীলার পিতৃবংশ ও তাঁহার পিতৃবংশ এক করিতে আবার তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, কিন্তু দেখিলেন সে ইচ্ছা কখনই পূর্ণ হইবে না। যামিনী নীরজাকে রক্ষা করিয়াছে, যামিনীকে তিনি জামাতা করিবেন বলিয়া শেষ কালে এক রকম কথা দিয়াছেন, এখন অন্য কোন কথা মনে আনাই অন্যায়, সুতরাং তিনি আর তাঁহার সে ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিলেন না। পরদিনই দয়ানন্দ কন্যাকে লইয়া কানপুর যাত্রা করিলেন। দেখিলেন এখানে থাকিয়া সুশীলাকে দেখার ইচ্ছা দমন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কিছু দিন পরে যখন যামিনী আপন বিবাহের নিমিত্ত কানপুরে গিয়া প্রমোদের সহিত নীরজার বিবাহ প্রস্তাব করিলেন, তখন দয়ানন্দ মহা সন্তুষ্ট চিত্তে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া এই উপলক্ষে বিবাহের কথা কহিতে লজ্জা সত্ত্বেও সুশীলার সহিত একবার দেখা করিতে আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা দেখিবেন জানিলে হয়তো আসিতেন না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্রুমচ্যুত বল্লরী।

সুশীলার মৃত্যুতে কনকের অত্যন্ত আঘাত লাগিল, সে যেন আজ অনাথা হইল। বাল্য কালে মাতাকে হারাইয়া সে সুশীলাকেই মা বলিয়া জানিত। বাস্তবিক কনককে সুশীলা মাতার ন্যায়ই ভাল বাসিতেন। কনক ভাবিল তাহার আর কেহ নাই, আজ হইতে আর তাহাকে কেহ স্নেহ করিবে না। কত অপরাধ করিয়াছে, তবুও সুশীলা তাহাকে ভাল বাসিতেন। স্বভাব শোধরাইবার জন্য, কনকের ভালর জন্য শাস্তি দিয়া, মনে মনে আবার সে নিমিত্ত তাঁহার কতই কষ্ট হইত। ছেলেবেলা হইতে কনক সকলকে ভালবাসে কিন্তু সুশীলা বই কেহ আর কনককে ভাল বাসেন নাই। পিতাকে তাহার বড় স্মরণ হয় না, তথাপি যেটুক মনে আছে, তাহাতে কনকের অপেক্ষা তাহার পিতা প্রমোদকে সহস্রগুণ ভাল বাসি- তেন। প্রমোদের জন্য পিতা মাতার নিকট সে বাল্য কালে কত না ভৎর্সনা খাইয়াছে, একদিনও মা বাপের আদর পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবুও সে জন্য কনক কথনো দুঃখ করিত না। কনক প্রমোদকে এত অধিক ভাল বাসিত যে পিতা মাতা তাহাকে অযত্ন করিয়া

প্রমোদকে ভাল বাসিতেন বলিয়া তাহার সেই কষ্টের মধ্যেও একটি সুখ হইত। কিন্তু প্রমোদকে যে সে এত ভালবাসে তাহার কাছে প্রতিদান না পাইয়া তাহার বড় দুঃখ হইত। প্রতিদান পাওয়া দূরে থাকুক তাহার অসীম ভ্রাতৃস্নেহের প্রতিদানে সে উপেক্ষিত না হইলেই যথেষ্ট মনে করিত, কিন্তু তাহাও তার অদৃষ্টে বড় ঘটিত না। ভাল বাসিয়া সে সকল স্থানেই কষ্ট পাইয়া আসিতেছে, কেবল সুশীলার নিকটেই সে প্রতিদান পাইয়াছিল, সুশীলার ভালবাসাই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, আজ কনক সেই স্নেহময়ী মাতাকে হারাইল, আজ তাহার সর্ব্বস্ব হারাইল, এখন তাহার কি দশা হইবে? বালিকা কনক সুশীলার সেই মৃতশয্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দাসীগণ যখন তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল তখন কনক দেখিল সে শয্যায় আর সুশীলা নাই। চমকিত ভাবে অমনি বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। অশ্রু পূর্ণ নেত্রদ্বয় অঞ্চলে মুছিয়া কি ভাবে জানি না অশ্রুহীন নিরাশ প্রস্তর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মাতাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে দেখিতে চলিল। এদিকে দাস দাসীগণ, সুশীলার সৎকার নিমিত্ত মৃতদেহ সাজাইয়া তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে ছিল। তাহারা মৃত দেহ গঙ্গাতীরে লইয়া গেল কনকও নিস্তব্ধে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তখন সন্ধ্যাকাল অতীত হইয়াছে, রজনী অন্ধকার-ময়ী, সেই অন্ধকার নিশায় সেই ক্ষুদ্র বালিকা নির্ভয়ে

শবের সহিত গঙ্গাতীরে শ্মশানে আসিল। অগ্নিসংযোগের পূর্ব্বে চিতার অতি নিকটে আসিয়া কনক সেই মৃত মুখ খানি একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। শেষবার ভাল করিয়া দেখিবার অভিপ্রায়ে দেখিতে লাগিল, আর তো কখনই দেখিতে পাইবে না। ক্রমে চিতায় অগ্নি প্রদান করিল, অল্পে অল্পে তাহা ধরিয়া উঠিল, সুশীলার গাত্রে অগ্নি স্পর্শ করিল, কনক আর দেখিতে পারিল না, এতক্ষণ কষ্টে অশ্রুরাশি থামাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা আর পারিল না, উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। এদিকে তাঁহার সৎকার শেষ হইলে দাস দাসীগণ ঘাট হইতে কিছু দূরে স্নান করিতে লাগিল, একটি দাসী কনককে গৃহাভিমুখে যাইতে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল "এখন এবেশে ঘরে যাইতে নাই, নদীতে স্নান করিয়া চল পরে ঘরে যাইবে।" কনকের আর তখন নিজের ভাল মন্দের বিবেচনা শক্তি ছিল না, দাসীর কথায় অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে আসিল।

রজনী গভীর অন্ধকার, সেই আঁধার নিশীথে গঙ্গার অতল জলরাশির উপর দুইটি স্ত্রীলোক আসিয়া নামিল। আঁধারে আর কিছুই দেখা যায় না, কেবল ঊর্দ্ধে আকাশ নীচে জল। নীচে যে দিকেই দেখ সেই দিকেই জল, চরণতলে জলরাশি, সম্মুখে জলরাশি, আশে পাশে চারি দিকেই অতল জলরাশি, তল তল, ঢল ঢল করিয়া যেন

উদাস ভাবে চলিতেছে। আর উপরে তারকাখচিত অনন্ত আকাশ প্রসারিত। আবার সেই তারকাখচিত আকাশ নদীগর্ভে প্রতিবিম্বিত হইয়া, গঙ্গার সেই আঁধার বক্ষ কিছু উজ্জ্বল করিয়া, দূরের অন্ধকার আরো ঘনীভূত করিতেছে। সেই আকাশালোক ছাড়া মাঝে মাঝে গঙ্গা বক্ষঃস্থিত একখানি নৌকার প্রদীপ মিট মিট করিয়া এক একবার আলেয়ার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। কনক সেই আলো-টির পানে চাহিয়া চাহিয়া জলে নামিল। দেখিতে দেখিতে সেই আলোটি আর দেখিতে পাইল না, এই অনন্ত জল-রাশির মধ্যে যে একটি আলোক ছিল, তাহাও যেন নিভিয়া গেল। কনকের সংসার-সমুদ্রের মধ্যে তেমনি সুশীলা যে একটি আলো ছিলেন, তাহাও এইরূপ নিভিয়া গিয়াছে, কনক এখন আর কি দেখিয়া থাকিবে? ভাবনা-পীড়িত কনক যাতনায় মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে ব্যাকুল ভাবে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিল। দেখিল সেই অনন্ত আকাশ কেমন নীরব, কেমন গম্ভীর, কেমন শোভাময়। মনে হইল যেন তাহার দুঃখে তারাগণ ভ্রূকুটী করিয়া হাসিতেছে। সহসা সেই তারকারাশির মধ্য হইতে একটি তারকা খসিয়া পড়িল। কনকের অমনি মনে হইল "আমি যদি একটি তারা হইতাম তাহা হইলে কি হইত? আমিও এক দিন ঐরূপ করিয়া খসিয়া পড়িতাম। তাহাতে আর কাহার কি হইত। একটি কমিয়াছে বলিয়া কেহ জানিতেও পারিত না। এই যে একটি খসিল, এই অসংখ্য তারকা-

রাশির মধ্যে একটীর জন্য কাহার কি আসিবে যাইবে?” আবার ভাবিল “এখানেই বা আমি কে? এই বিস্তৃত পৃথিবী—তাহার মধ্যে আমি কে? আমি একটি তারকা হইতেও অধম। আমি খসিয়া পড়িলে কাহার কি আসিবে যাবে? আমার জন্য একবিন্দু অশ্রু ফেলিবারও এখন কেহই নাই” ভাবিতে ভাবিতে কনক আপন মনে একটী একটী করিয়া সোপানশ্রেণী অবতরণ করিতে লাগিল। ক্রমে সোপান গুলি ফুরাইয়া আসিল কিন্তু কনকের আর তাহা হুঁস হইল না, সে জলে নামিয়া যেমন আর একটি সোপানে পদার্পণ করিতে পা বাড়াইল, অমনি সেই গভীর অন্ধকারময়ী নিশীথে, অনাথা বালিকা, সেই অরক্ষিতাবস্থায় গঙ্গার অতল জলরাশি মধ্যে ডুবিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গঙ্গার কৃষ্ণকায়া মধ্যে কনক মিশিয়া গেল, দুই একটি বিম্ব ব্যতীত গঙ্গার বিপুল বক্ষে কনকের আর কোন চিহ্নই রহিল না, ক্ষণপরে সে চিহ্নও লুপ্ত হইল। দাসী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে উঠিয়া আসিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুর-বিকাশ।

প্রাতঃকালের মন্দ মন্দ সমীরণ ভরে কম্পিত হইতে হইতে একখানি সুদৃশ্য বোট গঙ্গাবক্ষ তরঙ্গিত করিয়া চলিতে ছিল। বোটে দুইটি কামরা, একটি কামরায় এক-খানি ক্ষুদ্র পালঙ্কে একটি পীড়িতা রমণী শয়ান, পার্শ্বে দুইটি যুবা দুইখানি চৌকিতে বসিয়া, আর নীচে পদপার্শ্বে এক-জন দাসী। একটি যুবাকে অপর যুবা জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আজ কেমন দেখিতেছেন? বাঁচিবার কি আশা আছে?" চিকিৎসক বলিলেন "এ দু'দিন অপেক্ষা আজ কিছু ভাল, তবে আরো দুইচারি দিন না গেলে ঠিক বলিতে পারি না"

দিন যাইতে লাগিল; যুবা প্রায় সর্ব্বদাই রমণীর নিকট রহিয়াছেন, আবশ্যক না হইলেও ক্ষণে ক্ষণে নাড়ী টিপিয়া দেখিতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে কপালের উষ্ণতা অনুভব করিতে-ছেন এবং "রমণী এখন কেমন আছেন?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মাঝে মাঝে চিকিৎসককে বিরক্ত করিয়া তুলিতে-ছেন, অথচ চিকিৎসকের সাহস বাক্যে তাঁহার কিছুতেই প্রত্যয় জন্মিতেছে না। যখন অন্য কোন কাজ নাই, তখন যুবা রমণীর সেই অজ্ঞান সুষুপ্ত মুখ পানে চাহিয়াই আছেন,

তাহার সেই অর্দ্ধনিমীলিত পদ্ম-কোরক-সদৃশ নয়নযুগলের পানে চাহিয়াই আছেন, পলকহীন স্থির দৃষ্টিতে বিষণ্ণ ভাবে চাহিয়াই আছেন, দেখিয়া তাঁহার কি তৃপ্তি হইতেছে তিনিই জানেন।

এইরূপে তিনি চারি দিন অতীত হইল, রমণীর পীড়া ক্রমে উপশম হইয়া আসিতে লাগিল। আরো তিন চারি দিনে একটু একটু করিয়া তাহার চৈতন্য লাভ হইল। তিনি যখন মানুষ চিনিতে পারিলেন তখন এই অপরিচিত যুবাদিগের মধ্যে আপনাকে দেখিয়া যেন বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কনকের সমস্ত ঘটনা অল্পে অল্পে স্মরণ হইল। সুশীলার মৃত্যু ও সেই দিন তাঁহার নদীতে পতন ক্রমে মনে পড়িল। তাহা ছাড়া যদিও আর কিছুই মনে করিতে পারিল না তবুও কনক বুঝিল তাহার পর ইহাঁরা তাহাকে বাঁচাইয়াছেন। কনক ভাবিল ইহাঁরা কে? তাহাকে বাঁচাইলেন কেন? মরিলেই সব দুঃখ ফুরাইয়া যাইত, আবার তাহার যন্ত্রণা ভোগের জন্য ইঁহারা কেন বাঁচাইলেন? ভাবিতে ভাবিতে যুবার করুণ দৃষ্টিতে কনকের বিষণ্ণ দৃষ্টি সংলগ্ন হইল, অমনি আপনা আপনি কনকের চক্ষু নত হইয়া পড়িল, সেই পাংশুবর্ণ মুখ-মণ্ডলও ঈষৎ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। যুবা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কি আপনি ভাল আছেন?" চিকিৎসক তখন অপর কক্ষে ছিলেন। সহসা এই কক্ষে আসিয়া বলিলেন "উহাকে এখনো কথা কহাইও না, বড় দুর্ব্বল।" কিন্তু যুবার

সেই সকরুণ সোৎসুক জিজ্ঞাসায় কনকের নতচক্ষু আবার উন্নত হইল, কিছু আশ্চর্য্য ও সন্দিগ্ধ চিত্তে সে যুবার পানে আবার চাহিল। কনকের জন্য সুশীলা ছাড়া কেহ কখনো উৎসুক হন নাই, আজ এই অপরিচিত যুবা তাহার জন্ত কাতর হইবেন, ইহা যেন কনকের স্বপ্নবৎ বোধ হইল।

ক্রমে এক মাসের মধ্যে বালিকা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। তখন আর চিকিৎসকের আবশ্যক না থাকায় চিকিৎসক চলিয়া গেলেন। বালিকার পরিচয় পাইয়া যুবা এলাহাবাদে বোট লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। এই এক মাসে আস্তে আস্তে বালিকা, যুবকের সহিত পরিচিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহার লজ্জা ভাঙ্গিতে লাগিল। প্রথমে একটি কথা কহিতেও তাহার লজ্জা হইত, ক্রমে অল্পে অল্পে একটি দুইটী করিয়া তাহার কথা ফুটিল। তখন যুবার জিজ্ঞাসায় কনক আপনার সমস্ত পরিচয়ই দিল। পরিচয় না জানিলেই বা যুবা কি করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের কাছে তাহাকে দিবেন? একবার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেলে বালিকা একটি একটি করিয়া তখন যুবার নিকট কত গল্পই করিল। একদিন কনকের শয্যার নিকট বসিয়া যুবা একটি কথার পর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বালিকার গল্প শুনিতেছিলেন। কথার মধ্যে যুবা একবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আচ্ছা, তোমার পিতা যখন মরেন তখন তোমার বয়স কত? তখনকার কথা তোমার কি মনে আছে?"

কনক বলিল "কিছু কিছু মনে পড়ে বই কি। আমার বয়স আর তখন কত হবে—এই চার পাঁচ বৎসর।"

যু। "উঃ! তোমার তত ছোট বেলার কথা মনে আছে—আশ্চর্য্য তো?"

ক। "আমার তো আর তখনকার দিনগুলি বড় সুখে যায় নাই, অন্য ছেলেদের মত আদরে দিন কাটাইতে পারিলে আর অত ছোট বেলার কথা মনে থাকিত না।"

যুবা ব্যথিত হইয়া বলিলেন "কনক, তোমার ঐ কথাটি শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইল? তুমি কি ছেলেবেলায় কাহারো কাছে একদিনও আদর পাও নাই?"

ক। "কই মনে তো পড়ে না—তাহা হইলে মনে থাকিত।"

এই কথা শুনিবামাত্র যুবার চক্ষে যেন আপনা আপনি জল আসিল এবং তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন "এই হৃদয়ে যত দিন শোণিত-ধারা বহমান তত দিন শত সহস্র জনক জননীর আদর আমি তোমাকে দিতে পারি।" কনক তাঁহার অশ্রুপাত দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল। কনকের বাল্য দুঃখে যুবা এতদূর দুঃখিত হইলেন যে তাঁহার চক্ষে জল পড়িল? কই কনকের দুঃখেতো কেহ কখনো কাঁদে নাই; কনক বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে যুবাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যুবা তাহার এই সন্দেহের ভাব যেন কিছু বুঝিতে পারিয়া মনে মনে দুঃখিত হইলেন। কিন্তু যুবার পানে চাহিয়া কনক যখন তাঁহার সেই স্নেহপূর্ণ

মুখকান্তি দেখিল, অবিশ্বাস করিয়াছিল বলিয়া তাহার সেই মমতাময় চক্ষের নীরব অথচ করুণ তিরস্কার দেখিতে পাইল, তখন আর কনকের সন্দেহ রহিল না, তাঁহার স্নেহে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। এই বিশ্বাসই কনকের কাল হইল, এই স্নেহের পরিবর্ত্তে অজ্ঞাত ভাবে বালিকা আপন হৃদয় বিনিময় করিয়া ফেলিল, যে কাহারো নিকট কখনও ভালবাসা পায় নাই, সে যে আজ প্রথম নিঃস্বার্থ প্রেমের হস্তে হৃদয় দান করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

যুবা ব্যাকুল ভাবে চক্ষু মুছিয়া আবার বলিলেন্ "কনক, ভাল করিয়া মনে ক'রে দেখ দেখি কখনই কি কেহ তোমাকে বাল্য কালে আদর করে নাই।"

ক। "কই, কখনই তো আদর পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। সেই ছেলেবেলা একটি অপরিচিত যুবা আমার প্রতি যে দয়া দেখাইয়াছিলেন, সেটি পর্য্যন্ত আমার এখনো মনে আছে, আর কেহ আদর করিলে কি ভুলিতাম?"

যু। "কিরূপ দয়া, কনক?

ক। "সেরূপ দয়াও আমি আগে আর কখনো পাই নাই। তার আগে আমার পক্ষ হইয়া কেহ কখনো একটি কথাও বলে নাই। সেই জন্য সে দিনটি এখনো আমার বিশেষ রূপে মনে আছে। তার পর আমার মাসীমার সহিত এলাহাবাদে আসিলে, তিনি আমাকে আদর যত্ন করিতেন। কিন্তু ছেলে বেলার সেই অপরিচিত যুবার আদরটি কেমন আমার এখনো মনে পড়ে।"

এই বলিয়া, ছেলেবেলা এক দিন প্রমোদ যখন তাহাকে মারিতে গিয়াছিলেন তখন একটি যুবা হঠাৎ আসিয়া যে তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন বালিকা সেই গল্পটি করিল। সেই ক্ষুদ্র দয়াটি বালিকার হৃদয়ে এখনো গাঁথা রহিয়াছে দেখিয়া যুবা আশ্চর্য্য হইলেন।

যুবা সে কথা আর না উঠাইয়া বলিলেন "কনক, তুমি বাঁচিয়াছ এই সংবাদ তোমার দাদাকে লিখিয়াছি, তা' জান? প্রমোদের না জানি কতই আহ্লাদ হবে?"

কনক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "তা' কি হবে?"

যু। "ছিঃ! কনক, তোমার কেন ওরূপ সন্দেহ হয়?" এই তিরস্কার বাক্যে কনকের মুখটি যেন আরো ম্লান হইয়া পড়িল; যুবা বলিলেন—

"কনক, বাড়ী যাইবে, আবার তোমার সেই যতনের ভাইটিকে দেখিতে পাইবে, আহা তোমার কতদূর আহ্লাদ হইতেছে, বল দেখি।"

কনক একটু থামিয়া থামিয়া বলিল "হাঁ, আহ্লাদ হতেছে বই কি।"

যু। "সেই স্নেহের রাজ্যে গিয়া তোমার কি আর কখনো এখানকার এই অপরিচিত পরের কথা মনে পড়িবে?" কনক এ কথার কিছুই উত্তর না করিয়া ভাব-গর্ভ শূন্য-দৃষ্টিতে যুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া যুবার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ

হইয়া উঠিল, তাহা ঢাকিতে তিনি সেই কক্ষ হইতে উঠিয়া বোটের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

এই রূপে বোটের দিন গুলি কাটিতে লাগিল। বালিকার ক্রমে আরো লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল। যুবার নিকট আস্তে আস্তে সে তাহার জীবনের কত গল্প করিত, কতই অর্থহীন অমৃতময় আবল-তাবল বকিত। কনক জীবনে কখনো আর কাহারো নিকট ওরূপ করিয়া গল্প করিতে পায় নাই, তাহার গল্প ওরূপ আগ্রহ সহকারে কেহই শুনে নাই। ছেলেবেলা যদি কখনো কোন মনের কথা প্রমোদকে শুনাইতে যাইত, প্রমোদ বিরক্তির সহিত “কাজ আছে” বলিয়া উঠিয়া যাইতেন; এখন যুবার নিকট এই রূপ মনের কথা খুলিয়া সে এক প্রকার নূতন আমোদ পাইত, এরূপ আমোদ সে আর জীবনে কখনো পায় নাই। যুবাও বালিকার সেই সকল অসংলগ্ন এলোথেলো অথচ মর্ম্ম-গাঁথুনীতে গ্রথিত কথাগুলি কতই আগ্রহ সহকারে

শুনিতেন। সেই অর্থশূন্য কথায় তিনি যত অর্থ পাইতেন, তাহা যত সার কথা বলিয়া তাঁহার মনে হইত, জীবনে ওরূপ অর্থযুক্ত, ওরূপ সার কথা তিনি আর কখনো শুনেন নাই। কত ঔৎসুক্যের সহিত কনকের মুখ পানে চাহিয়া তিনি সেই কথা গুলি শুনিতেন বলা যায় না। জীবনে কিছু শুনিতে তাঁহার ওরূপ মিষ্ট লাগে নাই, কিছু দেখিয়া তাঁহার ওরূপ অতৃপ্তিময় তৃপ্তি জন্মায় নাই। গল্প করিতে করিতে যদি কোন কাজে যুবা উঠিয়া যাই-তেন, অমনি বালিকার হৃদয় মধ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইত, সমস্ত স্ফূর্ত্তি চলিয়া যাইত, কতক্ষণে তিনি ফিরিয়া আসিবেন, কতক্ষণে সে তাহার গল্পটি শেষ করিবে এই ভাবনায় অস্থির হইত। যুবা ফিরিয়া আসিলে তবে সে নিশ্চিন্ত হইত, ফিরিয়া আসিলেই সে অমনি কথা কহিতে পারিত না কিন্তু নীরব নয়নে তাঁহাকে কত মৃদু তির-স্কার করিত, মনে মনে বলিত "না, আমার গল্প শুনিতে অথবা আমাকে দেখিতে তোমার কথনই আমার মত ভাল লাগে না। কিন্তু তা হ'লে আমিই বা কেন শোনাবার জন্য এত ব্যাকুল হই?" যুবা বুঝিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া একটু আদরের হাসি হাসিয়া বলিতেন "নিতান্ত দরকার ছিল তাই গিয়াছিলাম, দেখ দেখি কাজ অসমাপ্ত রেখেই আবার কত শীঘ্র এসেছি।" অমনি বালিকা সকল ভুলিয়া যাইত, আবার গল্প করিতে আরম্ভ করিত, কিন্তু একটি গল্পও তাহার শেষ হইত না,

একটি গল্পও যেন তাহার ভাল করিয়া বলা হইত না, সে যে একটি গল্পই কতবার করিত তাহার ঠিক নাই।

কিন্তু তাঁহাদের সেই সুখ ফুরাইয়া আসিল। কনককে যুবা তাহার ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিবার ইচ্ছায় বোট লইয়া এলাহাবাদের দিকেই আসিতেছিলেন, ক্রমে তাঁহারা এলাহা-বাদে পঁহুছিলেন। তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা পাইয়া প্রমোদ মহা আহ্লাদের সহিত কনককে লইবার জন্য যে ঘাটে বোট লাগিয়াছিল সেই ঘাটেই আসিলেন। কতদিন কনকের সহিত দেখা হয় নাই, আর যে কখনো দেখা হইবে তাহারো আশা ছিল না, এখন মনে মনে কনকের রক্ষাকর্ত্তাকে ধন্য-বাদ দিতে দিতে নদীতীরে আসিতে লাগিলেন। দূরে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তীরস্থ একখানি বোট হইতে একটি যুবা তীরে লাফাইয়া পড়িলেন। প্রমোদ তাহাকেই কনকের জীবনদাতা ভাবিয়া আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে সোৎসুক চিত্তে তীরে আসিয়া পঁহুছিলেন। কিন্তু নিকটে আসিয়াই সহসা প্রমোদ একটু পিছাইয়া দাঁড়াইলেন, সহসা তাঁহার মূর্ত্তি কেমন ভিন্নভাব ধারণ করিল। প্রমোদ দেখিলেন তিনি যাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করেন, তিনি যাহাকে শত্রু বলিয়া জানেন সেই হিরণই কনকের উদ্ধার-কর্ত্তা। কি দৈব! হিরণের নিকট হইতে প্রমোদের আজ এমন উপকার গ্রহণ করিতে হইল? কনকের মৃত্যুও যে ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল!

হিরণকুমার প্রমোদের ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন, তাহাতে

কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ইহার কোনই কারণ খুজিয়া পাইলেন না। প্রথম মনোবেগ কিছু শান্ত হইলে প্রমোদ ভাবিলেন "হিরণকুমার হাজার শত্রু হইলেও কনকের প্রাণ বাঁচাইয়াছে"—এই ভাবিয়া মনের অসন্তুষ্টি-ভাব দমন করিতে চেষ্টা করিয়া হিরণকুমারকে নিতান্ত কষ্টে-স্থষ্টে সাধুবাদ দিয়া প্রমোদ কনককে গৃহে লইয়া আসিলেন। যাহাই হউক প্রমোদের ব্যবহারে হিরণ সন্তুষ্ট হইলেন না।

কনক কতদিন পরে আজ প্রমোদকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল। দুই মাসের পর বাড়ী আসিয়া কনক অনেক পরিবর্ত্তন দেখিল। দেখিল তাহার ভ্রাতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহার একটি সঙ্গিনী জুটিয়াছে।

সুশীলার মৃত্যুর পর প্রমোদ সমস্ত বিভবের অধিপতি হইয়া নববধূ লইয়া এখন এলাহাবাদেই আছেন। প্রমোদ কলিকাতায় আর পড়েন না; স্ত্রী এবং বিদ্যা এই দুই রত্নের আদর এক সময়ে হয় না, প্রমোদের এখন পড়া সাঙ্গ হইয়াছিল। সুশীলার মৃত্যুর কিছু দিন পরেই প্রমোদের বিবাহ হইয়াছিল। সুশীলার মৃত্যু এবং কনকের জলমগ্ন-সংবাদ পরদিন তাড়িততারে পাইবামাত্র কলিকাতা ছাড়িয়া প্রমোদ তাহার পরদিন বাড়ী আসেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কনকের দেহ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এদিকে দয়ানন্দ কন্যা লইয়া এখানে আসিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াই নিরুদ্দেশ হইলেন। সুশীলার মৃত্যুর এক মাস পরেই নীরজার বিবাহ হইল। কনকের মৃত্যু শুনিয়া যামিনীনাথ অত্যন্ত হতাশ

হইলেন, যে লোভে নীরজাকে ছাড়িলেন তাঁহার সে লোভও ব্যর্থ হইল।

বাড়ী আসিয়া কনক নববধূ নীরজার সহিত সাক্ষাৎ করিল, অমন সুন্দরী বধূ দেখিয়াও কনকের মনে হইল "দাদার সমযোগ্য বৌ হয় নাই।"

নীরজা এখানে আসিয়া অল্প দিনের মধ্যেই কুলবধূর মত হইয়া পড়িয়াছে, এখন আর সে আগেকার মত আরণ্য বালিকা নাই, এখন নীরজা প্রমোদের কাছে থাকিয়া সহরের অনেক হাব ভাব কথা বার্ত্তা শিখিয়া ফেলিয়াছে। সংসারের কাজকর্ম্ম করা, ভদ্রতার অভিধানের চলিত কথা গুলি মুখস্থ করা, সাজসজ্জা করিয়া অন্যের কাছে নিজের সম্মান রক্ষা করা, এ সকলে সে নূতন দীক্ষিত হইতেছিল। দিন কতকের জন্য তাহার মনে যে বিষণ্ণ ভাব আসিয়াছিল তাহা গিয়া নীরজার হৃদয় এখন হর্ষ-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। মনের মত লোক পাইয়া এখন আর সে কাকাতুয়ার সহিত কথা কহে না, ফুল লইয়া খেলেনা, এখন তাহার খেলা, আমোদ, গল্প, সকলি মানুষের সহিত। এখন লীলাময়ী যমুনার উপর, কূলস্থ বটবৃক্ষ পতনের মত নীরজার আরণ্য তরল স্বভাবে গৃহস্থের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে; এখন বনের পক্ষী পিঁজারায় আবদ্ধ হইয়া লোকরঞ্জন কথা কহিতে শিখিয়াছে; এখন বনবালা নীরজা আবার সাংসারিক নীরজা হইয়াছে। ক্রমে দিনে দিনে নীরজার সহিত কনকের বন্ধুতা জন্মিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মনের কথা।

অন্তঃপুরে প্রমোদের শয়ন-কক্ষে বসিয়া, কনক নীরজার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। এ বড় সাধের চুল বাঁধা, প্রমোদের মনে ধরাণ চাই, কিন্তু প্রমোদের মনে ধরিবে কি না সে তো পরের কথা, কনকের এখন মনে ধরিলে হয়। কতবার যে কনক চুল খুলিয়া বাঁধিল তাহার ঠিক নাই, তথাপি কনকের মনে ধরিল না, বাঁধাও শেষ হইল না, বেচারী নীরজাও আর সে চুল বাঁধা হইতে ত্রাণ পাইল না। এ চুল বাঁধার অন্ত নাই দেখিয়া নীরজা বলিল—

"নে ভাই, তোর কি আর হবে না? রাত হয়ে গেল যে।" কনক তাহার হেলিত মস্তক সমান করিয়া লইয়া বলিল—

"তুই, ভাই, সেই অবধি যে নড়ছিস তা' কি করে হবে? তা' নইলে এতক্ষণ হয়ে যেত'। কতবার যে বাঁকা হয়ে গেল বলে খুল্‌তে হোলো। তুই, ভাই, বনে থেকে থেকে বনের হরিণের মত চঞ্চল হয়ে পোড়েছিস।"

নী। "আহা বনের হরিণ হওয়ায় যে কি সুখ তা' ভাই, তুই কি করে জানবি? না, ভাই—বনের এলো হরিণ হওয়ার চেয়ে পোষা হরিণ হওয়াই ভাল।

ক। "তুই সেই জন্যেই বুঝি সাধ করে ব্যাধের হাতে ধরা দিলি ?"

নী। "না, ভাই, আমি সাধ করে ধরা দিই নি।"

ক। "আমার দাদা তো পাখী শীকারে গেছলেন, তা' তুই ধরা দিলি কেন ?"

নী। "তা, ভাই, সাধ করে কি ধরা দিলেম ?"

ধরা পড়লেম ফাঁদে,

নইলে কোথায় হরিণবালা ব্যাধের লাগি কাঁদে ?"

তা, যাক, এখন তোর পায়ে পড়ি, ভাই, শীঘ্র বেঁধে দে, হাজার বাঁকা হলেও এবার ভাই, খুলিস নে।"

ক। "কেন, এর মধ্যেই তোর সাধ ফুরুলো ? এই যে বাঁধবার সময় বল্লি, 'সে দিনকার বাঁধাটা উনি প্রশংসা করেছিলেন, সেই রকম করে বেঁধে দেও'।"

নী। "তা, ভাই, কি করব ? আমার মাথা ব্যথা হয়ে গেছে আর পারিনে, ভাই। তুই এতক্ষণে বাঁধতে পারলিনে আমি কি করব ?" কনক সোহাগ ভরে চুল বাঁধা রাখিয়া একটু অভিমান করিয়া বলিল—

"তবে এই রইল, আমি আর বাঁধব না, আমার মনের মত বাঁধতে দিবিনে তবে তোর যেমন ক'রে ইচ্ছা বাঁধ্ গে।"

নী। "রাগ! আচ্ছা আর বাপু বলব না, তুই যত ইচ্ছা দেরি কর, সেই কাল সকাল বেলা উঠিস্ আমার কি ?"

কনক। "অমনি আর কি? তোর ঐ এক কথায় বুঝি আমার রাগ যাবে? আজ তোকে পায়ে ধরে সাধাব তবে হবে। তুই যে বড় কথায় কথায় অভিমান করে দাদাকে সাধাস, আমার বুঝি তাতে রাগ হয় না? আমি আজ তার শোধ তুলব?"

নীরজা। "আচ্ছা তাই সই, কিন্তু ভাই সাধতে গেলেই গান গাইতে হয়, একটা সাধবার গান তুই আমাকে শিখিয়ে দে, আমি ভাই বুনোমানুষ ওসব গানের তো আমার বিদ্যে নেই।" কনক এই কথায় ঠাট্টা ছাড়িয়া বলিল—

"ভাই নীরজা, আমার তো অদৃষ্টে কখনো অভিমানের পর আদর ঘটেনি, চিরকাল অভিমান করে মনে মনেই কষ্ট সহ্য করে আসচি। ভাই, কষ্টের গান ছাড়া তো আর আমি কিছুই শিখিনি, যে তোকে শেখাব।"

কনক এই বলিয়া যেন কিছু বিষণ্ণ হইল, পূর্ব্বের আমোদের ভাব ছাড়িয়া আপন মনে গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিল—

"কে আছে রে অভাগিনী, আমার মতন?
জানিনে কখনো কি বা সোহাগ যতন।
জনম দুখিনী, হায়! আপনারি ভাবি যায়
ছুঁতে যাই, অমনি সে হয় অদর্শন।
পরিমলে মাখামাখি একটি গোলাপ দেখি
আপনা ভুলিয়ে, আহা! মোহময় হরষে,
তুলিতে গিয়েছি যেই, প্রফুল্ল কুসুম সেই

অমনি শুকায়ে গেছে এ হাতের পরশে।
একটি পুষেছি পাখী যদি ভাল বাসিয়ে,
দু'দিনে খাঁচাটি ভেঙ্গে গিয়েছে সে পালিয়ে,
কাঁদিয়ে জনম গেল, কেহ তো বাসেনি ভাল,
অনন্ত এ অশ্রুধারা করেনি কেহ মোচন।"

গানটি অনেক ক্ষণ শুনিয়া শুনিয়া নীরজা বলিল—

"এই এতক্ষণ ভাই, তুই, কেমন ছিলি, কেন আমি মরিতে 'গানের কথা পাড়িলাম? তোর এই রকম ভাব দেখলে আমার বড় ভয় হয়, জানি যে তা' হ'লে সমস্ত দিনটিই তোর এই ভাবে কাটবে।"

ক। "তা কাটলোই বা? তাতে কার কি এল গেল, ভাই?"

নী। "তা' বইকি? আমার সঙ্গে যে তা' হ'লে সমস্ত দিন কথা কইবিনে? আমার যে একলাটি চুপকরে থেকে গুমরে মরতে হবে।"

ক। "তা' আমি নাইবা কথা কইলেম, তুই দাদার গল্প করিস, আমি শুনব এখন, তা' হ'লেই তো তোর হল?"

নী। "সুধু ওরূপ করে শুনিয়ে কি তেমন মজা হয়?"

ক। "তবে আবার কি চাই?"

নী। "হেসে গল্প করতে করতে না শুনলে আমি তোকে বলব না।"

ক। "তুই দেখিস দেখি, আমি হেসেই শুনব। তোর সুখের কথায় কি, ভাই, আমার আমোদ হয় না?"

নী। "আচ্ছা তা' যেন তোর হয়, কিন্তু তুই ভাই মাঝে মাঝে অমন বিষণ্ণ হোস কেন?"

ক। "কি করে তা' বলব?"

নী। "আপনার মনের কথা আর আপনি বলতে পারবি নি। তবে কি তোর দাদাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করব নাকি?"

ক। "তা বইকি? আচ্ছা তুই বল দেখি সে দিন কাঁদলি কেন?"

ন। "সত্যি কথা বলব? তোর দাদার উপর অভিমান হয়েছিল?"

ক। "কেন, গো?"

নীরজা একটু হাসিয়া বলিল "ভাই, ও কথা জিজ্ঞাসা করিসনে। অভিমানের কারণ কিছুই নেই, শুধু সুধু।"

ক। "আমারো ভাই তবে এরূপ ভাবের কারণ কিছুই নেই, তোকে আর কি বলব?"

নী। "দূর, ভাই, তুই দেখছি ছাড়্‌বিনে।"

সে পাগলামীর কথা বলতে বড় লজ্জা করে, কিন্তু নিতান্তই শুনবি?

ক। "যদি বলিস।"

নী। "দেখ্ ভাই আমি নতুন তোর কাছে পান সাজতে শিখে, নিজে একটি পান সেজে বাইরে তাঁ'কে পাঠিয়ে দিই, রাত্রে দেখা হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেম, "খেয়েছিলে?" তিনি বললেন, সেখানে একজন ভদ্রলোক ছিল, তাই

তখন আপনি না খেয়ে তাঁকে দিতে হয়েছিল, এতেই, ভাই, আমার বড় দুঃখ হ'ল।"

তাহার অভিমানের কারণ শুনিয়া কনক একটু হাসিয়া বলিল "তোর, ভাই, এত অল্পে অভিমান হয়?"

সলাজে নীরজা বলিল "আমি তো এখন তোকে সব খুলে বল্লেম—এবার তুই বল্ দেখি তোর বিষণ্ণ ভাবের কারণ কি?"

ক। "কেন, ভাই, তোর যখন এত অল্পে দাদার উপর অভিমান হয়, আমি দাদাকে এত ভালবাসি যখন ভাবি তিনি আমাকে ভাল বাসেন না, তখন কি দুঃখ হয় না?" এই কথা শুনিয়া নীরজার অতিশয় আহ্লাদ হইল। প্রমোদকে কেহ ভাল বাসিলে সে অত্যন্ত খুসী হইত, প্রমোদকে যে ভাল বাসিত নীরজাও তাহাকে ভাল বাসিত। যদি কেহ নীরজার প্রিয়পাত্র হইতে ইচ্ছা করিত তাহা হইলে প্রমোদের প্রশংসা করাই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির একটি সহজ ও অকাট্য উপায় ছিল।

নীরজা কনকের কথায় আহ্লাদের হাসি হাসিয়া বলিল- "আচ্ছা, ভাই, সত্যি তুই তোর দাদাকে খুব ভাল বাসিস্? তোর দাদাও তোকে খুব ভাল বাসেন, আর দুঃখ করতে হবে না?"

ক। "তোমার আর আমাকে প্রবোধ দিতে হবে না।"

নী। "আচ্ছা, তা' দিচ্ছিনে কিন্তু বল্ দেখি, দাদাকে সত্যিই খুব ভাল বাসিস?"

ক। "কেন? তাতে তোর রাগ হয় নাকি? সেজন্য যেন আবার দাদার উপর অভিমান করে বসিস্‌নে। হ্যাঁ, খুব ভাল বাসি, তোর চেয়েও ভাল বাসি।"

এই কথায় আহ্লাদে ঢল ঢল ভাবে নীরজা বলিল—"তোর দাদাটি যে মিষ্টি তা' আর বাসবিনে। কিন্তু, ভাই, দেখিস্‌ আমাকে ফাঁকি দিস্‌নে?"

ক। "নে, ভাই, তোর ঐ এক পচা, পুরাণ, জঘন্য ঠাট্টা রেখে দে, আর বুঝি ঠাট্টা জানিস্‌নে?"

নী। "আমি ঐ ঠাট্টাটি নতুন যে ভাই শিখেছি, তা' ভাই, তোর আজ এখন মন ভাল নেই, এখন যে কি ঠাট্টা তোর ভাল লাগ্‌বে, তাতো জানিনে। তোর দাদার মত করে ঠাট্টা কর্‌ব?" বলিয়া নীরজা কনকের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার চিবুক ধরিয়া গাহিল—

আয়লো, সরলে, প্রাণের প্রতিমা,
আয়লো, হৃদয়ে রাখি,
কতদিন হতে রয়েছি আশায়,
বলিব কি বল, সখি?
আয়, আয়, ভাই, তেমনি করিয়ে
গানালো মধুর গান,
কি মোহিনী গুণ আছে ঐ গানে
পাই যেন নব প্রাণ;
পেয়েছি তোরেলো হাসিব এখনি
ভুলিব প্রাণের জ্বালা,

নীরজা বলিল "আমার সোনার চাঁদ কনক, তোকে পেয়েছি কত ভাগ্যি, তোকে ভাল বাসলে কি রাগ করতুম? আমার, ভাই, ভাগ্যি যে তুই জলে ডুবে মরিসনি, তা' হ'লে এমন করে বসে কার সঙ্গে গল্প করতুম? আচ্ছা, ভাই কনক, তোকে তীরে দেখে যখন হিরণকুমার বোটে তুলে নিয়ে গেল, তখন তোর কি একটুও জ্ঞান ছিল না?"

ক। "আবার সেই জলে ডোবার গল্প? কত বার ঐ এক গল্প করব'? এই নে, ভাই, চুল বাঁধা এবার শেষ হোলো"

তখন নিস্তার পাইয়া কনকের দিকে ফিরিয়া বসিয়া নীরজা বলিল—

"তা' করলেই বা, এক গল্প কি আর দু'বার করিতে নেই নাকি? আমার কি মনে হয় জানিস্? ভাগ্যে যে তীরে হিরণের বোট লাগান ছিল সেখানে তুই এসে পড়েছিলি তাই তো সে বাঁচালে নইলে কি হোত, ভাই? আচ্ছা, ভাই, বাড়ীর লোকেরা তোকে কেউ পেলে না কেন? ভাল করে খুঁজলে কি আর রাতেই পেতো না?"

ক। "বাড়ীতে আর কে ছিল বল্? এক চাকর দাসী? তা' তা'রা মায়ের দাহ কার্য্যেই ব্যস্ত। হিরণকুমারের নাকি কি কাজের জন্য সেই রাত্রেই তীরে নামতে হয়েছিল তাই ফিরে বোটে ওঠবার সময় আমাকে দেখতে পেলেন, আর বাঁচাতে বোটে তুলে নিলেন। চাকরেরা তো আর সে রাত্রে সমস্ত গঙ্গার তীরে খুঁজতে পারে না।"

নীরজা আবার বলিল "ভাগ্যে হিরণকুমার যে তীরে সে দিন বোট লাগিয়েছিল সেই তীরেই তুই গিয়ে পড়েছিলি।"

কনক আর কিছুই উত্তর করিল না, এই জলমগ্নের কথায় কনক আরো বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। দেখিয়া নীরজা বলিল—

"কথায় কথায় তবু তোর বিষণ্ণ ভাব ঘুচে এসেছিল আবার, ভাই, সেভাব কেন বল দেখি? তুই, ভাই, বাস্তবিক কি একটী কথা আমার কাছে ঢাকিস। তুই আমাকে তোর দুঃখের যে কারণ বলিস তা ছাড়া আর একটা কি নিশ্চয়ই তোর মনে আছে"

কনক এই কথাটী শুনিয়া আর থাকিতে পারিল না, তাহার চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু-বারি ধীরে ধীরে ভূমে পতিত হইল। নীরজা তাহা দেখিতে পাইল, তাহাতে বুঝিল, নীরজার অনুমান সত্য, বাস্তবিক কোন লুকানো কথা কনকের হৃদয়ে আছে। নীরজা ব্যথিত হৃদয়ে বলিল "বল্‌না, ভাই, তুই আমার কাছে কি কথা ঢাকছিস? কনক আমিতো ভাই তোর কাছে কিছু ঢাকিনে" নীরজার স্নেহ বাক্যে কনকের ক্রন্দন দেখিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য নীরজা আপন মনে কতই প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিল। কনকের হৃদয়ে যে একটি লুকানো ব্যথা জাগিতেছে তাহাতে আর তাহার সন্দেহ রহিল না। এখন সে ব্যথা কি? তাহাই নীরজা

ভাবিয়া স্থির করিতে চেস্টা করিল। ব্যথাটী যে গুরুতর তাহাও নীরজা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া ভাবিল "কনকের হৃদয়ে দারুণ ব্যথা, ইহার কারণ? কনকের কথা বিশ্বাস করিতে গেলে ইহার কোন কারণই নাই। কিন্তু তাহা কি হয়? এত গুরুতর ব্যথা কি অমনি জন্মায়? ভাল বাসিলে তো এক এরূপ ব্যথা জন্মায়। কেন না আমি নিজেই দেখেছি যখন আমি প্রমোদকে ভাল বেসে ফেলেছিলুম তখন প্রমোদের নাম শুনলেই, প্রমোদের কথা মনে এলেই, এমন কি তাঁর সঙ্গে যে ফুলটী পর্য্যন্ত একত্রে দেখেছি সে ফুলটী দেখলেও মনটা ব্যাকুল হয়ে পড়ত, আপনা হতেই কেমন চোক দিয়ে জল আসত। এতো তাই নয়? কনক নিশ্চয়ই কাউকে ভাল বেসেছে। কিন্তু ভালই বা কাকে বাসবে? প্রণয়ের পাত্র কই?" অমনি নীরজার মনে হইল "অনেক দিন কনক হিরণের সহিত একত্রে বাস করিয়াছিল, হিরণই তাহাকে বাঁচাইয়াছে; হিরণকে তো সে ভাল বাসে নাই?" নীরজা আপন বক্ষ হইতে কনকের মাথাটি তুলিয়া মুখটী মুছাইতে মুছাইতে জিজ্ঞাসা করিল "কনক তুই কি ভাই কাহাকেও ভাল বেসেছিস? বল্‌না ভাই? তুই কি হিরণকে ভাল বাসিস?" হিরণের নাম শুনিয়া কনকের মুখটী একটু আরক্তিম হইল, ক্রমে আবার সেই আরক্তিম বিষণ্ন মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া আসিল, কনকের অধর প্রান্তে একটু সলাজ হাসির রেখা পড়িল। তাহাকে নিরুত্তর এবং তাহার ভাব

দেখিয়া নীরজা বুঝিল কনক যথার্থই হিরণকে ভাল বাসে। বুঝিয়া কিন্তু নীরজা মনে মনে দুঃখিত হইল। প্রমোদের নিকট হিরণের কথা নীরজা যেরূপ শুনিয়াছিল, তাহাতে সে তাহাকে অতি মন্দ লোক বলিয়া ঘৃণা করিত, হিরণকে শত্রু বলিয়া জানিত। যাহাকে তাহারা শত্রু বলিয়া দেখিতে পারে না যাহাকে মন্দ লোক বলিয়া ঘৃণা করে তাহাকে কনক ভাল বাসিবে একথা মনে করিতেও তাহার কষ্ট হইল। যদি কোন মতে কনকের মন হইতে সেই ভালবাসা ঘোচা-ইতে পারে এই চেষ্টায় বলিল—

"কেন ভাই, তা'কে তুই ভাল বাস্‌লি? সে অতি মন্দ লোক, সে তোর ভাইকে খুন করতে গিয়েছিল, তাকে ভাই তুই ভাল বাসলি? তাকে ভালবেসে তুই তো সুখী হবি নে" নীরজা বালিকা জানে না যে প্রণয়ের মূল উৎপাটন করিতে গেলেই আরো দৃঢ় হইয়া বসে। নীরজার কথায় কনকের বিষণ্ণ মুখ-মণ্ডল যেন সহসা জ্বলিয়া উঠিল, অশ্রু-বারি শুকাইয়া গেল, কনক ধীর-গম্ভীর ভাবে বলিল—

"হিরণ মন্দ লোক নহেন, হিরণ কখনও খুন করিতে যান নাই, একথা যে তোমাদের বলেছে সে মিথ্যাবাদী, তাঁকে না জেনে কেন দোষ দাও? তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক না থাক্‌লেও এক জন প্রকৃত ভাল লোকের মিথ্যা নিন্দা আমি কেমন কোরে শুন্‌ব?"

তখন নীরজা কেবল ঈষৎ ঘৃণা-ব্যঞ্জক-স্বরে বলিল— "ওঃ এত দূর?"

এই খানেই তাঁহাদের কথোপকথন বন্ধ হইল, দুজনের মনের ভাব দুজনে বুঝিয়া দুজনেই নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। কনক ভাবিয়াছিল, এক দিন তাহার মনের কথা নীরজাকে বলিয়া সে এক জন ব্যথার ব্যথী পাইবে। কিন্তু আজ বুঝিল নীরজার নিকট হইতে সে আশা আর নাই। সেই অবধি কনক নীরজার সহিত সে বিষয়ে কখনো কথা কহিত না। নীরজা সে কথা উঠাইলে কনক অন্য কথা দিয়া তাহা চাপা দিত। কনকের হৃদয় জ্বালা কনক লুকাইয়া লুকাইয়া একাকীই ভোগ করিত।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাব।

আরো দশ বার দিন গেল, প্রমোদ কলিকাতায় যামিনীনাথের নিকট গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিলেন।

প্রমোদ কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে হিরণকুমার কনকের হস্তপ্রার্থী হইয়া প্রমোদকে এক পত্র লেখেন। বলা বাহুল্য, প্রমোদ সে পত্র পাইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু হিরণ কনককে রক্ষা করিয়াছে, হাজার হউক তাঁর কাছে প্রমোদ

ঋণী, এই ভাবিয়া সেই স্পর্দ্ধার মার্জ্জনা করিলেন এবং অভদ্রতা না করিয়া তাহার উত্তরও দিলেন, উত্তরে লিখিলেন "এখন শেষ উত্তর দিতে অক্ষম, কনককে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে নিশ্চিত উত্তর দিব" কিন্তু সেই নিশ্চিত উত্তর প্রমোদ আজও দিলেন কালও দিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, নিশ্চয়ই যখন প্রমোদ জানিতেন হিরণের সহিত কনকের বিবাহ দিবেন না, তখন হিরণকে সেইরূপ স্পষ্ট লিখিয়া না দিয়া অন্যরূপ পত্র লিখিলেন কেন? তাহার কারণ, প্রমোদ যেমন বাল্য-বিবাহে ঘৃণা করিতেন, স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, তেমনি বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহার সাধারণ হইতে ভিন্ন মত ছিল। বিশেষতঃ নিজের বাড়ীর নিজেই তিনি কর্ত্তা, সুতরাং সে সব বিষয়ে তাঁহার কাহারো মুখাপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে হইত না; আপনার যেমন মত তিনি তেমনিই চলিতেন। বিবাহ বিষয়ে তাঁহার মত, যে যাহারা বিবাহ করিবে তাহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই বিবাহ নির্ভর করে, সুতরাং তাঁহার মতে, হিরণের পত্রের একেবারে শেষ উত্তর দিতে হইলেই, অবশ্য কনককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া তবে লেখা আবশ্যক। যদিও তিনি জানিতেন, সে জিজ্ঞাসা করা কেবল তাঁহার আপন মনকে বোঝাইবার জন্য। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে তাঁহার অনিচ্ছা জানিলে কখনই কনক হিরণকে বিবাহ করিতে চাহিবে না, যাহাই হউক এক সময়ে কনককে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের অনিচ্ছা হির-

ণকে লিখিয়া দিবেন ইচ্ছায়, তখন হিরণকে ঐরূপ পত্র লিখিয়া দিলেন। কিন্তু হিরণকে লিখিবার পর হইতেই প্রমোদ সে কথা ভুলিয়া গেলেন। এদিকে কনক বাঁচিয়াছে শুনিয়া যামিনীনাথ প্রমোদের নিকট কনকের হস্ত প্রার্থনা করিলেন। যামিনীনাথের হস্তে কনক পড়িবে, ইহাতো কনকের সৌভাগ্যের কথা, অমন সুপাত্র কি আর মিলিবে? যামিনীনাথের প্রস্তাবে প্রমোদের আহ্লাদ ধরিল না। এই বিবাহ বিষয়ে কথা কহিতেই প্রমোদ কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া সমস্ত স্থির করিয়া শেষে আহ্লাদ-উৎফুল্ল হৃদয়ে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। এখন বিবাহের আগে কেবল একবার কনককে বলা মাত্র বাকী রহিল। তাহার মত পাইলেই শীঘ্র দিন স্থির করিয়া বিবাহ দিবার সংকল্প করিলেন, প্রমোদ যে কালে এ বিবাহে অত্যন্ত ইচ্ছুক তখন কনকেরও যে এ বিবাহে সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইবে তাহাতে আর তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

বাড়ী আসিয়া আর সে রাত্রে কনককে কিছু বলা হইল না, পর দিন প্রাতে বাহির বাটীতে তাঁহার বসিবার কক্ষে কনককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কনক যখন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল তখন প্রমোদ একটি টেবিলের উপরে হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া অর্দ্ধশয়িত অবস্থায় ছিলেন, কি ভাবিতেছিলেন জানি না, কিন্তু চক্ষু সমধিক চঞ্চল ও সমুজ্জ্বল, প্রফুল্ল মূর্ত্তি সমধিক ঔৎসুক্যময়-প্রফুল্লতা-ব্যঞ্জক, তিনি

যে কোন সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কনক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

দাদা, আমাকে ডেকেছ?” প্রমোদ হাসিয়া বলিলেন—

“হাঁ ব'স্, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে” কনক বসিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল “কি কথা বল'।”

প্র। “একটা বড় সুখের কথা। আচ্ছা আন্দাজ কর দেখি” কনক অনেক ভাবিয়া বলিল “না পারিলাম না, তুমি ভাই বল'।”

প্র। “বলিলে কি পুরস্কার দিবি।”

ক। “যাহা চাও দিব, তুমিতো আগে বল” কনকের কৌতূহল দেখিয়া প্রমোদ অনেক ক্ষণ এ কথা ও কথা কহিয়া তাহাকে অনেক জ্বালাইয়া অবশেষে বলিলেন— “একটি বেশ ভাল বরের সহিত তোর সম্বন্ধ করেছি, শীঘ্র বিয়ে হবে, কেমন সুখবর কি না” শুনিয়া কনক চমকিত হইল, তাহার শোণিত বেগে বহিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া গেল। কনকের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া প্রমোদ ভাবিলেন “উহা লজ্জার চিহ্ন।” প্রমোদ একটু একটু করিয়া বরের নাম ধাম রূপ গুণ বর্ণনা করিয়া চলিলেন, বরটি কেমন দেখিতে কেমন লেখাপড়া জানে, কেমন সৎস্বভাব, প্রমো-দের কেমন হৃদয়-বন্ধু, এই সকল পরিচয় সবিশেষ দিয়া বলিলেন “কেমন?—শুনিয়া কেমন মনে হইল? বেশ বর নয়?”

যতক্ষণ সহর্ষে প্রমোদ তাঁহার কল্পিত ভাবী ভগিনীপতি

যামিনী বাবুর পরিচয় দিতে ছিলেন, কনক ততক্ষণ অন্য মনে চিন্তানিবিষ্ট ছিল। তাঁহার একটি কথাও কনকের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। বিবাহ! ইহা সুসংবাদ! কি সর্ব্বনাশ, কনক অন্যের পত্নী হইতে চলিল, হিরণকে আর কখনো দেখিতে পাইবে না, হিরণের চিন্তা পর্য্যন্ত আর মনে স্থান দিবার অধিকার থাকিবে না, সে চিন্তা পর্য্যন্ত পাপ, উঃ! কি ভয়ানক! বালিকার সমস্ত শোণিত চমকিয়া উঠিল। সমস্ত হৃদয় ভাবনায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। বালিকা কখনো ভ্রাতার কথায় কথা কহে নাই, প্রমোদ যাহা বলেন তাহাই দেববাক্য-সদৃশ শিরোধার্য্য করে, কিন্তু আজ তাঁহার কথায় কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না, যাতনা-কম্পিত স্বরে বলিল, "দাদা, আমি বিবাহ করিব না।"

প্রমোদ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন না, ভাবিলেন "বিবাহের কথায় প্রথমে তো স্ত্রীলোকেরা 'না' বলিয়াই থাকে, তাহাতে লজ্জা হয় বৈকি?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কনক, তার আর লজ্জা কি? আজ হ'ক কাল হ'ক বিয়ে তো হবেই, তবে আর লজ্জা ক'রে কি হ'বে?"

কনক আবার বিষাদ-ব্যঞ্জক গম্ভীর-স্বরে বলিল, "দাদা, আমি বিবাহ করিব না।"

প্রমোদ দেখিলেন সে লজ্জার স্বর নহে, সে স্বরে কিছুমাত্র বেসুর নাই, তাহা সুস্পষ্ট, গম্ভীর, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-

ব্যঞ্জক। প্রমোদ বুঝিলেন কনক যথার্থই তাহার মনের কথা বলিতেছে। ইহাতে প্রমোদ আশ্চর্য্য হইলেন, অথচ বিবাহের অনিচ্ছার বিশেষ কোন কারণ না পাইয়া ভাবিলেন, বিবাহ হইলে প্রমোদকে ছাড়িয়া শ্বশুর বাড়ী যাইতে হইবে এই ভয়ে বুঝি কনকের বিবাহে আপত্তি। প্রমোদ বলিলেন "বিয়ে হলেই সব ছেড়ে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে বোলে, বুঝি, তোর যত ভয়? তার ভয় কি? তোর যত দিন ইচ্ছা এখানে থাকিস্, শেষে তোকে থাকিবার জন্য সাধাসাধি কর্‌তে না হলেই বাঁচি।"

কনক মৃদুস্বরে বলিল "না, দাদা, আমার এখন বিয়ে কেন?"

প্রমোদ হাসিয়া বলিলেন, "চিরকাল আইবড় থাক্‌বি না কি? অত লজ্জায় কাজ নেই। এখন বল্‌দেখি তাকে দেখতে চাস্, কি না দেখ্‌লেও হবে?" কনক তবুও আবার 'বিয়ে কেন'? বলায় অনেক ক্ষণ ধরিয়া প্রমোদ আবার যামিনী বাবুর রূপ গুণের প্রশংসা করিয়া শেষে আরো বলিলেন যে তাহার বিবাহের পর সে যেখানে ইচ্ছা সেই থানেই থাকিবে, সে ভয়েও তাহার বিবাহে কুণ্ঠিত হইতে হইবে না। এই সকল বলিয়া অনেক প্রকারে তিনি কনককে বোঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও কনকের সম্মতি না পাইয়া প্রমোদ আশ্চর্য্য হইলেন। কনক কখনো তাঁহার মতে অমত প্রকাশ করে নাই; কখনো একটি সামান্য বিষয়েও কনকের নিকট হইতে তাঁহার প্রতি-

বাদ সহ্য করিতে হয় নাই; সেই জন্য বাল্যকাল হইতে আপন সম্মতিতে কনকের সম্মতি, আপন ইচ্ছাই কনকের ইচ্ছা তাঁহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল; উহা যেন তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া বোধ হইত। বিপরীত হইলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত। কনককে আজ বিনা কারণে তাঁহার ইচ্ছার বিপরীতে, বিবাহে ঐরূপ নিতান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া প্রমোদ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন, এবং শেষে কোন প্রকারে আপন মতে তাহাকে আনিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া রোষ-গম্ভীর-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কেন? বিবাহ করিবে না কেন?"

তাহার ইচ্ছা নাই, এই উত্তর ছাড়া ইহার উত্তর আর বালিকা কি দিবে? সে কোন উত্তরই খুঁজিয়া পাইল না।

প্রমোদ আবার বলিলেন, "কেন বিবাহ করিবে না আমাকে বুঝাইয়া দেও, তোমার আপত্তি কি সে?"

বালিকাকে নিরুত্তর দেখিয়া প্রমোদ প্রতিবারে আরো ক্রুদ্ধ হইয়া আরো উচ্চৈঃস্বরে ঐ এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আরো দুই একবারেও উত্তর না পাইয়া প্রমোদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। প্রমোদ স্বভাবতঃ উদ্ধত এবং চিত্তদমনে অপটু, যাহা যখন মনে আসি[illegible]ই মনের বেগ অনুসারেই চলিতেন, ভগিনীকে এই [illegible]বার নিরুত্তর দেখিয়া সরোষে টেবিলে আঘাত করিয়া [illegible]বার বলিলেন,

"কেন বিবাহ করিবে না বল।"

বালিকা ভয়ে জড় সড় হইয়া পড়িল, তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, কি উত্তর দেওয়া উচিত, কি অনুচিত তাহা ভাবিবার ক্ষমতাও রহিল না। হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে আপনাআপনি আবার তাহার এই উত্তরটি উছলিয়া উঠিল—"আমার বিবাহে ইচ্ছা নাই।"

প্র। "তোমার ইচ্ছা! বাঙ্গালির মেয়েদের আবার বিবাহে ইচ্ছা অনিচ্ছা কি? তোর ইচ্ছার উপর বিবাহের কি নির্ভর করিতেছে? আমার ইচ্ছাই কি যথেষ্ট নয়?"

বালিকা আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। যে উত্তর দিয়া ফেলিয়াছে তাহাতেই যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, শুষ্ক ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল—বিশাল চক্ষুর শূন্য-দৃষ্টি শূন্যেই সংলগ্ন হইল। তখন প্রমোদ আরো ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,

"আমার ইচ্ছাই যথেষ্ট, আমি যে তোর ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম সে অনুগ্রহ মাত্র। তোর ইচ্ছা শুনিতে চাই না আমার ইচ্ছাতেই তোর বিবাহ করিতে হইবে।"

তখন বালিকা যেন কোন দৈব শক্তিতে উত্তেজিত হইয়া, যেন নিরাশার অপ্রতিহত তেজে উত্তেজিত হইয়া বলিল,

"দাদা, অনিচ্ছায় বিবাহ করিতে নাই, ইহা কি তোমার কাছেই শিক্ষা পাই নাই! তুমি আজ আপন কথার ব্যতিক্রম করিবে?"

প্রমোদ এই কথায় সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,

"হাঁ, আমার সেই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল আজ পাইলাম বটে। আচ্ছা, তোর বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই, আমারো তোকে আর খাওয়াইতে পরাইতে ইচ্ছা নাই। তোর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। আমি তোর মুখ দেখিতে চাহি না, দূর হইয়া যা।"

এই খাওয়া পরার কথাগুলি বালিকার হৃদয়ে বড়ই লাগিল, কথাগুলি হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ হইল। সামান্য অন্ন বস্ত্রের কথা লইয়া প্রমোদ তাহাকে আজ মর্ম্ম-পীড়িত করিতে পারিলেন! বালিকা আর মনোবেগ শামলাইতে পারিল না। কষ্টে দুঃখে বালিকার মস্তক আপনিই নত হইয়া পড়িল। হস্তে মস্তক রাখিয়া কনক, যন্ত্রণার অনলাশ্রুতে হস্ত ভাসাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রমোদ নরম হইয়া পড়িলেন—তাঁহার মায়া হইল। প্রথম রাগের মাথায় অন্ন বস্ত্রের কথা বলিয়াই পরক্ষণে পশ্চাত্তাপ করিতে লাগিলেন। তিনি চৌকি হইতে উঠিয়া, কয়েক বার গৃহে পদচারণা পূর্ব্বক কনকের কাছে আসিয়া বলিলেন,

"কনক, আর কাঁদিস নে। আপাততঃ এখনি আর তোর বিবাহের কথা তুলিব না—যা ঘরে যা।"

কনক আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। প্রমোদ রাগে দুঃখে অনুতাপে মুহ্যমান হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মু[illegible]।

সে দিনটা কনকের কাঁদিয়াই কাটিয়া গেল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া ব্যথিত চিত্তে নীরজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল; কনক কাঁদিবার সমস্ত কারণই তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া নীরজার প্রথম একটু মমতা হইল; কিন্তু আবার প্রমোদের কাছে সকল শুনিয়া বুঝিতে পারিল কনকেরি সব দোষ, নীরজা তখন কনকেরই প্রতিই বিরক্ত হইল। নীরজা, বালিকা, স্বামীর দোষ কিছুই দেখিতে পায় না, নীরজা জানে তাহার স্বামী যাহা করেন বা বলেন তাহা কখনই অন্যায় হইতে পারে না, স্বামী যাহা কহেন সকলি উচিত বাক্য, সকলি বেদবাক্য। স্বামীর মতের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে সে বিরক্ত হইত, সে তাহাতে চটিয়া যাইত। কনক বিবাহ করিতে অসম্মত হইয়াছে বলিয়া সে কনকেরই প্রতি বিরক্ত হইল। অবশ্য কনক দোষী, নহিলে স্বামী কখনই বিরক্ত হইতেন না, স্বামী কখনই অন্যায় রূপে কাহারো উপর বিরক্ত হন না; তবে, এরূপ স্থলে নীরজা কি করিয়া দোষীর দুঃখে সমদুঃখী হইবে? সে প্রথমে বিবাহের জন্য কনককে কত বুঝাইল, শেষে অকৃত-কার্য্য হইয়া বিরক্তভাবে বলিল——

"তুই ভাই, বড় একরোকা মেয়ে; সাধে কি উনি বকেছেন? সে তোর আপন দোষেরি শাস্তি। নে, বাবু, যা' ইচ্ছা কর; তিনি যখন পারেন নি তখন কি আমি তোকে পারব? আমার চেষ্টা করাই বৃথা।"

বালিকা নীরজা আজ প্রৌঢ়ার ন্যায় কনককে বকিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল। কনক প্রমোদের কথায় অসম্মত হইল ইহাতেই বালিকার রাগ, প্রমোদের কথা লোকে না শুনিয়া যে কি রূপে থাকিতে পারে তাহা সে বুঝিতেও পারিত না।

কনক সমস্ত দিন নির্জ্জনে কাঁদিল। সমস্ত দিন রাগ করিয়া নীরজা আসিল না; সন্ধ্যাবেলা একবার নীরজা আসিয়া বলিল—

"কনক, আমি তোর বিবাহের অনিচ্ছার কারণ জানি, তুই হিরণকে চাস্।—না? কিন্তু এ কথা জান্‌লে তোর দাদা তোর উপর আরো বিরক্ত হবেন তা' জানিস? আমি এই ভয়ে তাঁর নিকট তোর মনের কথা এখনো বলি নাই। যে লোক তোর দাদার পরম শত্রু, কনক তাকে তুই কি ক'রে ভাল বাস্‌লি। এই কি তোর অসীম ভ্রাতৃস্নেহ? কনক এখনো বল্ যামিনীনাথকে বিবাহ করবি আমি দৌড়িয়া তোর দাদাকে বলিয়া আসি।" কনক বলিল, "হিরণ কখনই দাদার শত্রু নন, কেমন করিয়া তাঁর এ ভুল বিশ্বাস জন্মিল?" শুনিয়া আবার নীরজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "সকল জানিয়া শুনিয়া তবুও বল্‌বি তোর দাদার ভুল

বিশ্বাস! তোর কাছে আজ কাল তোর দাদারি যত দোষ, আর তোকে কিছু বলতে আস্‌ব না, আমি চল্‌লেম, তোর যাহা ইচ্ছা কর্।”

যে নীরজা কনককে এত ভাল বাসিত সেই আজ স্বামীর অসন্তুষ্টি-বশত কনকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। সে রাত্রে কনকের আর নিদ্রা আসিল না। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল করিতে, কনক গঙ্গা তীরে আসিয়া, জলে পা রাখিয়া একটি সোপানে আসিয়া বসিল। যে দিন সুশীলার মৃত্যু হয় সে দিন এই খানে এই গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছিল তাহা মনে পড়িল, মনে হইল আজ সেই খানে ডুবিলে তাহাকে রক্ষা করিবার আর কেহই নাই, আজ আর হিরণকুমার তাহাকে রক্ষা করিতে আসিবেন না। বালিকা ভাবিতে ভাবিতে হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আপন মনে মৃদু মৃদু গাহিতে গাহিতে প্রভাত-সমীরণে গঙ্গাবক্ষঃস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি-মালাবিক্ষেপ দেখিতে লাগিল।

গাহিতে গাহিতে হঠাৎ একবার হস্ত হইতে মস্তক তুলিয়া অশ্রু মুছিতে গেল অমনি দেখিল নিকটে কে দাঁড়াইয়া। কনক সেই মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিল হিরণকুমার।

হিরণ শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যে ছুটী লইয়াছিলেন, এখনো তাহার এক মাস বাকি আছে। কিন্তু সে ছুটীতে তিনি এলাহাবাদ ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে পারিতেছিলেন না। যত দিন বাকি আছে, তত দিন

এলাহাবাদেই কাটাইবেন স্থির করিয়া এইখানে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া ছিলেন। কিন্তু সকালে বিকালে প্রায়ই তিনি নদীতে নৌকা করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেন। নদীতে বেড়াইতে তাঁহার বড় ভাল লাগিত। শরীরের জন্য আর কোথাও যাওয়ার তাঁহার আবশ্যক বোধ হইত না। হিরণকে দেখিয়া আহ্লাদে বিস্ময়ে সলজ্জ-ভাবে কনক তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। অনেক ক্ষণ কাহারো মুখে কোন কথা ফুটিল না। উভয়েই যেন মন্ত্র-মুগ্ধ, উভয়েই যেন চির-পরিচিত অথচ উভয়েই যেন চির-অপরিচিত; উভয়েরই হৃদয় পূর্ণ, অথচ উভয়েরি মুখে কথা নাই।

অনেক ক্ষণ পরে হিরণ বলিলেন, "নৌকায় বেড়াইতে বেড়াইতে কতদিন তোমাকে দেখিয়া, এখানে আসিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু এরূপ স্থলে তোমার সহিত দেখা করা অন্যায় বিবেচনায় সে লোভ কষ্টে সম্বরণ করিয়া আসিয়াছি। আজও আসিবার আগে কতবার ঐ কথা ভাবিয়াছি ঠিক নাই কিন্তু আজ আর কোন মতে থাকিতে পারিলাম না। কনক, আমার অন্যায় মার্জ্জনা করিও আমি আর কখনো আসিব না—উঃ কত দিন তোমার সহিত দেখা হয় নাই।"

হিরণ যে আসিয়া অন্যায় করিয়াছেন কনকও এই কথা মনে মনে ভাবিতেছিল কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। হিরণ বলিলেন,

"কনক, তুমি বোট হইতে বাড়ী আসা অবধি যে

কি কষ্টে দিন অতিবাহিত হইতেছে বলিতে পারি না। সে কষ্ট আর সহ্য করিতে না পারিয়া আজ আমি তোমার নিকট যাতনা খুলিয়া বলিতে আসিয়াছি, আমার এই অসম সাহস কি তুমি মাপ করিবে না। আমি ভাবিলাম যে যেমন মৃত্যুর সময়ে বিষ পর্য্যন্ত বিধান হইতে পারে, তেমনি আমার এই মৃত্যু যন্ত্রণার সময় এরূপ কার্য্য করিলেও বিশেষ দোষী হইতে পারি না; কনক, নিতান্ত অসহ্য না হইলে আমি আজ এরূপে কখনো আসিতাম না। আর আমি এরূপ গুমরিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কনক, প্রথম সাক্ষাতে আমি আপনার মন আপনি বুঝি নাই। বুঝিলেও তখন আমার হৃদয়ের কথা তোমাকে বলিতে সাহসী হই-তাম না। তোমাকে ছাড়িয়া অবধি আমি শান্তি হারাই-য়াছি, পৃথিবীতে আমার সুখ নাই, শয়নে স্বপনে সকল সময়েই তোমার ঐ কনক-প্রতিমা বই আর কিছুই দেখিতে পাই না। কনক, আমি তোমার কাছেই হৃদয় হারাইয়াছি?”

হিরণ মনের ঝোঁকে এক নিশ্বাসে সমস্ত কথা গুলি বলিয়া গিয়া নিশ্বাস লইবার জন্য থামিলেন। বালিকা আর তাঁহার কথার কি উত্তর দিবে? সেই পদ্ম-নেত্রের নীরব-অশ্রুই তাঁহার কথার উত্তর দিল। হিরণ আবার বলিলেন “কনক, আমার একটি কথার উত্তর দেও। তোমার একটি কথার উপর, আমার জীবন মরণ সমস্তই

নির্ভর করিতেছে ; কনক, আমার এই অসীম ভাল বাসার কি প্রতিদান পাইব ?”

কনক মনে মনে বলিল, “আমার বুক চিরিয়া দেখাইবার হইলেও কথা জিজ্ঞাসা করিতে না” কিন্তু তাহার মনের কথা মনেই মিশাইয়া গেল, মুখে ফুটিল না।

হিরণ তাহার মৌনভাবে আশ্বাসিত হইয়া আবার বলিলেন “কনক, বল বল আর আশঙ্কার ব্যাকুলতায় রাখিও না। তুমি নিজে হন্তারক না হইলে আমার সুখে বাধা দেবার আর কিছুই নাই। আমি তোমার হস্ত প্রার্থনা করিলে তোমার ভ্রাতা এখনি যে তাহাতে সম্মত হইবেন, ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কনক, আমি তোমাকে বাঁচাইয়াছি, কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তোমার হস্ত আমাকে দিতে কখনই তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না, এখন তোমার উপরেই আমার সুখের সম্পূর্ণ নির্ভর। কিন্তু এইমাত্র তোমাকে আমি বলিতেছি যে তোমার সঙ্গে আমি কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক চাই না,—ভালবাসার উত্তর ভালবাসা, আমি তোমার সেই ভালবাসার উপরেই নির্ভর করিতেছি।”

এদিকে দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, গঙ্গাস্নানে আগমনকারী বয়স্থগণের কথোপকথনের রেশ আসিয়া প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষে যেন ঈষৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল, পাখীদের কলরবে, দূর-গ্রামস্থ লোকদের জাগ্রত-কোলাহলের অস্পষ্ট-গুন গুন-শব্দে কনকের যেন মোহ ভাঙ্গিল। বালিকা দেখিল তাহাদের দুজনের এরূপ থাকা

আর কোন মতে উচিত নয়; আর অধিক ক্ষণ হিরণ থাকিলে বিপদ ঘটিবারও সম্ভাবনা, কিন্তু বুঝিয়াও কনক তৎ-ক্ষণাৎ হিরণকে "যাও" বলিতে পারিল না। এক দিকে ন্যায় অন্যায় বিবেচনা, অপর দিকে মনের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস; শেষে ন্যায়ই জয়ী হইল;

কনক বলিল, "তুমি আর বিলম্ব করিও না।" হিরণের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন আর অধিক ক্ষণ থাকা বাস্তবিকই তাঁহার উচিত নহে।

তিনি বলিলেন, "আচ্ছা আমি যাই, আবার কবে দেখা হইবে জানি না; আর কখনো হইবে কি না তাহাও জানি না। কিন্তু যাইবার আগে আবার ঐ কথাটি জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি আমার কথায় উত্তর দেও, কনক বল তুমি আমাকে ভালবাস?"

কনক ক্ষণেক নীরব ভাবে থাকিয়া আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কতবার থামিয়া থামিয়া অবশেষে কষ্টে লজ্জা অতিক্রম করিয়া বলিল, "বাসি।"

এই কথাটিতে হিরণের মাথার উপর দিয়া চকিতের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিয়া গেল, হৃদয়ের দ্বারে শোণিত-উচ্ছ্বাস যেন বেগে আসিয়া ঝাঁপিয়া পড়িল, তখন কি বলি-বেন, খুঁজিয়া না পাইয়া আহ্লাদে গদগদ কণ্ঠে হিরণ বলি-লেন, "তবে এখন চলিলাম।"

বলিয়া অদূরে তাঁহার জন্য যে নৌকা অপেক্ষা করিতে-ছিল তাহাতে গিয়া উঠিলেন।

নৌকায় উঠিয়া যতক্ষণ কনককে দেখা গেল সতৃষ্ণ নয়নে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রোষ।

কনকের সেই "বাসি" কথাটি নিশাকালের বীণা-ঝঙ্কারি-বৎ হিরণের কর্ণে লাগিয়া রহিল। অমন মিষ্ট কথা হিরণ আর কখনো শোনেন নাই, শুনিবেনও না। হিরণকুমার আবার সেই দিনেই কনকের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়া প্রমোদকে এক পত্র লিখিলেন। প্রমোদ যে তাঁহার সহিত কনকের বিবাহে আপত্তি করিবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। হিরণের পত্র পাইয়া প্রমোদ আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিলেন। একে পূর্ব্ব দিন সেই কনকের সহিত মনান্তর হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না; তার পর সেই অবস্থায় এই চিঠি পড়িয়া তাঁহার ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তাঁহার বন্ধুর সহিত কনকের বিবাহ দিতে পারিলেন না, আর হিরণ কোথাকার কে? তাহার কথা আবার কনককে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? তাহার সহিত কনকের বিবাহের কথা! হিরণের স্পর্দ্ধা তাঁহার মার্জ্জনীয় বোধ

হইল না। কনকের সহিত হিরণের বিবাহ অসম্ভব ইহা তিনি তখনি স্পষ্ট করিয়া হিরণকে লিখিতে বসিলেন। কিন্তু বিবাহ না দিবার কি কারণ দিবেন? হিরণকে কি লিখিবেন যে "তুমি আমার শত্রু সেই জন্য কনকের রক্ষাকারী হইলেও আমি তাহাকে তোমায় দিব না?" এ কথা তো আর লেখা যায় না, তবে কি কারণ দিবেন? কারণ—কনকের বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই। প্রমোদ তাহাই লিখিবেন ভাবিয়া কনককে ডাকিলেন, তিনি জানিতেন যে কনক কথনই বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। তবে, কাল বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ী করিয়া কনককে কষ্ট দিয়াছেন, রাগে যাহা ইচ্ছা বলিয়াছেন; আজ এক জনের বিবাহ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া কনককে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছায় ডাকিলেন। আজ আবার না জানি কি হইবে ভাবিয়া বালিকা ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। যখন দেখিল প্রমোদের মুখে রাগের লক্ষণ কিছুই নাই তখন সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

প্রমোদ হিরণের পত্র খানি তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই দেখ, কনক, হিরণ আবার তোমার সহিত বিবাহ প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু আমরা এ প্রস্তাবে অসম্মত তাহাই এখন উত্তরে লিখিতে বসিয়াছি; কেমন আজ সন্তুষ্ট হইলে তো? আজ তো আমি তোমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে বলিলাম না।"

হিরণের সেই পত্র খানি কনক পড়িতে গেল; একবার

তাহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; কিন্তু হাত ঠিক রাখিয়া পড়িতে পারিল না, আপনা আপনি হাতটি যেন নীচু হইয়া পড়িল, কনকের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ওষ্ঠে ভালে রক্ত পদ্মে নীহারবৎ শোভিত হইল; বালিকা মৌনে সেই চিঠিখানি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক বর্ণও পড়িতে পারিল না।

প্রমোদ তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন,

"বিবাহের প্রস্তাব পড়িতেও বুঝি কষ্ট হয়? তবে দাও,"

বলিয়া চিঠি খানি কনকের হাত হইতে লইয়া তাহার উত্তর লিখিতে বসিলেন, কনক সেইরূপই দাঁড়াইয়া রহিল।

লিখিতে লিখিতে একবার মুখ তুলিয়া প্রমোদ বলিলেন,

"তবে লিখিয়া দিই তোমার বিবাহে অনিচ্ছা। কেমন তা' হ'লে সন্তুষ্ট হবে তো?"

এই কথায় কনককে যেরূপ হর্ষোৎফুল্ল দেখিতে আশা করিয়াছিলেন, সেরূপ দেখিতে পাইলেন না। দেখি-লেন সেই মুখ অধিকতর গম্ভীর, আরক্তিম চক্ষু দুটি অশ্রু ভারাক্রান্ত, অথচ তাহাতে অশ্রুর চিহ্নমাত্রও নাই। তিনি আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন,

"কনক, আজ তোমার ওরূপ ভাব হইল কেন? আজ তো আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনুরোধ করিতেছি না।"

বালিকা কিছুই উত্তর করিল না, কেবল তাহার ওষ্ঠা-ধরে লজ্জার ঈষৎ মৃদু, অথচ অন্তিম হাসির ন্যায় শুষ্ক হাসির

রেখা পড়িল; হাসির আদর্শে ওষ্ঠাধর ঈষৎ কুঞ্চিত হইল মাত্র। কনককে কাল হইতে আজ পরিবর্ত্তিত দেখিয়া প্রমোদ কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, নানা সন্দেহে তাঁহার মন আন্দোলিত হইল।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কনক, তুমি কি ভাবিতেছ এ বিবাহে আমার ইচ্ছা আছে, কেবল তোমার ইচ্ছায় অনুরোধেই আমার এরূপ পত্র লেখা? সেই ভাবিয়া কি খুসী হইয়াও হইতে পারিতেছ না? না, তাহা ভাবিয়া কষ্ট পাইও না। কাল যদিও তোমার অসম্মতিতে আমি কষ্ট পাইয়াছিলাম কিন্তু এ বিবাহে আজ আমারো অনিচ্ছা।"

এই আশ্বাস-বাক্যেও কনককে কোন কথা কহিতে না দেখিয়া প্রমোদ অবাক হইয়া রহিলেন। কাল বিবাহের কথায় কনক অত দুঃখিত হইয়াছিল, আজ সেই বিবাহে প্রমোদকেও অসম্মত দেখিয়া কোথায় তাহার আহ্লাদ ধরিবে না—না আজ একি বিপরীত ভাব! প্রমোদের আশ্বাস-বাক্যেও কেন কনক কথা কহিতে সঙ্কুচিত হইতেছে? আজ কি কনকের তবে বিবাহে ইচ্ছাই আছে? প্রমোদ বলিলেন,

"কনক, তোমারি মনের কথা আমি লিখিতেছি, বিবাহে ইচ্ছা নাই ইহা তোমারি কথা, তবুও তুমি স্পষ্ট করিয়া আর একবার বল বিবাহ করিবে না, তাহা হইলে আমার পক্ষে লিখিবার আরো সুবিধা হইবে।"

কনক পাষাণ-প্রতিমাবৎ নিরুত্তর; চক্ষে স্থির দৃষ্টি,

তাহাতে পলক নাই, জ্যোতি নাই, আহ্লাদ নাই, বিষাদ নাই, বদনমণ্ডল পাংশু বর্ণ, হৃদয়ে রক্ত-স্রোত বহি-তেছে কি না সন্দেহ।

কনকের ভাব দেখিয়া প্রমোদ এবার একটু বিরক্তির ভাবে বলিলেন "কনক, কথা কও না ; চুপ করিয়া রহিলে যে?"

কনক, কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কথা আট-কিয়া গেল, বলিতে পারিল না। প্রমোদ উত্তরের আশায় অনেক ক্ষণ মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

"কনক তুমি দেখছি আমাকে পাগল ক'রে তুলবে? এই কাল দৃঢ় ভাবে বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে আজ কথা কইতে কি হ'ল, বিবাহ করিবে নাকি? আমাকে উত্তর দেও।"

উত্তর অভাবে প্রমোদকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া অতি কষ্টে লজ্জা চাপিয়া বালিকা ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে যেন মুখ খুলিল, কিন্তু এবারেও বলিতে গিয়াই থামিয়া গেল, কোন মতে আর কথা মুখের বাহির হইল না। আর কিছু বলিবারও আবশ্যকও রহিল না; বার বার ঐরূপ ভাব দেখিয়া প্রমোদ বুঝিলেন তাহার বিবাহে ইচ্ছা আছে; নহিলে, কথা কহিতে সঙ্কুচিত হইবার তো আর কোন কারণই দেখি-লেন না। কাল কনক কোন মতেই যামিনীনাথের সহিত বিবাহে সম্মত হইল না, আর আজ তাহার হিরণকে বিবাহ

করিতে ইচ্ছা? প্রমোদের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি এখন বুঝিলেন এই কারণেই তবে কনক কাল বিবাহে অসম্মত হইয়াছিল। হিরণকে তাঁহার কণ্টক স্বরূপ মনে হইল, মনে মনে তাহারি উপর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। হিরণ না হইয়া অন্য কাহাকেও যদি আজ কনক বিবাহ করিতে চাহিত তাহা হইলে প্রমোদ সেই সম্মতির অন্য কোন কারণ দেখিতে পাইতেন, মনে করিতেন কাল বিবাহে কনক অসম্মত হওয়াতে প্রমোদ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই কনক আজ বিবাহে সম্মত হইল। কিন্তু হিরণ বলিয়া প্রমোদের একথা মনেও আসিল না।

তিনি রোষ-কম্পিত স্বরে বলিলেন,

"তুমি জান এ বিবাহে আমার বিশেষ অনিচ্ছা?"

বালিকা মৃদু ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না।"

প্র। "এখন তো জানিলে এখন কি করিতে প্রস্তুত আছ?"

উত্তর না পাইয়া আবার বলিলেন,"

"তুমি বিবাহ করিতে পার, আমি কিছুই বলিব না, কিন্তু তাহা হইলে তোমাতে আমাতে এই পর্য্যন্ত সম্পর্ক শেষ হইল—একথা যেন মনে থাকে।" প্রমোদ হিরণকে মনে মনে শত শত অভিসম্পাত দিতে দিতে ক্রোধ ভরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

হিরণকে—তাঁহার চিরশত্রু হিরণকে কনক ভাল বাসিল! হিরণের জন্যই তাঁহার বন্ধুকে বিবাহ করিতে চাহিল না,

হিরণের জন্যই তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিল, তাঁহার মনোরথ ব্যর্থ করিল! বার বার হিরণ হইতেই কি তিনি আঘাত পাইতেছেন না? তাঁহার শক্রতা করিতেই হিরণের জন্ম।

প্রমোদ তখনি হিরণের চিঠির উত্তর লিখিয়া দিলেন যে বিবাহ হইবে না।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দলিত-কলি।

পর দিন সন্ধ্যাকালে কনক গঙ্গাতীরে বসিয়া নদী-জলের সহিত অশ্রু-জল মিশাইতে মিশাইতে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছিল। গান গাওয়া কেমন কনকের অভ্যাস, সে সর্ব্বদাই আপন মনে গুণ গুণ না করিয়া থাকিতে পারিত না। গাহিতেছিল,

এ জনমের মত সুখ ফুরায়ে গিয়েছে, সখি,
এখনো তবুও হৃদে জ্বলিছে দুরাশা একি?
জানি এ অভাগী ভালে সুখ নাই কোন কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি,
এত যে যতন করি এ অগ্নি নিভাতে নারি,
প্রেমের এ দাবানল জ্বলি ওঠে থাকি থাকি।"

গুণ গুণ করিয়া বালিকা কিছু পরে থামিল। সোপানের সীমানা পার্শ্বে যেখানে জলে কতক গুলি ক্ষুদ্র গাছ গাছড়া লতা পাতা জন্মিয়াছিল, সেই খানে হাত বাড়াইয়া তাহা হইতে একটি ডাল ভাঙ্গিয়া লইল। ডালটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া জলে ফেলিয়া দিতে দিতে, সেই ভাসমান অংশ-গুলি দেখিতে দেখিতে আপন মনে কত কি ভাবিতে লাগিল। কনকও এক দিন এই ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছিল, কেন কনকের মত অভাগিনীকে হিরণকুমার তখন বাঁচাই-লেন? "হিরণকুমার, কেন তুমি বাঁচাইয়াছিলে? বাঁচাইলেই বা কি করিয়া বলিব? যে প্রাণ দিয়াছিলে তাহাতো আপনিই আবার কাড়িয়া লইয়াছ, কেবল যাতনা বই কন-কের জন্য আর কিছুই রাখ নাই। কেবল যাতনার জন্য কি জল হইতে না তুলিলেই ভাল হইত না। এরূপ জ্বলন্ত আগুণে পোড়া অপেক্ষা কি জলে ডুবিয়া মরা ভাল নয়? না, না, বাঁচাইয়াছিলে বেশ করিয়াছ নহিলে এত যাতনা কে সহিত? নহিলে—নহিলে এত সুখই বা কে ভোগ করিত? নহিলে হিরণকুমার, তোমাকে দেখিবার সুখ কোথায় পাইতাম? এর পর এখন আজীবন কষ্ট পাই, সেও ভাল।"

কনকের ভাবনা সহসা ভঙ্গ হইল; দেখিল নিকটে হিরণকুমার দণ্ডায়মান। হিরণের মূর্ত্তি আজ বিষাদময়, প্রশস্ত ললাট ঘর্ম্মসিক্ত, চক্ষু আরক্তিম এবং ঈষৎ স্ফীত, মনে হয় অল্প ক্ষণ পূর্ব্বে যেন বিষম কষ্টের কান্না কাঁদি-

য়াছেন। সেই দুঃখের সময়, সেই যাতনা-পীড়িত মনের অবস্থায়, সহসা হিরণকে দেখিতে পাইয়া বালিকার মনের ভাব কিরূপ হইল, বালিকা কিরূপ শান্তি পাইল, তাহা বলিবার নহে। নিমেষে যেন মন্ত্রবলে তাহার সকল দুঃখ দূর হইল। কিন্তু আবার অমনি সেই এক সময়েই তাহার মনে আসিল, এই সময় কি তাহাদের এরূপ সাক্ষাৎ দূষ-ণীয় নহে? বাল্য কাল হইতে কনক যেরূপ শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছিল তাহাতে তাহার এইরূপ সাক্ষাৎ অনুচিত বলিয়া বোধ হইল। কনক সেই জন্য মনের স্বাভাবিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলিল, "আজ আবার তুমি আসিলে কেন? আমাদের এরূপ সাক্ষাৎ——"

হিরণ বিষাদ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,

"কনক আমার হৃদয় পুড়িতেছে এখন আমার উচিত অনুচিত জ্ঞান নাই। কিন্তু কনক কেহ আমাকে দেখিবার আগে আমি এখনি চলিয়া যাইব। যাহাতে তোমার এক বিন্দুও হানি হয় কখনই আমা হইতে এমন কিছু ঘটিবে না। চিরকাল পুড়িয়া মরি সেও স্বীকার তবু তোমার ছায়াকেও আমা হইতে তিল মাত্র অপকার স্পর্শ করিতে দিব না। কাল তো প্রতিজ্ঞাই করিয়াছিলাম যদি কখনো বিবাহ হয় তো আবার দেখিব নহিলে কালকের দেখাই শেষ। কিন্তু যখন প্রতিজ্ঞা করি, তখন আমার হৃদয় আশাপূর্ণ ছিল, তখন জানিতাম না যে ভগ্ন হৃদয়ে আবার এইরূপে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আসিব। কনক আজ

একটিবার জন্মশোধ তোমাকে দেখিতে আসিলাম। এ ইচ্ছাকে আমি কোন মতে দমন করিতে পারিলাম না। আমি অপরাধী কিন্তু অভাগা বলিয়া দোষ মাপ করিও।”

কনক ইহার আর কি উত্তর দিবে? সেই বালিকার হৃদয়তো আর পাষাণ-নির্ম্মিত নহে।

হিরণ বলিলেন,

“কনক, সরলে, তোমার ভ্রাতার চিঠি পাইয়া অবধি আমাতে আর আমি নেই, তাঁহার এ বিবাহে অসম্মতির কারণ কি?” কনক অনেক ক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া শেষে যাতনার মর্ম্মভেদী-স্বরে সজল-নেত্রে উত্তর করিল,

“তিনি তোমাকে তাঁহার শত্রু মনে করেন।”

হি। “আমি তাঁহার শত্রু! কিসে তাঁহার এরূপ মনে হইল? আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া তাঁহার ভ্রম দূর করিব।”

ক। “সে ভুল বিশ্বাস যাইবে এমন বোধ হয় না” তাঁহার সেই ভ্রম বিশ্বাসের কারণ বালিকা যা পারিল একটু বলিল।

হিরণকুমার যাতনা-কম্পিত-স্বরে বলিয়া উঠিলেন “তবে কনক, আমার কনক কি কখনই আমার হইবে না?” কাহারো আর কথা কহিবার শক্তি রহিল না দু’জনে সেই নীরব সন্ধ্যাকালে নীরব অশ্রুবারি গঙ্গাবারিতে মিশাইতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু পরস্পর দু’জনেই পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। কিছু পরে হিরণকুমার বলিলেন,

"কনক, আমরা মনে মনে দু'জনকে দু'জনে ভালবাসিয়াছি, হৃদয়ে হৃদয়ে আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কনক, তোমার ভ্রাতার মতের বিরুদ্ধে কি আমাদের বিবাহ হয় না?

ক। উঃ! ও কথা মুখে আনিও না। তা' কি ক'রে হবে?

হিরণকুমার ভগ্ন হৃদয়ে বলিলেন,

"তুমি আমার মত আমাকে পাইতে ব্যগ্র নহ বলিয়া ওকথা বলিতে পারিলে, আমার মত ভালবাস না বলিয়া ওকথা বলিতে পারিলে, তোমাকে না পাইলে আমি চিরকাল পুড়িয়া মরিব চিরকালের জন্য আমার সুখ বিনষ্ট হইবে, ইহা জানিয়াও তোমার ভ্রাতার একটু মনঃক্ষোভের ভয়ে তুমি আমাকে চিরকাল অসুখী করিতেও প্রস্তুত? সরলে, তোমার নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃস্নেহ কি জ্বলন্ত! কনক, আমি যদি তোমার ভাই হইতাম, তাহা হইলে এইরূপ স্বর্গীয় ভাল বাসা আমার হইত!"

হিরণের কথায় কনক নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল, হিরণের প্রত্যেক কথা গুলি তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। কনক হিরণকে তেমন ভাল বাসে না, এই কথা আজ হিরণকুমার নিজে বলিলেন! তা' যদি হইত তাহা হইলে কনকের এত কষ্ট পাইতে হইত না। কনকের কাহার জন্য এত কষ্ট? কাহার জন্য এত জ্বালা? কাহাকে হৃদয় দিয়াছে বলিয়া ভ্রাতার কথায় অসম্মত হইয়া ভ্রাতাকে কষ্ট দিল! কাহার জন্য আজ ভ্রাতার সহিত মনোবিচ্ছেদ

পর্য্যন্ত ঘটিল? হিরণের অপেক্ষা প্রমোদকে ভাল বাসিলে কি তাহা হইত? ভ্রাতার অমতে কেবল কনক বিবাহ করিতে চাহে নাই বলিয়া কি হিরণের ঐরূপ ভাবা উচিত ছিল? বিবাহ না হইলে যে কনক চিরকাল জীবন্তে মরিবে তাহা কি হিরণের জ্ঞান হইল না? হিরণ আজ তাহাকে দোষী করিলেন! কনকের যতই কষ্ট হউক না, ন্যায়ের বিপরীতে কি করিয়া কাজ করিবে? ভ্রাতৃস্নেহ হইতে কনকের প্রণয় যতই বলবৎ হউক না ভ্রাতার অমতে কাজ করিয়া ভ্রাতাকে কষ্ট দিবে কি করিয়া? হিরণ কেন এসকল বুঝিলেন না?

হিরণ তুমি বড় নিষ্ঠুর! বালিকার এই দগ্ধ হৃদয়ে আরো জ্বালা দিলে। কনক যদি দেখাইতে পারিত তো দেখিতে সে তোমার অধিক তোমাকে ভাল বাসে কি না। কিন্তু কনক বালিকা, কথা কহিতে জানে না, প্রকাশে অক্ষম, তাই তুমি আজ ও কথা বলিয়া তাহাকে যাতনা দিতে পারিলে!

হিরণ আবার বলিলেন, "তবে, কনক, সরলে, আমি চলিলাম আজ অবধি সকল সুখে বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম, তোমার জন্যই সকল জলাঞ্জলি দিব। আর আমার সংসারে কাজ কি; অর্থে কাজ কি? তোমাকেই যদি না পাইলাম তবে আমার আর কিসে কাজ? আমি ধন সম্পদের আকাঙ্ক্ষী নহি, আমি পদ-মর্য্যাদার জন্যও লালায়িত নহি। তোমাকে বিবাহ করিয়া কল্পনার মরুভূমেও যে নন্দনকানন

সৃজন করেছিলেম, তুমিই স্বহস্তে যদি তাহাতে দাবানল জ্বালাইলে, তাহা হইলে আমার এই শূন্য, উদ্দেশ্য-হীন জীবনে প্রয়োজন কি? আমি সংসার ছাড়িব, দেশে দেশে বনে বনে সন্ন্যাসী-বেশে ভ্রমণ করিব, তাহাতে যদি তোমাকে ভুলিতে পারি তো ভুলিব, নহিলে তোমারি মূর্ত্তি আজীবন ধ্যান করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব। সরলে, তুমি অভাগাকে ভুলিয়া যাও, যদি কখনো মনে আসে মনে স্থান দিও না। আমার ভাবনা তোমাকে তিলমাত্রও যেন ব্যথা না দেয়। যদি জানিতে পারি আমাকে ভুলিয়া তুমি সুখে আছ, ভ্রাতার মতে বিবাহ করিয়া সাংসারিক সুখে প্রফুল্ল আছ, তাহা হইলে বনে, অরণ্যে অতি দীন ভাবে থাকিয়াও আমি সুখী হইতে পারিব। চলিলাম আর কখনো এই অভাগাকে দেখিতে পাইবে না।"

হিরণের অর্দ্ধেক কথাও কনকের কর্ণে প্রবেশ করিল না, কনক তখন আপনাতে আপনি ছিল না। যখন কনকের চমক ভাঙ্গিল, যখন বালিকা কনকের আজ কথা ফুটিল, যখন বালিকা বলিল, "হিরণকুমার, আমার নিজের কষ্ট আমি আজীবন সহিতে পারি, কিন্তু তোমার কষ্ট কি করিয়া সহিব? তোমার কনক তোমার জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত।" তখন মস্তক তুলিয়া কনক দেখিল সেখানে হিরণ-কুমার নাই, পিছনে সেই আজন্ম-পরিচিত পথ ঘাট ও বৃক্ষা-বলী, সম্মুখেই সেই অনন্ত-কাল-প্রবাহিনী গঙ্গা। কনকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। বোধ হইল তাহার চরণতলে পৃথিবীর

কেন্দ্রস্থল পর্য্যন্ত যেন গহ্বর হইয়া গিয়াছে, কনক শূন্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। অজস্র অশ্রুধারা কনকের কপোল বাহিয়া পড়িতে লাগিল। হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে মর্ম্মভেদী কষ্টে অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কনক দ্রুতপদে ঘাট হইতে উঠিয়া খানিক দূর আসিল, কিন্তু আর অধিক দূর আসিতে পারিল না, ক্ষুদ্র বালিকা আর কত পারিবে? তীরে একটি গাছ তলায় আসিয়া আশ্রয় জন্য একটি শাখা ধরিল, ক্রমে হস্ত পদ শিথিল হইয়া সেই বৃক্ষ-তলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মেঘে বিজলি।

ইহার কয়েক দিন পরে হিরণ কনককে একখানি পত্র লিখিতেছিলেন। অনেক কষ্টে, পত্রখানি সাঙ্গ করিয়া অশ্রুজল মুছিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সে অশ্রু শুকাইল, মুখে নিরাশার দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক-ভাব প্রকটিত হইল। হিরণকুমার আবার কতকগুলি কাগজ পত্র লইয়া লিখিতে বসিলেন, বিষয় সম্পত্তির উইল করিয়া তাহা

বাক্সে রাখিলেন; যাহাকে যাহাকে পত্র লিখিবার ছিল লিখিয়া সমস্ত পত্র গুলি ডাকে পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে যে সকল জিনিস পত্র ছিল, চাকরদের ডাকিয়া তাহা দিলেন; চাকরেরা তাহার কে কোনটি লইবে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিল, হিরণকুমার অন্য গৃহে গিয়া বসিলেন। খানিক বসিয়া বসিয়া শুইলেন; ক্রমে সন্ধ্যা হইল, হিরণকুমার উঠি- লেন না, রাত্র নয়টা বাজিল, হিরণকুমার উঠিলেন না, বেগতিক দেখিয়া একজন ভৃত্য অগত্যা আসিয়া আহা- রের খবর দিল। এতক্ষণ হিরণকুমার ঘুমাইতেছিলেন কি না জানিনা, কিন্তু ভৃত্যের কথায় মুখ উঠাইয়া এক- বার তাহার পানে চাহিলেন। তাঁহার সেই পাংশুবর্ণ যাতনা-প্রকটিত-মুখ, তাঁহার সেই কোন ভয়ানক দৃঢ়- সঙ্কল্প-বিশিষ্ট অথচ অন্তিমকালের ন্যায় অসরল দৃষ্টি দেখিয়া ভৃত্য চমকিয়া উঠিল, আশ্চর্য্য হইয়া মৌনে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল, হিরণকুমার আবার মুখ নত করিয়া শুইলেন। ভৃত্য আর একবার বলিল, "আহার প্রস্তুত।"

হিরণকুমার কোন উত্তরই করিলেন না, মুখ তুলিয়া চাহিলেনও না। ভৃত্য আবার বলিল, "খাবার কি এখানে আন্‌ব?" তখন হিরণকুমার বিরক্তভাবে বলিলেন, "আমার ক্ষিদে নেই, আজ খা'ব না।" ভৃত্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল, আর কথা কহিতে সাহস করিল না।

হিরণকুমার বিছানা হইতে উঠিলেন, উঠিয়া একটি টেবিলের সম্মুখে চৌকিতে বসিয়া দীপালোকে আবার

কয়েকখানি পত্র লিখিতে লাগিলেন—মনে পড়িল, তাঁহার আরো দুই এক খানি পত্র লেখা আবশ্যক। এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া একটি পিস্তল দেখাইয়া বলিল,

"এইটি আপনি একদিন সাবধানে রাখিতে বলছিলেন, আসবার সময় সঙ্গে এনেছিলেম, এটা কি করিব?"

ভৃত্য এই বলিয়া পিস্তলটি টেবিলে রাখিল। হিরণের মনে পড়িল, একদিন একজন চোরের নিকট হইতে পিস্তলটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন; এবং সেই পিস্তল পুলিসে দেখাইয়া চোরের সন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে তাহা সাবধানে রাখিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ও অন্যান্য নানা ঘটনায় এতদিন পর্য্যন্ত ওকথা আর মনে হয় নাই। হিরণ অজ্ঞাত ভাবে পিস্তলটি হস্তে উঠাইয়া লইলেন, এদিক ওদিক করিয়া দেখিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, ইহার একটি গুলিতেই তো আজ তাঁহার সমস্ত যাতনাই দূর হইতে পারে। লোভ অসম্বরণীয় দেখিয়া ত্রস্তে তাহা আবার টেবিলে রাখিলেন। কিন্তু মনে হইল তাঁহার ভয় বৃথা, উহাতে গুলি নাই। ভাবিতে ভাবিতে আবার তাহা হস্তে লইলেন, সর্প যেমন তুণ্ডিকের বংশী-ধ্বনি হইতে ফিরিতে অক্ষম, হিরণকুমার তেমনি সেই পিস্তল হইতে দৃষ্টি উঠাইতে অক্ষম হইলেন। এই সময় একজন অপরিচিত লোকের সহিত একটি ভৃত্য এই গৃহে আসিয়া হিরণকে বলিল,

"কদিন হ'তে এই লোকটি চাকরীর উমেদারীতে

আস্‌ছে আমাদেরও তো কিছুদিন হ'তে আর একজন চাকরের আবশ্যক হয়েছে, এ'কে কি রাখবেন?"

হিরণকুমার এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তিনি তখন পিস্তল দেখিতে ব্যস্ত ছিলেন, দেখিতে দেখিতে পিস্তলের এক প্রান্তে মুদ্রাঙ্কণ অক্ষর দেখিলেন, পড়িয়া তাঁহার মুখ বিস্ময়-পূর্ণ হইল; দেখিলেন ইংরাজি অক্ষরে লেখা "যামিনী-নাথ রায়।" তিনি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "চোরের নিকট পিস্তল কাড়িয়া লইয়াছিলাম, ইহাতে যামিনী বাবুর নাম!" নবাগত উমেদার উত্তর-অপেক্ষায় সেই খানে দাঁড়াইয়া ঐ সকল দেখিতে ছিল। হিরণের ঐ বিস্ময়-প্রসূত কথাটি শুনিয়া সে আস্তে আস্তে হিরণের একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; পিস্তলটি বিশেষ লক্ষ্যের সহিত দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "এতে যামিনী বাবুর নাম? আমাকে একবার দেখ্‌তে দেবেন?"

ইহাতে হিরণ কিছু বিস্মিত হইলেন, যামিনীকে তিনি যেরূপ মন্দ লোক বলিয়া জানিতেন তাহাতে এই কথায় তাঁহার মন সন্দিগ্ধ হইল; তিনি উমেদারের হস্তে পিস্তলটি দিয়া বলিলেন, "তোমার কথায় বোধ হই-তেছে যে ইহার ভিতর কিছু গূঢ় ব্যাপার আছে?"

পিস্তলটি লইয়া সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিশেষ রূপে দেখিতে লাগিল, সেই মুদ্রাঙ্কণ অক্ষর গুলি দেখিল, তাহার মুখ চক্ষু আরক্তিম হইল, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "এ পিস্তল আমি চিনি, বাস্তবিকই এ যামিনী বাবুর

পিস্তল।” হিরণ তাহার ভাবে, তাহার কথায় অবাক্ হইলেন ; বলিলেন, “এ পিস্তল তবে চোরের হাতে পাইলাম কি করিয়া ?”

ভৃ। “চোর ! না সে চোর না—” বলিয়াই সে থামিল ; কি একটি কথা বলিতে যেন সে ভয় পাইতেছিল। শেষে যখন তাহার কথায় অন্য সকল ভৃত্যকে প্রস্থান করিতে আদেশ করিয়া হিরণ শপথ করিলেন যে বলিলে কোন হানি হইবে না, তখন সে বলিল,

“মহাশয়, সে চোর না, যামিনী বাবুর একজন চাকর—”

হি। “যামিনীর চাকর ! সেকি পিস্তল চুরি করিয়াছিল ?”

ভৃ। “না, যামিনী বাবুর হুকুমে প্রমোদ বাবুকে মার্‌তে গিয়েছিল—”

“যামিনী বাবুর হুকুমে প্রমোদকে মারিতে গিয়াছিল !” সহসা হিরণকুমারের মলিন-বিষাদ-গম্ভীর মুখকান্তি জ্যোতিষ্মান হইল, তাঁহার নিকটে যেন একটি রুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি কনকের কাছে শুনিয়াছিলেন প্রমোদের বিশ্বাস, হিরণ তাহাকে হত্যা করিতে গিয়াছিলেন, আজ সহসা তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। হিরণ যামিনীকে মন্দ লোক বলিয়া জানিতেন ; জানিতেন, সে নীরজাকে বিবাহের অভিপ্রায়ে সন্ন্যাসীর নিকট প্রমোদকে দোষী সাব্যস্ত করিতে গিয়াছিল। তাহার পর সেই যামিনীকেই প্রমোদ কনককে দিবার জন্য ব্যস্ত, যামিনীকেই

বিবাহ করিতে চাহে নাই বলিয়াই প্রমোদ কনকের উপর অসন্তুষ্ট;—তাহাও হিরণ শুনিয়াছিলেন। ভৃত্যের কথায় এখন তাঁহার মনে হইল যে নীরজাকে পাইবার জন্য যামিনী যে প্রমোদকে মারিতে যাইবে—তাহার আশ্চর্য্য কি? পরে আপন দোষ হিরণের উপর অর্পণ করিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। হিরণ ভাবিলেন, যদি যথার্থই যামিনী দোষী হয় এবং তিনি তাহা প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রমোদের ভ্রম ঘুচিতে পারে; হিরণ আবার সুখী হইতে পারেন। হিরণকুমার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"যামিনী প্রমোদকে মারিতে পাঠান কেন?"

ভৃত্য। "যদিও তা' তিনি আমাকে বলেন নাই, কিন্তু আমি তা' বলতে পারি।"

হি। "কি?"

ভৃত্য। "প্রমোদ বাবুর সহিত নীরজার পাছে বিবাহ হয়, বোধ হয়, সেই ভয়ে—

হি। "তিনিই যে মারিতে পাঠাইয়াছিলেন ইহা তুমি কি করিয়া জানিলে?"

ভৃত্য। "আমাকেই প্রথমে মারিতে বলেন, কিন্তু আমি নারাজ হই। শেষে অন্য এক চাকর টাকার লোভে রাজি হয়েছিল।"

হিরণ। "রাজি হইয়াছিল কি করিয়া জানিলে?"

এই কথার উত্তর দিতে ভৃত্য ভীত হইল; যাহা

বলিবে তাহাতে তাহার আত্মীয় এক ব্যক্তির কোন হানি হইবে না—এই শপথ করাইয়া শেষে বলিল,

"যামিনী বাবুর চাকরের সঙ্গে আমার একজন বন্ধুও ঐ কাজের ভিতর ছিল, তার কাছে আমি সব শুনেছি।"

হি। "মকদ্দামা হইলে তুমি যামিনীর দোষ সকল বলিতে স্বীকৃত আছ? তাহার দোষ প্রমাণ করিতে পারিবে?"

ভৃত্য সহর্ষে বলিল, "তা' আর পারব না? যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, তার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়া শোধ তুল্‌ব না? কিন্তু আমার বন্ধুর জন্যে ভয় হয়।"

হি। "না, না, তাহার কোন ভয় নাই—তাহার সাক্ষ্যই বিশেষ দরকারী। তুমি কেবল তাহার কাছে শুনিয়াছ বই তো নয়? তোমার বন্ধু যদি সব খুলে বলে তো তাকে মহারাণীর সাক্ষী (Queen's evidence) দাঁড় করিয়ে খালাস দেওয়ান যেতে পারে। তুমি যে প্রতিশোধের কথা বল্‌ছ—কেন যামিনী তোমার কি করেছে?"

ভৃ। "কি করেছেন?" তাঁর জন্যই তো স্ত্রী পুত্র পরিবার ফেলে এই বিদেশে পালিয়ে আসতে হয়েছে। নিমকহারামের জন্য আমি কি পাপই না করেছি। যামিনী বাবু যখন লোক দিয়ে নীরজাকে চুরি করিয়ে আবার ফন্দি করে নিজেকেই সাধু দাঁড় করাবার মতলব করেন, তখন আমিই তো দাঁড়ি সেজে সব ঠিক্ ঠাক্ করি। প্রমোদ বাবু যেদিন কানপুরের বনে নীরজার সঙ্গে দেখা করতে যান, সে দিন আমিই তো তাঁর পিছনে

লুকিয়ে গিয়ে জেনে আসি যে সন্ন্যাসী নৈমিষারণ্যে যাবেন, তাতেই তো পরের দিন চুরি হয়। তাঁর জন্ম আমি কি না পাপ করেছি শেষে খুন করতে না পারায় তিনি আমার এই শাস্তি করলেন!"

বলিতে বলিতে তাহার প্রতিহিংসা স্পৃহা জ্বলিয়া উঠিল। হিরণ তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন.

"যামিনী বাবু তোমার কি শাস্তি করিয়াছেন তাহা তো বলিলে না।"

ভৃ। "মিথ্যা চুরির দাবিতে আমাকে দোষী ক'রে কয়েদ করবার চেষ্টা করছিলেন; সেই ভয়ে আমার এখানে পালিয়ে আসতে হয়েছে।"

ভৃত্যের কথায় হিরণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল, তাঁহার সহসা নূতন আশার সঞ্চার হইল, তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ়-সংকল্প যেন শিথিল হইল। তিনি সেই পিস্তল হস্তে লইয়া উঠি-লেন, উমেদার ভৃত্যকে বলিলেন, "যদি প্রতিশোধ দিতে হয় তো আমার সঙ্গে এস।"

বলিয়াই অমনি দ্রুতপদে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; উমেদারও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। হিরণকুমার একেবারে রেল গাড়ীর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এতদূর আসিয়া তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন তাহার সঙ্গে টাকা কিছুই নাই, কি করিয়া তবে আজই কলিকাতায় যাইবেন? তিনি মাথা ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিদ্বন্দ্বী।

দেখিতে দেখিতে কলিকাতার রেল গাড়িও ছাড়িয়া দিল, তখন হিরণকুমার হতাশ চিত্তে সেই প্ল্যাট ফর্ম্মে এপাশ ওপাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সহসা কাহাকে কাছ দিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন? দেখিলেন, তিনি যে জন্য কলিকাতায় যাইতেছিলেন, সেই যামিনী বাবুই আজ এলাহাবাদে আসিয়াছে। হিরণকুমার বিস্মিত ও আহ্লাদিত চিত্তে গমনশীল যামিনী বাবুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, ভৃত্য যামিনী বাবুকে দেখিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল, হিরণকে দেখিয়া যামিনীও দাঁড়াইলেন। হিরণ বলিলেন,

"মহাশয়, আমি যে আপনার জন্য কলিকাতায় যাইতেছিলাম।"

যামিনী কিছু বিস্মিত ভাবে বলিলেন,

"আমার জন্য? কেন আমার এত সৌভাগ্য কি নিমিত্ত?"

হিরণকুমার পিস্তল দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাকে ধন্যবাদ দিন, ইহাঁর অনুগ্রহে।"

যামিনী অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন?"

হিরণ আবার পিস্তলটি দেখাইয়া বলিলেন, "চিনিতে পারেন কি? ইহা কাহার?"

যামিনী ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, রাস্তায় আপনি অপমান করিবেন না, নিকটেই প্রহরী আছে।"

হি। "যেদিন প্রমোদকে হত্যা করিবার আশে পিস্তলটি দিয়াছিলেন, সেদিন প্রহরীর ভয় হয় নাই?"

যামিনী চমকিয়া উঠিলেন, এতক্ষণে পিস্তলের অর্থ বুঝিলেন; কিন্তু যামিনী নিশ্চয় জানিতেন যে তাঁহার নামাঙ্কিত পিস্তল তিনি কখনই দেন নাই, সেই জন্য মুহূর্ত্ত মধ্যে সামলাইয়া বলিলেন "হিরণবাবু, আর সহ্য হয় না, তুমি নিতান্ত নরাধম, ভদ্র লোকের সহিত কথা কহিবারও অযোগ্য।"

হিরণ তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যে ভদ্র বলিয়া পরিচিত হইবারও অযোগ্য, দেখুন দেখি, পিস্তলে কাহার নাম।" এই বলিয়া হিরণকুমার তাঁহার কাছে পিস্তলটি ধরিলেন, নামটি পড়িয়া যামিনীর মুখের ভাব সহসা যেন পরিবর্ত্তিত হইল; দেখিলেন মনের ব্যগ্রতা বশত বাস্তবিকই তাড়াতাড়িতে না দেখিয়া আপন নামাঙ্কিত পিস্তল দিয়াছিলেন; তাঁহার মস্তকে বজ্র পড়িল, সহসা যেন যামিনী বাক্‌শক্তি-হীন হইলেন, অজ্ঞাতভাবে পিস্তল কাড়িয়া

লইতে পিস্তলে হস্তার্পণ করিলেন, হিরণ ত্রস্তে তাহা সরাইয়া লইলেন, অমনি তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যামিনী আত্মস্থ হইয়া বুঝিলেন এইস্থলে পিস্তল কাড়িতে গেলে যথার্থ দোষী বলিয়া প্রমাণ হইবে অথচ কৃত কার্য্য হইবারও বড় সম্ভাবনা নাই। তিনি হৃদয়ের ভাব লুকাইয়া সরোষে বলিলেন, "একি, কি আশ্চর্য্য এ চুরির পিস্তল আপনি পাইলেন কোথা?"

তাহার অতিরিক্ত সাহস দেখিয়া হিরণও একটু হাসিয়া বলিলেন, "চুরির জিনিস? সে সকল প্রমাণে যাহা হয় হইবে?"

যামিনী। "কি প্রমাণ? আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা তো প্রমাণ সাপেক্ষ; কিন্তু আপনার হস্তে চুরির জিনিস, আমি এখনি আপনাকে চোর বলিয়া ধরিব।"

হি। "প্রমাণ সাপেক্ষ বটে কিন্তু প্রমাণের অভাব নাই, আপনার আগেকার চাকর রামধনদাসকে মনে আছে কি? সে বর্ত্তমান।" হিরণ সেই ভৃত্যের জন্য একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু তখন আর তাহাকে নিকটে দেখিলেন না। কোথা হইতে প্রকাশ হইয়াছে যামিনী তখন সকল বুঝিলেন, দেখিলেন ইহার আশু উপায় না করিতে পারিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ। যামিনী বলিলেন,

"তা কে চোর বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি, সে কিনা বলিতে পারে? কিন্তু তাহার মিথ্যা অপবাদে আমার কিছুই হইবে না, সেজন্য আমি কিছুমাত্র ভীত নহি।"

হি। "হ্যাঁ, তা, ভীত হইবেন কেন? স্থধু এ খুনের কথা তো নয়, নীরজার হরণ বৃত্তান্তও প্রকাশ হইয়াছে।" হিরণ আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "এ সকল কথা আমার এখনি প্রমোদকে লেখা উচিত, বাড়ী গিয়া এখনি লিখিব।"

যামিনী বুঝিলেন, সে কথা প্রমোদ তবে এখনো শোনেন নাই; সংকল্প করিলেন তবে আজ আর কখনই শুনিবেন না। যামিনী বলিলেন,

"যদি নিতান্তই আপন মন্দ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমার নামে মিথ্যা দোষ আনিবেন।"

বলিয়া ব্যগ্রচিত্তে বিপদ হইতে আশু রক্ষা পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতে যামিনী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। যামিনী প্রমোদের নিকট এলাহাবাদে আসিয়া ছিলেন, কিন্তু আজ আর সেখানে না গিয়া অন্যত্রে গমন করিলেন। হিরণও বাড়ীর দিকে ফিরিলেন। এই সময় উমেদার ভৃত্য তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল,

"যামিনীবাবুকে আমার দেখা দেবার ইচ্ছা ছিল না, তাই দূরে ছিলেম। উহাঁকে বড় ভয় করে, আমি এখানে আছি জানলে, কি জানি চোর ব'লে পুলিষে যদি ধরিয়ে দেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে কলিকাতায় গিয়ে আদালতে আমি নিশ্চয়ই সাক্ষী দেব তাতে কোন সন্দেহ করবেন না।"

হিরণ। "আমি পরশু কলিকাতায় যাইব।"

ভৃ। "তবে আমিও সেইদিন আসব, আজ মাসীর

বাড়ী চললেম। শীঘ্র কলিকাতায় যাব শুনলে এ ভুদিন আর মাসী আসতে দেবেন না।" এই বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। হিরণও বাড়ী গিয়া তখনি প্রমোদকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। ভাবিলেন, কাল প্রমোদের উত্তর পাইয়া পরশু কলিকাতায় যাইবেন।

হিরণের ভৃত্য পত্র হস্তে প্রমোদের বাটী অভিমুখে যাইতে লাগিল। তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে, এলাহাবাদের প্রশস্ত পথ জনশূন্য বলিলেই হয়, কদাচিৎ ভুটি একটি লোক চলিতেছে, কি না দেখা যায় না, মাঝে মাঝে ভুটি একটি মুক্ত দোকানে মাত্র মনুষ্য জীবনের ব্যস্ততা এখনো উপলব্ধি হইতেছে, তাহা ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর নিষ্কৃতি পাইয়া কোন দোকানি দিব্য আরামে দেয়াল ঠেশ দিয়া তামাক টানিতেছিল, কেহ বা কোন খরিদদারের সহিত এখনো দাম চুক্তি করিতেছিল কেহ বা দৈনিক লাভের তালিকায় দ্বিগুণ লাভ দেখিয়া মনের স্ফূর্ত্তিতে কল্পনার সপ্তম সর্গে উঠিতে উঠিতে বাদশাহের কন্যাকেও বিবাহের আশা করিতেছিল। যাহা হউক, প্রায় দোকান দারেরাই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, কোন না কোন আমোদে নিযুক্ত, একটি দোকানে পাশাখেলা চলিতেছিল, ভৃত্যটি পাশাখেলার বিশেষ অনুরাগী, সে লোভ সামলাইতে না পারিয়া খেলা দেখিতে পত্র হস্তে সেই দোকানটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনি রাস্তার আর একদিক হইতে অপর একজন সেখানে আসিয়া হিন্দুস্থানীতে

বলিল, "আঃ! চাকরি করা কি অধর্ম্মের ভোগ! সমস্ত দিনেও তো একে একটু অবসর নেই, তাতে আবার একটু ত্রুটি হলেই সর্ব্বনাশ।"

চাকরীর কথায় ভৃত্যের চিঠির কথা মনে পড়িল, সে খেলা হইতে চোক উঠাইয়া নবাগতের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক্ বলেছ, দেখ দশটা বেজে গেছে এখনো আমার ছুটি নেই; এই দেখ আবার চিঠি নিয়ে চলেছি।"

নবাগত বলিল, "তুমিও চিঠি নিয়ে যাচ্ছ? আমিও এইমাত্র চিঠি দিয়েই আসছি, বলব কি দুঃখের কথা, বাবুর জরুরী চিঠি, না দিলে আমার মাথা থাক্‌তো না, আবার এদিকে প্রমোদবাবুর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, কত কষ্টে যে দরজা খুলিয়ে দিয়ে এসেছি তা ভগবানই জানেন।"

ভৃত্য বলিল,

"সে কি কথা! আমিও যে প্রমোদ বাবুকে জরুরি চিঠি দিতে যাচ্ছি, যদি দরজা বন্ধ হয়ে থাকে তো কি হবে? তুমি কি ক'রে দিলে?"

সে ব্যক্তি বলিল, "ফটকের বাইরে যে দরোয়ান থাকে, সে আমার বন্ধু। তা'কে বিশেষ ক'রে ধরায় দরজা খুলে সে চিঠি খানি একজন চাকরের হাতে দিলে, তাই রক্ষা।

হিরণের ভৃত্য বলিল, "তবে কি আজ অন্য কারো চিঠি সে দরোয়ান প্রমোদ বাবুর কাছে নিয়ে যাবে না?"

অপরিচিত বলিল, "না, তা যাবে না—"

এই কথায় ভৃত্য ভাবিয়া বলিল, "তবে কি করব, তবে

কি ফিরে যাব? কিন্তু বাবু বলেছেন, খুব জরুরি চিঠি—একবার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে দেখেই আসি।"

সে ব্যক্তি বলিল "সে যাওয়া মিথ্যা, আমি তো এই আসছি। দশটার সময় তাঁদের দরজা বন্ধ হয়।"

ভৃত্য বলিল, "তবে আজ যাই, কাল আসব।"

অপরিচিত বলিল, "একি বিশেষ দরকারী চিঠি? আজ কি না দিলেই নয়?"

ভৃ। "বাবু তো বলেছেন খুব দরকারী।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আহা! তবে অমনি ফিরে যাবে, তাতে তো তোমার মনিব রাগ করবেন।"

ভৃ। "তা এতে আমার কি দোষ?"

সে ব্যক্তি একটু দুঃখের স্বরে বলিল,

"মনিবরা তা বুঝলে আর কি ভাবনা থাকত? তা, তাঁরা অত বুঝে দেখেন না। যত দোষ আমাদের, গরীবদের উপর। এই আজ যদি আমি অত কষ্ট ক'রে এই চিঠি খানি প্রমোদ বাবুকে না দিয়ে আসতেম, মনিব তাহলে নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করতেন।"

ভৃ। "তাকি রাগ করবেন? কিন্তু আমি কি করব বল? আমার তো আর তোমার মত সেখানে কেউ বন্ধু নেই।"

তাহার কথায় সে ব্যক্তির বড়ই সহানুভূতি হইল, সে বলিল,

"ভাই, বুঝেছি। আহা! অমনি ফিরে যাবে, তোমার মনিব কতই রাগ করবেন। দাও তবে আমিই নিয়ে যাই,

আর একবার বন্ধুটিকে ব'লে ক'য়ে চিঠি খানি প্রমোদ বাবুকে দিয়ে আসি।"

তাহার দয়া দেখিয়া ভৃত্য বড়ই আপ্যায়িত হইল, বড়ই আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "তা আমার জন্য আবার তুমি সেখানে যাবে? বন্ধু কি আবার তোমার কথা রাখবে?"

অপরিচিত। "আহা! তোমার মনিব কত তোমাকে বকবেন, তোমার কত কষ্ট হবে, সে জন্য আর আমি এইটুক যেতে পারিনে। তুমিও চাকর, আমিও চাকর, আমরা এক-জন অন্যজনের জন্য একটু কষ্ট করব না? একটু বিশেষ ক'রে ধরলেই বন্ধু আমার কথা রাখবে এখন।"

তখন ভৃত্য আহ্লাদে চিঠিখানি তাহার হস্তে দিল, তাহাকে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না। চিঠি লইয়া যে কাহারো কোন কাজে লাগিতে পারে ইহা সে বেচারীর বুদ্ধির অতীত। পত্র লইয়া অপরিচিত প্রমোদের বাড়ী অভিমুখে গমন করিল, দেখিয়া ভৃত্যও বাড়ী ফিরিয়া আসিল। আসিয়া হিরণকে বলিল,

"প্রমোদ বাবুর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কত ক'রে চিঠি খানি দিয়ে এসেছি।"

হি। "উত্তর কোথায়?"

ভৃ। "বাবুর সঙ্গে তো আর আমার দেখা হয় নাই, আমি বাবুর দরওয়ানের হাতে চিঠি দিয়ে চোলে এসেছি।"

পত্র খানি আজই প্রমোদ পাইয়াছেন জানিয়া হিরণ নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু পত্র খানি কাহার হস্তগত হইল, তাহা নিশ্চয়ই বলা বাহুল্য।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিত্যক্তা।

প্রমোদ আর কনককে তেমন ভাল বাসেন না, তাহার সহিত তেমন কথা কহেন না। স্বামী কনকের প্রতি অসন্তুষ্ট, নীরজাও আর কনককে দেখিতে পারেন না—কনক প্রমোদের কথা শুনিল না, কনক কি না প্রমোদের বন্ধুকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইল—তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা জানিয়াও বিবাহে অসম্মত হইল; আবার শেষে কিনা প্রমোদের শত্রু হিরণকে বিবাহ করিতে চাহিল! কি আশ্চর্য্য! ভ্রাতার শত্রুকে যেকালে বিবাহ করিতে চাহিল, সেকালে কনকও শত্রু হইল বই আর কি? বাবা! এমন মেয়ে নীরজা আর কখনো দেখেন নাই; কি বুকের পাটা! অমন ভায়ের কাছে কেমন ক'রে ওসব কথা বোল্লে!

নীরজা আর কনকের কাছে বসে না, কনকের সহিত কথা কহে না, দেখা হইলে মুখ ভার করিয়া চলিয়া যায়, কনক কথা কহিতে গেলে নীরজা মুখ ফিরাইয়া অৰ্দ্ধ উত্তর

দিয়া কাজে যায়। একদিন নীরজার মুখ খানি একটু শুষ্ক দেখিয়া কনক সাহসে ভর করিয়া বলিল, "নীরজা, কেন, ভাই, তোর মুখ খানি অত শুকনো? কিছু অসুখ করেছে?"

নী। "কি আর অসুখ করবে?"

ক। "তবে তোমার মুখ অত শুকনো কেন?"

নী। "আমার ঐ রকমই মুখ।"

ক। "আমি কি, ভাই, তোর মুখ আর কখন দেখি নি?"

নী। "আমার মুখ তুমি আর দেখবে কেন? তোমার দাদার মুখই বা তুমি দেখবে কেন? তোমার হিরণের মুখ দেখগে।"

কনক কষ্টে লজ্জায় অপমানে নিরুত্তর হইয়া রহিল।

সেই দিন নীরজার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া প্রমোদ বলিলেন, "নীরজা, আমার মনটা একে খারাপ হয়ে গেছে তাহাতে তোমার ওরূপ বিষণ্ণ মুখ দেখলে যে, ভাই, বুক ফেটে যায়। চল, দিন কতকের জন্য তোমার সহিত কোথাও বেড়াইয়া আসি, এখানে থাক্‌লে দেখছি আমাদের এ বিষণ্ণতা ঘুচবেনা।" শুনিয়া নীরজার আহ্লাদ ধরিল না, কতদিন সে তাহার বাসস্থান অরণ্যটি দেখে নাই, সে ব্যগ্রভাবে বোটে করিয়া কানপুর যাইবার প্রস্তাব করিল। প্রমোদ তাহাতে আহ্লাদিত চিত্তে সম্মত হইলেন। ক্রমে তিন চারি দিনেই বেড়াইতে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইয়া গেল।

সকলি প্রস্তুত। দ্রব্য সামগ্রী যাকিছু বোটে উঠিতে বাকি ছিল সকলি উঠিল, দাস দাসীর কোলাহল আরম্ভ হইল, আজ

তাহাদের বোটে যাইবার দিন। কনককে একাকী ফেলিয়া আজ তাঁহারা বোটে যাইবেন। অন্য সময় হইলে তিন জনেই যাইতেন, এখন কনক তাঁহাদের চক্ষুঃশূল, তাহাকে লইয়া যাইবেন কি করিয়া? তাহাকে একাকী কষ্ট ভোগ করিবার জন্য রাখিয়া তাঁহারা দুই জনেই বেড়াইতে চলিলেন।

কনক সেই সকাল হইতে একাকী বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বোটে জিনিসপত্র ওঠান দেখিতেছিল এবং কাঁদিতেছিল। যে ভ্রাতার জন্য আপনার জন্মের সুখ বিসর্জ্জন করিল, আপনা হইতে আপনার হৃদয় সর্ব্বস্ব হিরণকে পর্য্যন্ত আজীবন কষ্টে ফেলিল, যে ভ্রাতার কষ্ট হইবে বলিয়া সে হিরণকে বিবাহ করিতেও অসম্মত হইল, সেই ভ্রাতার আচরণে কাঁদিবে না?

নীরজা আজ আহ্লাদে পরিপূর্ণ। প্রথমতঃ, তাঁহারা কানপুরে বেড়াইতে যাইতেছেন, আবার তাঁহার সেই বাল্য কালের অরণ্যটি দেখিতে পাইবেন, যেখানে প্রমোদকে প্রথমে দেখিয়াছিলেন সেই খানে আবার একত্রে বেড়াইতে পারিবেন, যদি সন্ন্যাসী সেখানে থাকেন তাহা হইলে আবার তাঁহার সহিত দেখা হইবে, এই সকল আশায় নীরজার তো আনন্দের সীমা রহিল না, তাহার পর আবার তাঁহার জন্যই এ সকল হইতেছে, নীরজার আহ্লাদ কে দেখে? তাঁহার উল্লাস-পূর্ণ ঈষৎ-গর্ব্ব-ময় চলন ফেরন, তাঁহার ওষ্ঠাধরের বিকসিত-ভাব, তাঁহার চঞ্চল-চক্ষুর কটাক্ষ-আস্ফালন, সকলই তাঁহার উল্লাস ভাবের সাক্ষী প্রদান করিতেছে।

বেলা দ্বিপ্রহরে, নীরজা বোটে উঠিতে যাইবার সময় সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আপন হস্তের পানের ডিবে দাসীকে দিয়া বলিল,

"যাদি, কনক, কি কর্‌ছে, রে?"

বোধ হয় কনককে ঐরূপ অবস্থায় একাকী রাখিয়া যাইতে নীরজার এক একবার মন কেমন করিতেছিল। নীরজা হৃদয়ের অন্তরতল পর্য্যন্ত খুঁজিয়া দেখিলে হয়তো দেখিতে পাইত যে সে এখনো কনককে একটু একটু ভাল বাসে, নহিলে একটু একটু অমন কষ্ট হইবে কেন? নীরজার এক একবার মনে হইতে লাগিল, আহা কনক যদি আগেকার মতই থাকিত, না বদলিয়া যাইত তো বেশ হইত। নীরজার কথায় দাসী বলিল, "দিদিঠাকরুণ বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে জিনিসপত্র তোলা দেখছেন; আহা! বৌঠাকরুণ তাঁকে সঙ্গে নিলেনা কেনগা? আহা তাঁর মুখটি শুকিয়ে গেছে।"

শুনিয়া নীরজার একটু মমতা হইল। দাসী আবার বলিল, "দেখ বৌঠাকরুণ, দিদিঠাকরুণ দিনকের দিন শুকিয়ে যাচ্চেন, তাই পাড়ার অনেকে অনেক বলে।"

নী। "কি বলে?"

দাসী। "বলে, ওমা অমন লক্ষ্মী বোনটি, যেমন রূপে তেমনি গুণে, মুখে যেন কথা নেই, তা ভাইটা বুঝি কষ্ট দেয়, নইলে অমন শুকিয়ে যাচ্চে কেন? ভাইটা ছেলেবেলা হতে বড় দুরন্ত।"

শুনিয়া নীরজা জ্বলিয়া গেল। কনকের জন্ত প্রমোদের

এত জ্বালা, আবার তার উপর এই অপবাদ! কনক পোড়ারমুখী কি প্রমোদকে কষ্ট দিতেই জন্মিয়াছিল? কনকের জন্য স্বামীর অপবাদ শুনিয়া তাহার উপর নীরজার যে মমতা টুকুও হইয়াছিল তাহাও রহিল না, সে ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিল, বোটে গিয়াই ঐ কথা আগে স্বামীকে বলিয়া উহার একটা প্রতীকার বিধান করিবে।

ক্রমে ক্রমে তাঁহারা বোটে উঠিতে লাগিলেন, কনক দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, বোট ছাড়িয়া দিল, তাঁহারা দৃষ্টিপথের অতীত হইলেন, কনক ঘরে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ছিন্ন তন্ত্রী।

ক্রমে অপরাহ্ণ কাল আগত হইল। অল্প অল্প মেঘ করায়, বিকালেই সন্ধ্যা সন্ধ্যা বোধ হইতেছে। বাতাস বড় না থাকাতে নদী এখন প্রশান্ত, নিস্তব্ধ, তাহাতে তরঙ্গ উচ্ছ্বাস নাই। নিঃশব্দে জাহ্নবী নদী মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবনাশার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে।

সেই নদীর ধারে একটি বারাণ্ডায় বসিয়া কনক একখানি

পত্র পড়িতেছিল। পত্রখানি হিরণের। কিছু পূর্ব্বে পত্রখানি কনক পাইয়াছে। কনকের মুখখানি কি মলিন, কি বিষণ্ণ, কি ভয়ানক যাতনাপীড়িত, দৃষ্টি যাতনাব্যঞ্জক, অথচ শূন্যময়, যেন কি দেখিতেছে কি পড়িতেছে সে কিছুই জানে না, কেবল যাহা পড়িতেছে তাহাতে একটি অসহ্য বেদনা অনুভব করিতেছে মাত্র। কনক চিঠিখানি দুই একবার মনে মনে পড়িল তাহাতে যেন ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া, আর একবার পড়িতে আরম্ভ করিল, পড়িল,

"কনক, সরলে, আমার কনক"—

"কিন্তু এ জীবনে আর তাহা হইল না। তবুও একবার "তবুও এই শেষবার তোমাকে 'আমার' বলিয়া চিরজীবনের "অতৃপ্ত সাধ মিটাইব। কনক, আমার হৃদয়ের কনক, "সরলে, কোন সম্বোধনেই আমার আশ মিটিতেছে না, "পৃথিবীতে আমার ভালবাসার মত কোন সম্বোধনই খুজিয়া "পাই না, আমার সর্ব্বস্বধন, আমি চলিলাম।"

"হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সম্বোধন করিয়া গেলাম, "তুমি কি আমার স্পর্দ্ধায় দোষ লইবে? সরলে, অভাগা "দুর্ভাগা দীন অসুখী বলিয়া, অপরাধীর মুক্তকণ্ঠের এই শেষ "উচ্ছ্বাসে দোষ লইও না। কনক, আমি তো মরমের নিভৃত "বিজনে শত শতবার দিনে নিশীথে এইরূপ সম্বোধন করি, "আজ মুক্তকণ্ঠে তোমাকে তাহা বলিলাম বলিয়া কি তুমি দোষ "লইবে? আমার এই শেষ বিদায় বলিয়াও কি আমাকে "ক্ষমা করিবে না? না কনক তুমি মমতাময়ী, তুমি দেবী,

"তুমি এই অপরাধ কখনই লইবে না। অভাগার এই শেষ
"চিহ্ন বলিয়াও অন্ততঃ মার্জ্জনা করিও। মুখে তোমাকে
"কখনো সাহস করিয়া 'আমার' বলিয়া ডাকিয়া সাধ মিটাইতে
"পারি নাই, পত্রে আজ জনমের মত সে সাধ মিটাইলাম,
"কনক ক্ষমা করিও। সরলে, আমি ইহার মধ্যে এক দিন
"তোমার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ কামনায় গিয়াছিলাম আমি
"যে তাঁহার শত্রু নহি, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে গিয়াছিলাম,
"কিন্তু তিনি আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন, আমার
"সহিত তাঁহার আর দেখা হইল না, সুতরাং তোমাকে পাই-
"বার আমার যে বিন্দুমাত্রও আশা ছিল, তাহাও অবসান
"হইল। এখন আমি দৃঢ় সঙ্কল্প ; আমি চলিলাম। সমস্তই
"ঠিক, কাল প্রাতঃকালেই এস্থান হইতে চলিয়া যাইব।
"আমি কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইয়া-
"ছিলাম, তাহার উত্তরের আশায় এ কয়েক দিন আমাকে
"এখানে থাকিতে হইয়াছিল ; উত্তর পাইয়াছি, কাল
"চলিয়া যাইব। এ কয়েক দিন ধরিয়া তোমাকে ভুলিবার
"জন্য কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। যত চেষ্টা করি
"তোমার সেই প্রসন্ন-মূর্ত্তি তোমার সেই মমতাময়ী-দেবীমূর্ত্তি
"আরো জলন্তরূপে দেখিতে পাই, তোমাকে দেখিবার সাধ
"আরো বৃদ্ধি হয়। না, সরলে, আমি আর তোমাকে ভুলিতেও
"চেষ্টা করিব না—তুমি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, তুমি আমার
"দেবতা, তোমাকে পাইলাম না বলিয়া তোমাকে ভুলিব ?
"আমার কনককে ভুলিব ? না, না, চিরজীবন কষ্টে কাটুক,

“হৃদয় চিরজীবন যাতনায় দহিতে থাকুক, তবুও কনক
“তোমাকে ভুলিব না, মনে মনে আজীবন তোমাকে পূজা-
“করিয়াই কাটাইব, ঐ মধুর প্রতিমা খানিই ধ্যান করিয়া
“জীবন কাটাইব।

“সরলে! আমি যেদিন হইতে তোমাকে দেখিয়াছি সেই
“দিন হইতে এ হৃদয় তোমার মূর্ত্তিতেই পূর্ণ রহিয়াছে, সেই
“দিন হইতে পৃথিবীর অন্য সকল সুখেই জলাঞ্জলি দিয়াছি,
“কেমন করিয়া সেই হৃদয়াঙ্কিত কনককে আজ আমি ভুলিব?
“এক দিন আশা ছিল তোমাকে পাইয়া সুখী হইব, সে আশা
“আর নাই, তবে আমি আর কি আশায় থাকিব, আমি চলি-
“লাম, ঐ প্রতিমা খানি পূজা করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে
“চলিলাম। সরলে, অভাগা হিরণের একমাত্র এই বাসনা
“একমাত্র এই প্রার্থনা তুমি সুখে থাক।”

“কনক অভাগী। কনকের কেহই নাই, কনক চির-
দুঃখিনী। ভ্রাতার জন্য কনক চিরসুখ ত্যাগ করিল, ভাই
তবুও কনককে ভাল বাসিলেন না। প্রাণের হিরণ—হৃদয়-
সর্ব্বস্ব হিরণ তিনিও আর কনককে ভাল বাসেন না, নহিলে
কেমন করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া হিরণ চলিয়া যাই-
তেছেন? কনককে এই ঘোর যাতনা সমুদ্রে ভাসাইয়া কেমন
করিয়া হিরণ দেশত্যাগ করিবার কথা মনে আনিলেন? দেশে
থাকিলে তবু কালে তাহাদের মিলন হইবার আশা থাকিত,
তাহার ভ্রাতার কি ভ্রম আর কখনই ঘুচিত না? ভ্রাতার
ভ্রম ঘুচুক না ঘুচুক সেই দূরকল্পিত আশাতেই কি তাহাদের

কিছু সান্ত্বনা হইত না? হিরণ কনককে তেমন ভাল বাসেন না, তাই তিনি কনককে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন, কনক তো এইরূপ অবস্থায় তাহা পারিত না। যতই কষ্ট হোক না কেন, হিরণের সহিত এক দেশে আছে জানিতে পারিলেও কনক সুখী হইত। হিরণই যখন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন কনকের তখন আর বাঁচিয়া কি হইবে? কি আশায় আর সে এই অসীম যাতনা সহ্য করিবে?"

সহসা এই সময় বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। সেই অল্প অল্প মেঘরাশি গাঢ়তর হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল, বিকট-গর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে মূষল-ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও আরম্ভ হইল। কনক সেই নিবিড়-মেঘাচ্ছন্ন অবিশ্রান্ত-বৃষ্টি-বর্ষণ-শীল আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। শূন্যময় দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া আপন মনে কাঁদিয়া উঠিল। আবার তখনি অশ্রু-বারি মুছিয়া কি ভাবিতে লাগিল, কি যেন একটি কথা মনে আনিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, সেই অন্ধকারময় আকাশ দেখিয়া যেন তাহার কি একটি গান মনে আসিয়াও আসিতেছিল না—সহসা কনক গাহিয়া উঠিল —

আকাশের ঐ মেঘ এখনি তো ছুটিবে,
আবার জোছনা ভাতি এখনি তো ফুটিবে,
কিন্তু, লো, স্বজনি আর হৃদয়ের এ আঁধার,
এ জনমে অভাগীর কভু না ঘুচিবে।

আবার সহসা বিকট গর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, কনকের দৃষ্টি ঝলসিয়া দূরে বজ্রপাত হইল। বালিকা কখনো উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিত না, আজ অজ্ঞানের মত উচ্চৈঃস্বরে সেই গানটি গাহিতে গাহিতে বজ্র ধরিবার আশায় ছুটিয়া বারান্দা হইতে উঠিয়া গেল। উদ্যানে আসিয়া গঙ্গাতীর দিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া বাড়ীর সীমানা অতিক্রম করিল, অনাথিনী উন্মাদিনী বেশে সেই ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগে একাকিনী গান গাহিয়া গাহিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঝড়বৃষ্টিতে দাসদাসীগণ কেহই কনককে বাটী ত্যাগ করিবার সময় দেখিতে পাইল না।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারে তারকা।

রাত্রি অবসান প্রায়, ঝটিকাও প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে, আকাশও তেমন অন্ধকার নাই।

সমস্ত নিশার পর্য্যটনে অবসন্ন হইয়া, গাছে, শাখায়, কণ্টকে, দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া, দীনবেশে আলুলায়িত কুন্তলে উন্মাদিনী বালিকা গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাতীরস্থ

একটি মুক্ত অট্টালিকা দ্বারে প্রবেশ করিল। দ্বার মুক্ত পাইয়া বরাবর একটি কক্ষে প্রবেশ করিল, সেই খানে কাহাকে দেখিয়া বালিকা সহসা অস্ফুট চীৎকার করতঃ মুৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কনক যাহাকে দেখিয়াছিল সে হিরণকুমার। হিরণকুমার এই বাড়ীতে থাকিতেন। এই কক্ষে একটি চৌকিতে তিনি বসিয়াছিলেন। সমস্ত রাত তিনিও চক্ষের পাতা বোজেন নাই, যতক্ষণ ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল বারান্দায় বসিয়া সেই আঁধার ঝটিকাময় নিশার সহিত আপন অদৃষ্টের তুলনা করিতেছিলেন। মধ্যরাত্রে কেবল একবার তাঁহার সে চিন্তা ভাঙ্গিতে হইয়াছিল। কতকগুলি পুলিসের লোক” জন কয়েক দস্যুকে ধৃত করিয়া তাঁহার নিকট আনিয়াছিল। সে সকল বৃত্তান্ত অন্য পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হইবে। তাহার পর ঝড় অবসানে তিনি গৃহে গিয়া চৌকিতে বসিয়াছেন মাত্র এই সময় সহসা কনককে এই অবস্থায় দেখিয়া তিনিও আশ্চর্য্য হইলেন। কনক মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তিনিও অজ্ঞানবৎ তখনি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া পালঙ্কে শয়ান করাইলেন ও তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে কনকের মোহ ভাঙ্গিল, হিরণকে দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল,

“তুমি কে? দেবতা? আমি যে তোমাকে ধ্যানে দেখেছি। আমি কি গান গাহিতেছিলাম, মনে করিয়া দেও তো, আমি গাহিব।”

হিরণ দেখিলেন, কনক উন্মাদিনী। তাহার কথা

শুনিয়া তাহার সেই মোহময় আলুথালু বেশ দেখিয়া হিরণের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বলিলেন, "কনক আমার, আমি যে তোমার হিরণকুমার, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

উন্মাদিনী বলিল, "হিরণকুমার! কই তোমার মুখ আমাকে ভাল করে দেখাও দেখি।" কনক শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল, হিরণকুমারের মুখপানে অনেক ক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া তাহার হাতখানি সহস্তে লইয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "ঠিক বলেছ তুমিই হিরণকুমার; হিরণ, একটি গান কর না। আমি গা'ব? তুমি শুনবে?" বালিকা গাহিল,

"আঁধার নিশীথে একা আমি অভাগিনী—

না একি! তুমি দেবতা! কই আমার হিরণ? হিরণ কোথায় গেলেন? হিরণ—হিরণ—বিদেশ—বিদেশ—কি?"

বালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শয্যা হইতে উঠিয়া হিরণের পদ গ্রহণ করিয়া বলিল,

"দেব, আমি তোমার পূজা করিব, আমাকে বর দেও, আমার হিরণ কোথা?" হিরণকুমার তাহাকে উঠাইয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন,

"কনক, আমি যে তোমার হিরণ, কেন কনক তুমি উন্মাদিনী হইলে?"

কনক বলিল, "তুমি দেবতা তুমিও কাঁদ সকলেই কি কাঁদে, তবে আমিও কাঁদি।" বালিকা হিরণের গলদেশ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। হিরণ তাহাকে শোয়াইবার জন্য

হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া বলিলেন, "কনক, শোও দেখি।"

নিদ্রায় শান্তি পাইয়া যদি কনকের জ্ঞান জন্মে, সেই জন্য তাহাকে ঘুম পাড়াইতে হিরণ ব্যস্ত হইলেন।

কনক বলিল "তুমি বসে থাকবে, আমি শোব কেন? তুমি দেবতা তুমি আগে শোও।"

হিরণ নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "তুমি না শুইলে দেবতা রাগ করবে, তোমার কি ভয় হইতেছে না।"

ক। "রাগ করবে? তবে আমি পালাই।" বলিয়া বালিকা আপন আর্দ্র চুল লইয়া খেলিতে খেলিতে গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া গাহিয়া বিছানা হইতে উঠিল। হিরণ বিপদে পড়িয়া বলিলেন "না, না, রাগ করব না, তুমি শোও দেখি।" বালিকা তাঁহার কথা না শুনিয়া আপন মনে হাসিয়া উঠিয়া উল্লাসে করতালি দিয়া বলিল,

"মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, সেই সুর! তোমার সেতার কই, বাজাও আমি গাই,

ধরি সুর তানে মরমের গানে,
অবাধে, লো সই, গাহিব আজ;
প্রাণ যারে চায়, মিলিবে লো তায়
লোকের কথায় পড়িবে বাজ।

হিরণ সেতার বাজাইতে জানিতেন, তাঁহার সেই ঘরেই সেতার ছিল; তিনি বলিলেন, "তুমি যদি শোও, তা' হলে আমি সেতার বাজাব।" হিরণকুমার তাঁহার সেতারটি আনি-

লেন। বালিকা সেতার শুনিতে বড় ভাল বাসিত, সে তাহা শুনিবার আশায় বিছানায় আসিয়া শয়ন করিল, বাজনার মধুর-তানে কনককে ঘুম পাড়াইবার জন্য হিরণ আস্তে আস্তে সেতার বাজাইতে লাগিলেন। বালিকা শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল,

"কই, কই, তোমার সে হাসি কই, তুমি আজ হাসবে না? তুমি যে আমার হিরণকুমার, একটিবার হাস দেখি।"

উন্মাদিনীর কথায় হিরণকুমারের ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিষাদ-ময়-হাসির রেখায় অঙ্কিত হইল, তাহা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বালিকার চক্ষু বুজিয়া আসিল, ক্রমে ক্রমে সেই পদ্মনেত্র নিমীলিত হইল, বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার সেই ঈষৎ-ভিন্ন-ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখা শোভিত হইয়াই রহিল।

হিরণকুমার তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া পরম আহ্লাদিত-চিত্তে সেতার রাখিয়া সেই সুষুপ্ত-মুখ-কান্তি দেখিতে লাগি-লেন। পাছে নিদ্রা ভঙ্গ হয় সেই ভয়ে হিরণকুমার প্রতি-ক্ষণে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক বায়ুর শব্দে হির-ণের ভয় হইতে লাগিল বালিকা উঠিয়া পড়িবে। তিনি ভয়ে ভয়ে যাহাতে তাহার ঘুম না ভাঙ্গে তাহা দেখিতে লাগিলেন। এই সময় সহসা মনুষ্য পদ শব্দ হইল, হিরণ অমনি ভয়ে ভয়ে সেই দিকে কান পাতিলেন। পাছে এ গৃহে কেহ আসিয়া কনকের নিদ্রা ভঙ্গ করে—এই তাঁর ভয়। পদ শব্দ আরো সুস্পষ্ট হইল, বুঝিলেন গৃহমধ্যে এখনি কেহ

প্রবেশ করিবে। তিনি তাহা নিবারণ করিতে অতি ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহ হইতে উঠিয়া গেলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নৌকা-যাত্রা।

এদিকে প্রমোদ ও নীরজা ঝড়ের উপক্রম দেখিয়া তীরে বোট লাগাইতে কহিলেন। কিন্তু বোট না লাগাইতে লাগাইতেই প্রবল বেগে বাতাস বহিতে লাগিল, মাঝিরা অতিশয় যত্ন করিয়াও শীঘ্র তীরে বোট লাগাইতে পারিল না। ঝড়ের অপ্রতিহত প্রভাবে বোট ক্রমাগত, উজানে তাঁহাদের বাটীর দিকেই যাইতে লাগিল; মাঝিরা ক্রমে হাল ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিল। প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, এক একবার কেবল বিদ্যুতের আলোকে গঙ্গার রুদ্র মূর্ত্তি, ও ছোট ছোট চূর্ণিত নৌকাগুলির ভাসমান ভগ্নাংশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। নীরজা প্রমোদের ভয়বিহ্বল-বক্ষে মস্তক রাখিয়া অজ্ঞান প্রায় হইয়া পড়িলেন। প্রমোদ নিরাশার বলে বলিষ্ট হইয়া মাঝিদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বোট বাহিতে আজ্ঞা দিতে লাগিলেন।

এদিকে বোট বায়ুভরেই প্রধাবিত হইয়া কখনো নীচে কখনো উচ্চে, কখনো যেন পাতালে কখনো যেন পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল। তাঁহাদের বাটী আর বহুদূর নাই, কিন্তু বোটও আর তিষ্ঠায় না। বাতাসের একটি প্রবল ঝঙ্কায় বোটের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া কোথায় উড়িয়া গেল, পরে বোট খানিও তরঙ্গ প্রভাবে তীরে ধাক্কা খাইয়া বিচূর্ণ হইল।

সুখের বিষয় এই যে প্রমোদ নীরজাকে বক্ষে লইয়া কুলে লাফাইয়া পড়িতে পারিয়া ছিলেন। অজ্ঞান প্রায় নীরজা-বক্ষে তিনি কিনারায় কিনারায় বাটী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু একে সেই বৃষ্টি-ধারাযুক্ত বাতাসের প্রবল আঘাত, তাহাতে আবার উন্মূলিত বৃক্ষশাখা প্রভৃতি পদে ঠেকিয়া প্রতিপদে তাঁহার গমনে বাধা দিতে লাগিল। তিনি সত্বর অগ্রসর হইতে না পারিয়া মূর্চ্ছাপন্ন নীরজাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সহসা কিছু দূরে বৃক্ষের অন্তরালে ক্ষীণ-দীপালোক দৃষ্ট হইল, আশার আশ্বাসে তীর ছাড়িয়া বৃক্ষ কণ্টকাদির আঘাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্রুতপদে তিনি সেই দিকে চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর আসিলে সেই আলোটিও তাঁহার চক্ষের অগোচর হইল; তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নীরজাকে লইয়া তিনি কোথায় যান? বৃক্ষতলে দাঁড়াইবার যো নাই, প্রতিক্ষণে ঝড়ের বেগে শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তিনি নিরাশচিত্তে অজ্ঞান প্রায় চলিতে

লাগিলেন। সহসা সেই ঝড়-বৃষ্টি-গর্জ্জনের মধ্যে কোন মনুষ্যের কাতর-চীৎকার তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। সহসা সেই সময় বিদ্যুতালোকে তিনি দেখিলেন, এক-জন মনুষ্য তাঁহার নিকট দিয়া অতি দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। আর একবার বিদ্যুৎ হানিল, তিনি দেখিতে পাই-লেন, তাঁহার সম্মুখে কিছু দূরে এক ধবলাকার পদার্থ। ভগ্ন-অট্টালিকা হইবে আশা করিয়া সেই দিকে আসিলেন, কিন্তু সেখানে আসিয়া বিদ্যুতালোকে যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, একজন মৃতপ্রায় মনুষ্য কষ্ট-ব্যঞ্জক অস্ফুট-আর্ত্তনাদ করিতেছে।

প্রমোদ বুঝিলেন, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহারি চীৎকার তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবং যে ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট দিয়া পলায়ন করিতে দেখিলেন, ভাবিলেন, সেই ইহাকে আহত করিয়া গিয়াছে।

মূর্চ্ছাপন্ন নীরজা বক্ষে, সম্মুখে মুমূর্ষু ব্যক্তি, হয়তো যত্ন করিলে সে এখনো বাঁচিতে পারে, প্রমোদ যে কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই সময় আর একজন ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, সে আসিয়া প্রমো-দকে এবং ভূপতিত ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়' আপনারা বিপদে পড়েছেন? আমি চীৎকার শুনেই দৌড়ে এসেছি, কাছেই এই গাছের আড়ালে আমার কুটীর সেই খানে চলুন"

তাহাকে দেখিয়া প্রমোদ যেন প্রাণ পাইলেন; বলিলেন,

"আমি বিপদে পড়িয়া আসিতে আসিতে এই মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দেখিলাম, কিন্তু আমার ক্রোড়ে এই অজ্ঞান স্ত্রীলোক, সুতরাং এই মুমূর্ষুর যত্ন করিতে অক্ষম, তুমি তবে উহাকে লইয়া কুটীরে চল।"

সে বলিল, "আপনি তবে যান, আমি ইহাকে লইয়া যাইতেছি।"

নীরজাকে লইয়া প্রমোদ তখন সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির কুটীরে আসিয়া পঁহুছিলেন। কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহপার্শ্বে একটি অগ্নিপাত্র, তিনি তাহার নিকট একটি মাদুরে নীরজাকে শয়ান করাইয়া উত্তাপ দিতে দিতে ক্রমে তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল।

এদিকে অপর ব্যক্তি সেই আহত ব্যক্তিকে কুটীরে আনিয়া দেখিল, একটি পিস্তলের গুলি তাহার স্কন্ধ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বুঝিল তাহা সাংঘাতিক হইবে না—যত্নে সে বাঁচিতেও পারে। তাহাকে অপর একটি মাদুরে শয়ান করাইয়া, কুটীর স্বামী—ক্ষতস্থান বন্ধনের পর তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে নীরজাও সজ্ঞান হইয়া বসিল। তখন প্রমোদ সুস্থির হইয়া আহত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নীরজাও বসিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিল, দেখিবামাত্র সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, প্রমোদও সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিলেন। চিনিয়া নীরজা পিতার নিকট আসিয়া ব্যাকুলভাবে তাহার সেবা করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহা-

দের যত্নে সন্ন্যাসী অনেক শান্তিলাভ করিলেন, তাঁহার কথা কহিবার সামর্থ্য জন্মিল। তখন তিনি অতিব্যগ্রে বলিয়া উঠিলেন,

"তোমরা একজন কেহ এখনি পুলিসে যাও। নহিলে আজ এখনি হত্যাকাণ্ড হইয়া যাইবে।"

সকলে আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, যেন তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে অক্ষম। পিতাকে কথা কহিতে দেখিয়া আহ্লাদে নীরজা তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসীও আহ্লাদে অভিভূত হইয়া কথা কহিতে অক্ষম হইলেন। সন্ন্যাসীকে ঈষৎ সুস্থ দেখিয়া কুটীর-স্বামী বলিল "মহাশয়, আর কিছুই ভয় নেই, গুলি বের হয়ে গেছে। অল্প দিনেই আরাম হবেন। কিন্তু কি ক'রে এ রকম হোলো?" কুটীর-স্বামীর প্রতি এবার প্রমোদের দৃষ্টি পড়িল, তিনি তাহাকেও চিনিতে পারিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইলেন, দেখিলেন সে যামিনীর পূর্ব্ব ভৃত্য, যখন তাঁহারা কানপুর বেড়াইতে যান সে তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিল। নীরজাও তাহাকে চিনিয়া আশ্চর্য্য—বিস্ফারিত-নেত্রে বলিয়া উঠিল, "আমি কি ঠিক দেখিতেছি? তুমি কি সেই নৌকার দয়াবান দাঁড়ি নও? তুমিই কি আমায় অসীম বিপদ মধ্যে প্রথমে আশ্বাস দাও নাই?"

নীরজা পিতার গলদেশ ছাড়িয়া উঠিল; কুটীর-স্বামী সন্ন্যাসীর মুখে ঔষধ দিতে দিতে বলিল, "হাঁ আমিই সেই দাঁড়ি।" পরে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়,

আর তো কিছুই ভয় নাই। আপনি কি ক'রে এমন বিপদে পড়লেন, সেইটি এখন বলুন।"

সন্ন্যাসী আরো কিছু সামর্থ্য পাইয়া বলিলেন, "আমি প্রয়োজন-বশতঃ প্রয়াগে একটি দেবালয়ে আসিতেছিলাম। আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, কি করি পথে একটি ভগ্ন দেবালয় মধ্যে আশ্রয় লই-লাম। অনেকক্ষণ হইল, ঝড় থামিল না, কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম তিন চারি জন মনুষ্য সেই দেবালয়ের দিকে আসিতেছে। বিদ্যুতালোকে তাহা-দিগকে দেখিয়াই আমার দুষ্ট লোক বলিয়া বোধ হইল। ক্রমে তাহারা দেবালয়ের নিকটেই আসিল কিন্তু গৃহমধ্যে না ঢুকিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া কি কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল—"

সকলেই উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি কথা শুনলেন?"

স। "আমি কথা সকল শুনিতে পাই নাই। কিন্তু কথার মধ্যে মধ্যে দুই একটা যা' শুনিলাম তা'তে তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া চমকিয়া উঠিলাম—"

ব্যগ্রে আবার সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বুঝিলেন?"

স। "বুঝিলাম হিরণকুমার বলিয়া এক ব্যক্তিকে বধ করিতে যাইবার অগ্রে তাহারা কয় জনে মিলিয়া আর এক জন সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। অনেকক্ষণ হইল সেই প্রত্যাশিত ব্যক্তি না আসায় ঝড় বৃষ্টিতে আর

অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে না পারিয়া একজন বলিল, 'আর কতক্ষণ এরূপে এখানে থাকিব? চল যাওয়া যাক।' আমার মনে হইল এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।"

অন্য সকলে। "তা'র পর।"

স। "তা'র পর, তাহারা গিয়াছে ভাবিয়া আমি ঐ অভিসন্ধির কথা গুলি প্রকাশের অভিপ্রায়ে ব্যগ্রভাবে মন্দির হইতে বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, দস্যু-দের মধ্যে একজন তখনো যায় নাই, কেবল মাত্র সেই যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া সে বুঝিল আমি তাহাদের সকল কথা শুনিয়াছি, অমনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িল, আমি পড়িয়া গেলাম, পরে কি হইল জানি না। যাহা হৌক, এখনি এ অভিসন্ধির কথা পুলিসে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।"

প্রমোদ বলিলেন, "বাস্তবিকই, তা' না হ'লে এ হত্যা-কাণ্ড থামাইবার আর উপায় নাই।"

কুটীর স্বামী এই কথায় সেই ঝড়-বৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পুলিসে সংবাদ দিতে চলিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের ফল।

কিছু পরে গৃহস্বামী কুটীরে প্রত্যাগমন করিল; তাহার মুখ-চক্ষু ক্রোধ-পরিতৃপ্তি-জনিত হর্ষ-বিকম্পিত। সে আসিয়া প্রমোদকে বলিল, "মশায়, খুনীদের মধ্যে যে প্রধান সেও ধরা পড়েছে। তিনি কে শুনবেন?—তিনি আপনার বন্ধু যামিনী বাবু, আমার আগেকার মনিব।"

শুনিয়া প্রমোদ ও নীরজা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, সন্ন্যাসী একটু শান্তি পাইয়া তখন অল্প ঘুমাইতেছিলেন, তিনি একথা শুনিতে পাইলেন না। প্রমোদের কিন্তু ও কথায় বিশ্বাস হইল না, তথাপি তিনি আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যামিনীবাবু ইহার মধ্যে কি করিয়া আসিবেন? তিনি তো কলিকাতায়।"

সে বলিল, "মশায়, সবটা শুনুন তো; আমি পুলিসে খবর দিলেই অমনি জন কতক পুলিসের লোক এসে হিরণবাবুর বাড়ীর দুই পাশে লুকিয়ে রইল, আমিও তাদের সঙ্গে রইলাম।"

প্রমোদ বলিলেন, "একটা কথা আগে জিজ্ঞাসা করি, হিরণকুমারটা কে? সেকি এখানকার কোন বাসেন্দা?"

গৃহ। না, তিনি আলিপুরের ডিপুটিমেজিষ্ট্রেট, অল্পদিন হ'ল এখানে এসেছেন।"

প্রমোদ বুঝিলেন, সে কোন্ হিরণকুমার, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। গৃহস্বামী আবার বলিল,

"আমরা লুকিয়ে আছি, কিছুপরে চারজন লোক আস্তে আস্তে এসে সদর দরজা হতে কিছু দূরে একটি পাঁচীরের কাছে দাঁড়াল, আর এক জন দরজা খোলা দেখে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকলো। তখনি আমরা সেই পাঁচ জনকেই ধ'রে ফেললাম, তা'র ভিতর দেখি—যামিনী বাবু এক জন।"

প্রমোদ আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন, "তিনি তবে সেই সময় আর কোন কারণ বশতঃ হিরণের নিকট যাইতেছিলেন, এক সঙ্গে ধরা প'ড়ে ঐ দলে মিশিয়ে গিয়াছেন।"

প্রমোদের অবিশ্বাস বাক্যে সে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আপনি যামিনী বাবুকে দোষী মনে করছেন না। কিন্তু তাঁর স্বভাব জানলে আর ওরূপ ভাবতেন না। তিনিই তো আমার এই দশা করেছেন, তাঁর ভয়েই তো আমায় দেশ, পরিবার ছেড়ে এই অবস্থায় থাক্‌তে হয়েছে। আমার অপরাধের মধ্যে তাঁর কথায় আপনাকে মারতে রাজি হই নি।"

তখন রামধন নীরজার অপহরণের কথা, প্রমোদের হত্যা সংকল্পের কথা, যাহা যাহা হিরণকুমারকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিল সমস্তই বলিল। বলিতে বলিতে তাহার মুখ-চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। শুনিয়া নীরজার হৃদয় যেন স্তম্ভিত হইয়া আসিল, প্রমোদ যদিও কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু অপ্রত্যয় ভাবে বলিলেন, "যামিনী যে আমার

হত্যা মানস করিয়াছিলেন, ইহা তো হইতেই পারে না, আমি আসল হত্যাকারীকে পিস্তল হস্তে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

গৃহ। "তাতো হ'তেই পারে, যামিনী বাবু তো আর নিজে মারতে যান নি।"

প্র। "না, না, আমি কোন ভদ্র লোককে পিস্তল-হস্তে ছুটিয়া আপন বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়াছি, সে ব্যক্তি তো আর যামিনীর চাকর নয়।"

গৃহস্বামী শুনিয়া বলিল, "বুঝেছি, আপনি কাকে দেখেছেন? বোধ করি হিরণবাবুকে দেখে থাকবেন।"

প্রমোদ আশ্চর্য্যে বলিলেন, "তাহা তুমি কি প্রকারে বুঝিলে?"

সে বলিল, "আমার বন্ধুর কাছে আগে শুনেছিলাম যে একটি ভদ্রলোক সে পিস্তল কেড়ে নিয়েছিলেন, তার পর সেদিন হিরণ বাবুর নিকট শুনলাম, তিনিই সেই ভদ্রলোক।" রামধন হিরণের বাড়ী গিয়া যাহা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল তখন সেই সকল বলিল।

প্রমোদ বলিলেন, "হিরণ তো ওরূপ বলিতেই পারে, তাহার কথায় বিশ্বাস কি? তোমার বন্ধুর মুখে কি শুনিয়াছ?" ভৃত্য প্রথমে তাহা বলিতে অস্বীকৃত হইল, ভয়, পাছে প্রমোদ শুনিলে বন্ধুর কোন হানি হয়, কিন্তু প্রমোদের সাহস-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া বলিল,

"আমার বন্ধু যামিনী বাবুর একজন চাকর। আমি মারতে নারাজ হ'লে, টাকার লোভে সে এবং আর একজন

রাজি হয়ে আপনাকে মারতে গিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য ঠিক না হওয়াতে দু'বারই তাদের চেষ্টা মিছে হয়। তখন আপনি তাদের ধরতে যাওয়ায় তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।"

প্র। "তাহা তো আমি জানি, আমি দু'জনকে পলাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহারা যে যামিনীর ভৃত্য তাহা আমি বিশ্বাস করিব কেন?"

গৃহস্বামী। "শুনুন না, মশায়। পিস্তলের শব্দ শুনেও তারা পালাচ্ছিল দেখে চোর কিম্বা দুষ্ট লোক মনে করে পথে একজন ভদ্রলোক তাদের ধরতে যান, তখন জানতাম না ভদ্র-লোকটি কে, কিন্তু আপনাকে তো বলেছি, যে তার পর দেখছি, ভদ্রলোকটি হিরণ বাবু। হিরণ বাবুকে দেখে তখন দু'জন দুই দিকে পালাল। যে ব্যক্তির হাতে পিস্তল ছিল, হিরণ বাবু দৌড়ে তার উপর এসে পড়ে তার হাত ধরতে গেলেন ভাগ্যে হাতের বদলে হিরণ বাবু পিস্তল ধরেছিলেন, তাই সে ব্যক্তি পিস্তল ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে পালাল। হিরণ বাবু তাকে আর ধরতে না পেরে চ'লে গেলেন। এই সকল কথা পরদিন আমার বন্ধুটি আমোদ করে আমাকে বলেছিল। আপনি বোধ হয় হিরণ বাবুকেই পিস্তল-হাতে দেখে থাকবেন।"

শুনিয়া প্রমোদ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, তথাপি সম্পূর্ণ রূপে যামিনীকে দোষী ভাবিতে পারিলেন না। পরে এই বিষয়ের সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করিতে স্থির করিলেন। এই সময় এক জন বৃদ্ধা এই কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা

সেই ভৃত্যের মাসী। সে কিছু দূরে পর পারে, একটি দেবালয় দর্শনে গিয়াছিল ফিরিয়া আসিবার সময় ঝড় বৃষ্টি পাইয়া ভিজিতে ভিজিতে অবশেষে গৃহে আসিল। এখানে অনেক লোক জন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহার বোনপোর নিকট শুনিল ইহাঁরা ঝড় বৃষ্টিতে কাতর হইয়া এই কুটীরে আশ্রয় লইয়াছেন। তখন বৃদ্ধা আস্তে আস্তে আসিয়া অগ্নির নিকট বসিয়া হস্তপদ সেঁকিতে সেঁকিতে অৰ্দ্ধেক আপন মনে অৰ্দ্ধেক প্রকাশ্যে বলিল,

"তা বাপু বেশ—এই ঝড় বৃষ্টি—এ সময়ে কি পথ চলা যায় বাপু! তোমরা এসেছ বেশ করেছ——বাবা! কি এক রোখা মেয়ে গা?"

প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার কথা বলিতেছ? কে বাপু?"

নীরজা ভাবিল, বৃদ্ধা তাহাকে ভাবিয়াই বলিতেছে, ঈষৎ ক্রুদ্ধ ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে সে বলিল, "কেন বাপু আমি কি করিয়াছি, আমাকে কিসে এক রোকা দেখিলে?"

বৃদ্ধা। "তুমি কেন গো? আজ এই দুর্যোগের সময় নৌকা হ'তে কত কষ্টে বেঁচে যখন নদীর ধার দিয়ে বাড়ী আসছিলেম তখন একটি পাগল মেয়ে,—আহা! এমন সুন্দর মেয়ে কেউ কখনো দেখেনি—একেবারে উন্মত্ত হয়ে দেখি ছুটে ছুটে বেড়াচ্চে। আহা! এক রাশি চুল সব এলো থেলো, বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে সব সোটা সোটা হয়ে পড়েছে, তা দিয়ে আবার ঝর ঝর জল ঝরছে।"

প্রমোদ ও নীরজা দু'জনেই একত্রে বলিয়া উঠিলেন, "আহা! কাদের মেয়ে গা?"

বৃদ্ধ। "ওগো, কাদের মেয়ে জানিনা, কেবল গান গায়। আমি শুধালাম, 'তুমি কাকে খুজছ গা?' তা' সে বল্লে,

'হিরণ হিরণ সোনার বরণ,
যাঁরি হাতে বাঁচন মরণ।"

এই কথায় প্রমোদ অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "এ তো আমাদের কনক নয়? তাহার বয়স কত গো?"

বৃদ্ধা। "এই, বাপু, চৌদ্দ পনের বৎসরের।"

এই কথা শুনিয়া নীরজা ও প্রমোদ যেন বজ্রাহত হইলেন; অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত প্রমোদ নীরজাকে বলিলেন, "তুমি এই খানে থাকো। আমার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে এ কনক, আমি তাকে খুজে আনিগে।"

নীরজা বলিল, "কনক যদি এতক্ষণে আর বারের মত জলেই বা পড়ে গিয়ে থাকে?"

বৃদ্ধ। ওগো সে মেয়েটি জলে পড়েনি গো, আমি তাকে বল্লেম 'আমার সঙ্গে আসবে', তা সে অমনি গান গাইতে গাইতে ঐ মস্ত বাড়ীর ভিতর ঢুকলো তার পর কি হয়েছে জানিনা।"

বৃদ্ধা প্রমোদের সহিত কুটীরের বাহিরে আসিয়া সেই বাড়ী অঙ্গুলি দ্বারা চিনাইয়া দিল। তখন বিদ্যুতের মত প্রমোদ সেই কুটীর হইতে বাহির হইয়া সুদূরে সেই বাড়ীর নিকট দৌড়িলেন। উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীতে প্রবেশ

করিয়া দ্বিতলে উঠিলেন। কিন্তু হিরণ মনুষ্য-পদশব্দ পাইয়াই কক্ষের বাহিরে আসিলেন। প্রমোদ উন্মত্তের ন্যায় হিরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কনক কোথায়?" কথার গোলে পাছে কনকের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে হিরণ-কুমার তাহাকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই কক্ষে, কিন্তু চুপ! চুপ! কনক ঘুমাইতেছে, গোল করিলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে, এখন ও ঘরে যেয়োনা।" প্রমোদ তাহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। হিরণকুমার ব্যাকুল-ভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। কনকের শয্যা-পার্শ্বে গিয়া প্রমোদ মনের ব্যগ্রতা ভরে ডাকিলেন,

"দিদি আমার, কনক"। হিরণ তাহা শুনিয়া মৃদুস্বরে ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "চুপ! চুপ! এখনি কনকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে।" প্রমোদ সে কথা না শুনিয়া আবার কনকের গলদেশ বেষ্টন করিয়া ডাকিলেন, "দিদি আমার, কনক, ওঠ ওঠ আমার সহিত একটিবার কথা কও।"

কনক জাগিয়া উঠিল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া।

নিদ্রার মত মনের ব্যাধির পরম ঔষধ আর কিছুই নাই। কিছুক্ষণ ঘোর নিদ্রা মগ্ন থাকায় কনক যখন জাগিল, তথন যেন তাহার ভ্রংশ-বুদ্ধি কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। কিন্তু সহসা প্রমোদকে সেই আদরের ভাবে কথা কহিতে দেখিয়া, সম্মুখে হিরণকুমারকে ম্লান বিষণ্ণ ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া, সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মুখে আনন্দ বিভাসিত হইল। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া প্রমোদ আহ্লাদে বলিলেন, "কনক, আমি তোর কাছে কত অপরাধে অপ-রাধী, কনক, দিদিটি আমার. আমি সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব; হিরণ যাহাই হৌক আমি তোর সঙ্গে বিবাহ দিবই দিব।"

অমনি সমস্ত ঘটনা কনকের মনে পড়িয়া গেল, ভ্রাতার নিষ্ঠুরতা, হিরণের পর্য্যন্ত নিষ্ঠুরতা, মনে পড়িল। কতদিন [illegible] তাহার ভাই তাহাকে আদর করিয়া ডাকিলেন, আবার হিরণকুমার তাহার শয্যার পাশেই রহিয়াছেন, কনকের হঠাৎ এত আহ্লাদ আর সহ্য হইল না, কনক আবার অন্ধকার দেখিল, মস্তক আবার ঘুরিয়া আসিল, হৃদয়ে রক্তের প্রবাহ ভীষণ বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,

কনক বলিল, "দাদা, ওরূপ আদরের কথা আমি যে তোমার মুখে অনেক দিন শুনি নি, আমার ভাগ্যে যে আর এরূপ সুখ কখনো হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—"

কনকের উপাধান অশ্রু সিক্ত হইয়া প্রমোদের হাত ভিজিতে লাগিল। আবার একবার ঈষৎ-লজ্জা, ঈষৎ-অভিমান, ঈষৎ-বিষাদে অর্দ্ধ নিমীলিত-চক্ষে হিরণকুমারের পানে চাহিল, অস্ফুট স্বরে বলিল,

"হিরণকুমার, এ জনমে আর হৃদয়ের সাধ পূরিল না—কিন্তু ঈশ্বর-উপাসনার যদি ফল থাকে, বিশুদ্ধ-প্রেমের যদি পুরস্কার থাকে, তা হলে মরণে আমার দুঃখ নেই, তা' হলে পরলোকে আমাদের মিলন হবেই?" অতি কষ্টে এ কথা গুলি কহিয়াই কনক থামিল। কনকের কথার মর্ম্ম যেন হিরণ-কুমার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, যাতনা-ব্যঞ্জক শূন্য-দৃষ্টিতে কেবল তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন মাত্র। প্রমোদ আর কান্না সামলাইতে পারিলেন না, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। কনক আবার কথা কহিবার ইচ্ছায় মুখ খুলিল, অতি ধীরে ধীরে, অতি কষ্টে বলিল—"হিরণ-কুমার, আর যে দেখতেও পাচ্ছিনে, একটিবার কাছে স'রে এস, শেষবার ভাল করে——"

এইটুকু বলিয়াই কনক আবার ঢুলিয়া পড়িল; আর কথা কহিল না। প্রমোদ বলিল, "দিদি আমার, অমন করিতেছ কেন?" কনকের যন্ত্রণা বুঝিতে পারিয়া প্রমোদ কাঁদিয়া উঠিলেন; হিরণকুমার পাগলের মত প্রমোদকে

বলিলেন, "চুপ! চুপ! কনকের ঘুম আসিতেছে, তুমি ঘুম ভাঙ্গাইও না।"

হিরণ আস্তে আস্তে কাছে বসিয়া শিশুর ন্যায় তাহাকে ঘুম পাড়াইতে লাগিলেন। কনক আর একবার কষ্টে চক্ষু খুলিয়া হিরণকে দেখিল, তাহার ওষ্ঠাধর মৃদু হাস্যে শোভিত হইল, মুখখানি একটি অপূর্ব্ব সুখের ভাবে পরিপ্লুত হইল, কনকের আবার চক্ষু মুদিয়া আসিল, ভ্রাতার হস্তে মস্তক রাখিয়া কনক অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল, না ফুটিতেই মুকুল ঝরিয়া পড়িল; দীপ জ্বলিয়াই নির্ব্বাণ হইল।

প্রমোদ বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, হিরণকুমার আবার বালকের মত বলিলেন, "কাঁদিও না, কনকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে।" হিরণের আশাই পূর্ণ হইল, কনকের ঘুম আর কখনই ভাঙ্গিল না; কুসুম কলিকা ছিন্ন হইল।

উপসংহার।

আরো কয়েক বৎসর অতীত হইল। এই অল্পকালের মধ্যেই ধ্বংশ-শীল জগতের ক্ষতিগ্রস্থ ভাগ কত পুরিয়া

is now before us. This little work is superior to average level of poetical compositions in Bengali. It shows no trace of that indelicacy which only too often disfigures popular Hindoo songs. The plot is very simple, and the dramatic incidents fairly well managed. Most of the songs have considerable merit. The pretty little song with which the work opens will at once arrest attention, as will Lila's song of despair, the songs of Poesy and Music, and the chorus of the gods in the second act. The song of the disowned Sobha in the last act is simple and pathetic. We cordially recommend this little work to readers of Bengali works.

Indian Daily News

ছিন্ন-মুকুল।

উপন্যাস।

দীপ-নির্ব্বাণ ও বসন্ত-উৎসব-রচয়িত্রী-

প্রণীত।

"ওরে রে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল পুষ্পে তোর কিরে বাসা!"
তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য।

কলিকাতা;
বাল্মীকি যন্ত্রে
শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
শক ১৮০১।

উপহার।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যোতিদাদা,

হৃদয়-উচ্ছ্বাস-ভরে আজিকে তোমার করে
দলিত-কুসুম-কলি সঁপিনু যতনে,
কি আর চাহিতে পারি?—এক বিন্দু অশ্রুবারি
মিশাইও কনকের অশ্রুবারি-সনে।